উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

JAL

সেনসেক্স : ৮০,৫৪৩.৯৯ (-১৬৬.২৬)

নিফটি : ২৪,৫৭৪.২০ (-৭৫.৩৫)

চিনে যাচ্ছেন মোদি

দীর্ঘ বিরতির পর ভারত-চিন সম্পর্কে নতুন অধ্যায় শুরু হতে চলেছে। গালওয়ান উপত্যকায় রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের পাঁচ বছর পর আবার চিন সফরে যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। ›› ৭

হল না শাহি সাক্ষাৎ

বুধবার দিল্লি গেলেও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা'র সঙ্গে দেখা হল না আরজি করের নির্যাতিতার বাবা-মায়ের। সিবিআই তদন্তে তাঁরা অসন্তুষ্ট। ›› ৭

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

	শিলিগুড়ি	জলপাইগুড়ি	কোচবিহার	আলিপুরদুয়ার
সর্বোচ্চ	৩৩°	৩১°	৩২°	৩৩°
সর্বনিম্ন	২৭°	২৬°	২৭°	২৬°

বাংলা ছবি বাঁচাতে চিঠি প্রসেনজিৎদের ›› ৫

২১ শ্রাবণ ১৪৩২ বৃহস্পতিবার ৫.০০ টাকা 7 August 2025 Thursday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 81

পালটা মুখ্যসচিবের বিরুদ্ধে ব্যবস্থার হুমকি

কমিশনের বিরুদ্ধে জেহাদ

অরূপ দত্ত ও চিত্ত মাহাতো

কলকাতা ও ঝাড়গ্রাম, ৬ অগাস্ট : কার্যত সাংবিধানিক সংঘাতের বার্তা। নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্তকে অমান্য করতে চলেছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার। সরাসরি সেই জেহাদ ঘোষণা করলেন স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী। কমিশনের উদ্দেশে পালটা তাঁর কটাক্ষ, 'নির্বাচন কমিশন অমিত শা'র হাতের পুতুল। যেদিকে নাচাবেন, সেদিকেই নাচবে।' রাজ্যের চারজন আধিকারিককে নির্বাচন কমিশন সাসপেন্ড করতে বলেছে মুখ্যসচিবকে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় স্পষ্ট বলে দিলেন, তিনি সাসপেন্ড করতে দেবেন না। রাতেই অবশ্য কমিশন স্পষ্ট করে দিয়েছে, নির্দেশ মেনে পদক্ষেপ না হলে ব্যবস্থা নেওয়া হতে পারে মুখ্যসচিবের বিরুদ্ধেও।

ভোটার তালিকায় নাম নথিভুক্তিতে অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে ওই চার আধিকারিকের বিরুদ্ধে। এঁদের মধ্যে দুজন পূর্ব মেদিনীপুরে ও দুজন দক্ষিণ ২৪ পরগনায় কর্মরত। দুজন নির্বাচনি নিবন্ধন আধিকারিক (ইআরও) ও অপর দুজন সহকারী নির্বাচনি নিবন্ধন আধিকারিক (এইআরও)। নির্বাচন কমিশন তাঁদের সাসপেন্ড করতে বলে চিঠি দিয়েছিল রাজ্যের মুখ্যসচিব মনোজ পন্থকে। মুখ্যমন্ত্রী এই সিদ্ধান্তের পিছনে বিজেপির হাত দেখছেন। তাঁর বক্তব্য, 'কমিশনের এই সিদ্ধান্ত রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত।'

ঝাড়গ্রামে বুধবার এক সভায় কমিশনের ওই পদক্ষেপের বিরুদ্ধে মমতা বলেন, 'নির্বাচন কমিশন আমাদের দুজন অফিসারের বিরুদ্ধে নোটিশ পাঠিয়ে এফআইআর করতে বলেছে। কিন্তু আমি কাউকে সাসপেন্ড করতে দেব না। কোনও এফআইআর করতেও দেব না।' নির্বাচন কমিশনের অধীনে কাজ করছেন যে সরকারি আধিকারিকরা, তাঁদের উদ্দেশে মমতার আশ্বাস বার্তা, 'ভয় পাওয়ার কিছু নেই। আপনাদের রক্ষা করার দায়িত্ব আমাদের। ওরা কিছু করতে পারবে না।'

যদিও নরমে-গরমে বিবাদ মিটিয়ে নেওয়ার জন্য মুখ্যসচিব ও কমিশনের কাছে আর্জি জানিয়ে চিঠি দিয়েছে ডব্লিউবিসিএস (এগজিকিউটিভ) অফিসার্স অ্যাসোসিয়েশন। তবে, এই বিবাদ ছাপিয়ে বড় প্রশ্ন হয়ে উঠেছে, নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্ত কোনও রাজ্য এভাবে অমান্য করতে পারে কি না। অমান্য করলে সাংবিধানিক সংকট তৈরি হতে পারে বলেও সরকারি ও রাজনৈতিক স্তরে আলোচনা শুরু হয়েছে।

বিজেপির রাজ্য কমিটির সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান। নির্বাচন কমিশনের মতো একটি সাংবিধানিক স্বশাসিত সংস্থাকে যদি তিনি অমান্য করেন, তাহলে সংবিধানের রক্ষকদের বিষয়টি দেখা উচিত।' শমীকের কথায়, 'আগামী বিধানসভা নির্বাচনে হার নিশ্চিত জেনে মেজাজ হারিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এসব বলছেন। তিনি তো বক্তৃতা না করে কমিশনের সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করে আদালতে যেতে পারেন।' ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনীকে কেন্দ্র করে রাজ্যের সঙ্গে নির্বাচন কমিশন ও বিজেপির সংঘাত বেঁধেছে।

ওই সংশোধনীতে রাজ্যের ১ কোটিরও বেশি ভোটারের নাম বাদ যাবে বলে সম্প্রতি বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী মন্তব্য করেছেন। তারপর ওই প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে কার্যত জেহাদ ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। বুধবার তিনি বলেন, 'ভোট তো এখনও আট মাস বাকি। এখন থেকে অফিসারদের ভয় দেখাচ্ছ, ক্ষমতা দেখাচ্ছ? *এরপর দশের পাতায়*

অভাবে সন্তানকে মেরে 'আত্মঘাতী'

চারদিন না খেয়ে, দাবি স্ত্রীর ● পরিযায়ীর দেহ উদ্ধারে প্রশ্ন

বিশ্বজিৎ সরকার

রায়গঞ্জ, ৬ অগাস্ট : দুটি জীবনের বিনিময়ে কি পরিযায়ী শ্রমিকদের বর্তমান অবস্থান তুলে ধরলেন আজিবুল হক? বুধবার সকালে পুলিশ এক শিশু সহ দুটি মৃতদেহ উদ্ধারের পর এমন প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টা করছে উত্তর দিনাজপুর জেলার রায়গঞ্জ ব্লকের বাহিন গ্রাম পঞ্চায়েতের লহুজ গ্রাম। অভাবের তাড়নায় চার বছরের সন্তানকে খুন করে আজিবুল হক মৃত্যুর পথ বেছে নিয়েছেন বলে নিশ্চিত পুলিশের একাংশের পাশাপাশি গ্রামবাসীরা। হরিয়ানা ফেরত পরিযায়ী আজিবুলের স্ত্রীর বক্তব্যেও তা স্পষ্ট হচ্ছে। রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে দাঁড়িয়ে সুফিয়া খাতুন বলেন, 'বাড়িতে খাবার ছিল না। চারদিন ধরে না খেয়ে ছিলাম আমরা। স্বামীকে চালের কথা বললে অশান্তি হয়। বাবার বাড়ি থেকে চাল নিয়ে আসার কথা বলে তিনদিন আগে বাড়ি থেকে বের করে দেন। আজ বিকেলে চাল নিয়ে বাড়ি ফেরার কথা ছিল। কিন্তু সব শেষ হয়ে গেল।' হন্যে হয়ে ঘুরলেও আজিবুল রায়গঞ্জে কোনও কাজ পাচ্ছিলেন না বলে জানান স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য তৃণমূলের আমিনুল ইসলাম।

ভিনরাজ্যে বাংলার পরিযায়ী শ্রমিকদের হেনস্তা এবং নির্যাতনের

স্বামী ও সন্তানকে হারিয়ে শোকে পাথর স্ত্রী (টোটোয় বসে)।

ঘটনায় কিছুতেই ছেদ পড়ছে না। অত্যাচারের থেকে বাঁচতে অনেকেই স্বভূমে ফিরে আসছেন। ফিরে আসা শ্রমিকদের কাজের ব্যবস্থার আশ্বাস মিলেছে রাজ্যের শাসকদল তৃণমূলের তরফে। কিন্তু কাজের জায়গা কোথায়, এই প্রশ্ন ইতিমধ্যেই উঠেছে। কাজ যে নেই এবং রাজ্যে ফিরে আসার পর শ্রমিকদের অবস্থাটা কেমন হতে পারে, তা যেন কিছুটা স্পষ্ট হল চার বছরের সন্তান ও আজিবুলের ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধারে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, তিন মাস আগে হরিয়ানা থেকে রায়গঞ্জে ফেরেন আজিবুল। স্থির করেন, আর যাবেন না ভিনরাজ্যে। এখানেই স্ত্রী ও দুই সন্তানকে নিয়ে থাকবেন, কাজ করবেন রায়গঞ্জে। প্রথম দিকে সব ঠিক থাকলেও, সেভাবে কোনও কাজ জোগাড় না হওয়ায় জমানো টাকা শেষ হতে বেশি সময় লাগেনি।

এরপর দশের পাতায়

পাহাড় থেকে নেমে আসা পলিতে চাপা পড়েছে বাড়িঘর, হোমস্টে। উত্তরকাশীতে বুধবার।

ধারালিতে ধ্বংসস্তূপ, আটকে কয়েক হাজার

দেরাদুন, ৬ অগাস্ট : আস্ত একটা জনপদ গুঁড়িয়ে গিয়েছে। ঘরবাড়ি ভেঙে পড়ে বন্ধ যাতায়াতের পথ। শিকড় সহ উপড়ে পড়ে আছে গাছ, বসতি এলাকার মাঝখানটা শূন্য। পাহাড় থেকে ক্ষীরগঙ্গা নদীর প্রবাহ বেয়ে নেমে আসা হড়পা আর ধস নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে উত্তরাখণ্ডের উত্তরকাশী জেলার ধারালি গ্রামকে। বুধবারের সেই খণ্ড দৃশ্যগুলি ২৪ ঘণ্টা আগে ঘটে যাওয়া বিপর্যয়ের সাক্ষ্য দিচ্ছে।

ভাইরাল এক ভিডিওতে জলের তোড়ে যাত্রী সহ গাড়িকে ভেসে যেতে দেখা গিয়েছে। সরকারি হিসাবে মৃতের সংখ্যা বেড়ে ৫ হয়েছে। তবে স্থানীয় প্রশাসনই শতাধিক মানুষের নিখোঁজ থাকার কথা জানিয়েছে। তাঁদের মধ্যে কতজন জীবিত, তা নিয়ে এখন শুধুই ধোঁয়াশা। উদ্ধারকাজে নেমেছে সেনা, ইন্দো-তিব্বত সীমান্ত পুলিশ এবং জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী। আনা হয়েছে প্রশিক্ষিত কুকুর।

তবে আবহাওয়া খারাপ থাকায় ব্যাহত হচ্ছে উদ্ধার অভিযান। ধারালি থেকে প্রায় ২০০ জনকে নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। যদিও আগামী ২৪ ঘণ্টায় রাজ্যে ফের মাঝারি থেকে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাসে ভয়ে কাঁটা হয়ে আছে নৈনিতাল, উধমপুর নগর এবং হরিদ্বার। বুধবার উত্তরকাশী থেকে গঙ্গোত্রীর উদ্দেশে রওনা হওয়া কেরলের ২৮ জনের পর্যটকদলের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে।

হিমাচলপ্রদেশও গত ২৪ ঘণ্টায় মেঘভাঙা বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত। ধস নামায় বন্ধ চণ্ডীগড়-মানালি জাতীয় সড়ক। রাস্তায় আটকে রয়েছেন কয়েক হাজার পর্যটক। কিন্নরে কৈলাসধামের কাছে টাংলিং সেতু জলের তোড়ে ভেসে যাওয়ায় পরিস্থিতি জটিল হয়েছে। জিপলাইনের মাধ্যমে ৪০০-র বেশি পুণ্যার্থীকে উদ্ধার করা গেলেও বুধবার সন্ধ্যা পর্যন্ত আরও কয়েকশো মানুষ ওই এলাকায় আটকে রয়েছেন। *এরপর দশের পাতায়*

ধূপগুড়ি নিয়ে রেড অ্যালার্ট তৃণমূল নেতৃত্বের

সপ্তর্ষি সরকার

ধূপগুড়ি, ৬ অগাস্ট : দলের সর্বোচ্চ নেতৃত্বের রোষের মুখে ধূপগুড়ির তৃণমূল নেতৃত্ব। দলীয় নেতাদের মধ্যে গোষ্ঠীর লড়াই, নাগরিক পরিষেবা নিয়ে সাধারণ মানুষের ক্ষোভ, মানুষের মধ্যে নেতাদের ভাবমূর্তি সহ একাধিক ইস্যুতে ধূপগুড়ির দলীয় নেতা এবং জনপ্রতিনিধিদের ওপর শীর্ষ নেতৃত্ব যে ক্ষুব্ধ এবং বিরক্ত, তা স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেওয়া হয়েছে দলের জেলা নেতাদের। বুধবার কলকাতায় দলের সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সীর উপস্থিতিতে জেলা তৃণমূলের সভাপতি, শাখা সংগঠনগুলির জেলা নেতৃত্ব, বিধায়কদের নিয়ে দলীয় বৈঠকে জেলার মধ্যে ধূপগুড়িতে সংগঠন নিয়ে কার্যত রেড অ্যালার্ট জারি করা হয়েছে।

তৃণমূলের অন্দরের খবর, জেলার বাকি এলাকার মতোই ধূপগুড়িতে এই মুহূর্তে ব্লক সভাপতি মনোনয়ন হচ্ছে না। এর বদলে দলের জেলা সভাপতিকে মাথায় রেখে, বিধায়ক সহ পাঁচ থেকে

শহরে ভোটের অঙ্ক

২০১৯ লোকসভা
৫৭৮৮ ভোটে এগিয়ে বিজেপি

২০২১ বিধানসভা
৩৯৮৩ ভোটে এগিয়ে বিজেপি

২০২৩ উপনির্বাচন
১০৪১ ভোটে এগিয়ে বিজেপি

২০২৪ লোকসভা
৬৯৩৬ ভোটে এগিয়ে বিজেপি

সাতজনের কমিটির হাতে ধূপগুড়ির দলীয় এবং সাংগঠনিক ভার দেওয়া হচ্ছে। সূত্রের খবর, এদিনের সভায় ধূপগুড়ি প্রসঙ্গে দলের দুই শীর্ষ নেতা বিস্তারিত তথ্য এবং খবর তুলে ধরে জেলা নেতৃত্বকে চাপে ফেলে দেন। এরপরেই ব্লক সভাপতির বদলে যৌথ কমিটির বিষয় আসে সভায়। যদিও এদিনের সভায় হাজির কেউই এনিয়ে রা কাড়তে নারাজ।

জেলা তৃণমূলের সভাপতি মহুয়া গোপের কথায়, জেলা নেতৃত্বদের নিয়ে এমন সাংগঠনিক সভায় বিশেষত্ব বা অস্বাভাবিকতা কিছুই নেই। জেলার দলীয় সংগঠনের হাল নিয়ে চর্চা হয়েছে সভায়। পুরোটাই দলের অভ্যন্তরীণ ও সাংগঠনিক বিষয়।

২০১৭ সালে সর্বশেষ পুরভোটের পর সবক'টি ভোটে শহরে বিজেপির কাছে ধরাশায়ী হওয়ার ঘটনায় মারাত্মক ক্ষোভ রয়েছে তৃণমূলের শীর্ষ স্তরে। সর্বশেষ পুরভোটে ১৬টির মধ্যে ১২টি ওয়ার্ডে জিতে বোর্ড দখল করলেও দু'বছরের মাথায় ২০১৯ লোকসভায় শহরে বিজেপির কাছে ৫৭৮৮ ভোটে পিছিয়ে পড়েন তৃণমূল প্রার্থী। এরপর ২০২১ বিধানসভা নির্বাচনে ৩৯৮৩ ভোটে, ২০২৩ বিধানসভা উপনির্বাচন ১০৪১ ভোটে এবং গতবছর ২০২৪ *এরপর দশের পাতায়*

রেগে লাল ট্রাম্প, শুল্ক বেড়ে ৫০ শতাংশ

ওয়াশিংটন ও নয়াদিল্লি, ৬ অগাস্ট : ২৫ থেকে একলাফে বেড়ে ৫০ শতাংশ। ভারতীয় পণ্যের ওপর রাতারাতি দ্বিগুণ শুল্ক বৃদ্ধি। হুমকিটা মঙ্গলবারই দিয়ে রেখেছিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। রাশিয়ার কাছ থেকে তেল কেনা বন্ধ না করলে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে শুল্ক আরও বাড়ানোর হুমকি দিয়ে রেখেছিলেন। ঠিক সেই সময়সীমার মধ্যে একতরফা শুল্ক বৃদ্ধির ঘোষণা এল ট্রাম্পের কাছ থেকে।

পূর্ব ঘোষিত ২৫ শতাংশ শুল্কের সঙ্গে ২৫ শতাংশ জরিমানা যোগ করা হল বলে জানাল হোয়াইট হাউস। মার্কিন সরকারের বুধবারের বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, রাশিয়া থেকে জ্বালানি তেল কেনার কারণে ভারতের ওপর জরিমানা ধার্য হল। নতুন এই এগজিকিউটিভ অর্ডারে সই করেছেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প। ২৭ অগাস্ট থেকে এই জরিমানা কার্যকর হবে বলে জানানো হয়েছে।

ট্রাম্পের সিদ্ধান্তে ভারত-আমেরিকা দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক নয়া মোড় নিতে চলেছে। মার্কিন পদক্ষেপের জবাব ভারত কীভাবে দেবে, তা নিয়ে সংশয় আছে। রাত পর্যন্ত ভারতের প্রতিক্রিয়া জানানো

জরিমানা

- ভারতীয় পণ্যের উপর ২৫ শতাংশ শুল্ক যোগ করেছিল আমেরিকা
- সেই শুল্কের উপর জরিমানা হিসেবে আরও ২৫ শতাংশ জুড়লেন ডোনাল্ড ট্রাম্প
- রাশিয়ার কাছ থেকে তেল কেনায় এই জরিমানা বলে উল্লেখ করা হয়েছে

হয়নি। তবে কড়া প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে ভারতের বিরোধী দলগুলি। সরকারের ওপর পালটা পদক্ষেপ করতে চাপ বাড়াচ্ছে কংগ্রেস ও অন্যান্য।

শুল্ক বৃদ্ধি নিয়ে সাউথ ব্লক নীরব থাকলেও আমেরিকার বিরুদ্ধে দ্বিচারিতার অভিযোগ এনেছে বিদেশমন্ত্রক। মন্ত্রকের দাবি, ভারতের তেল আমদানিতে আপত্তি জানালেও আমেরিকা নিজের স্বার্থে রাশিয়ার কাছ থেকে ইউক্রেনিয়াম কিনছে। ভারতের সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তি হলেও দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের এই জট কাটবে না বলে বুধবার এক সাক্ষাৎকারে ইঙ্গিত দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট।

তাঁর মতে, আমেরিকার দাবি মেনে ভারত বাণিজ্য ঘাটতি এবং আমদানি শুল্ক কমালেও সমস্যা থেকে যাবে। কারণ, ভারত রাশিয়া থেকে তেল কেনা বন্ধ করতে রাজি নয়। পারমাণবিক জ্বালানির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হেক্সাফ্লোরাইড, প্যালাডিয়াম, বিভিন্ন ধরনের সার এবং রাসায়নিক আমেরিকা রাশিয়া থেকে আমদানি করছে বলে সাউথ ব্লকের অভিযোগ অবশ্য এড়িয়ে গিয়েছেন ট্রাম্প।

বুধবার ওয়াশিংটনে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে মার্কিন প্রেসিডেন্ট বলেন, 'আমি এ বিষয়ে অবগত নই। সব জেনে মন্তব্য করা উচিত।' ভারতের পাশাপাশি ব্রিকস গোষ্ঠীর ব্রাজিলের সঙ্গেও আমেরিকার টানাপোড়েন মাত্রা ছাড়িয়েছে। *এরপর দশের পাতায়*

মাল পুরসভার শতাধিক নথিতে গরমিল

বুধবার পুরসভায় ঢুকছে অডিট টিম।

অভিষেক ঘোষ

মালবাজার, ৬ অগাস্ট : মাল পুরসভায় একশোরও বেশি কাজের নথি পাননি অডিট টিমের অফিসাররা। ওই সব নথির তালিকা তৈরি করেছেন তাঁরা। সেই তালিকা পুরসভাকে দিয়ে কড়া ভাষায় ওইসব নথি জমা দিতে বলেছেন। তারপরই সব বিভাগকে নিয়ে বৈঠকে বসে বৃহস্পতিবার বিকেলের মধ্যে ওই সব কাজ সংক্রান্ত যাবতীয় নথিপত্র জমা করার নির্দেশ দিয়েছেন পুর চেয়ারম্যান উৎপল ভাদুড়ি। শুক্রবার বিকেলে অডিট শেষ করে কলকাতায় ফিরে যেতে পারে দলটি।

গত জুলাই মাসের ১৪ তারিখে স্পেশাল অডিট শুরু হয় মাল পুরসভায়। ২০টি কর্মদিবসের এই বিশেষ অডিটের মেয়াদ মঙ্গলবার শেষ হলেও এখনও পুরসভা ছাড়েননি চার অডিট অফিসার। বুধবারও অডিট চলেছে পুরোদস্তুর। এখনও পর্যন্ত কোনও কোনও নথি চেয়েও অডিট টিম পায়নি, কোন কোন নথিতে গরমিল রয়েছে, তার একটি তালিকা ইতিমধ্যেই পুর চেয়ারম্যানকে দিয়েছেন তদন্তকারী অফিসাররা। তার ভিত্তিতে মঙ্গলবার পুরসভার সমস্ত বিভাগকে নিয়ে বৈঠক করার কথা ছিল চেয়ারম্যানের। তবে সেই বৈঠকটি হয় বুধবার।

এদিন বৈঠকে পুরসভার চেয়ারম্যান ও কাউন্সিলাররা ছাড়াও নির্বাহী আধিকারিক, অর্থ আধিকারিক সহ কারিগরি, টেন্ডার, অর্থ, পানীয় জল, স্বাস্থ্য সহ অন্যান্য সমস্ত বিভাগীয় কর্তারা উপস্থিত ছিলেন। প্রায় এক ঘণ্টা বৈঠক চলে। সূত্রের খবর, বৈঠক চলাকালীন সেখানে যান অডিট টিমের অফিসাররা। তিন-চারটি দপ্তরকে চিহ্নিত করে তাদের নথি জমা দিতে বলেন। এরপরই অডিট টিমের দেওয়া রিপোর্ট তুলে ধরে চেয়ারম্যান নির্দেশ দেন বৃহস্পতিবার বিকেলের মধ্যে বিভাগীয় আধিকারিকদের অডিট টিমকে নথি দিতে হবে। নথি দিতে না পারলে তার কারণ লিখিতভাবে তাঁদের জানাতে হবে।

সূত্র মারফত জানা গিয়েছে, কুড়িদিনের অডিটের পর একটি তালিকা তৈরি করেছে বিশেষ দলটি। প্রচুর সরকারি নথির রেফারেন্স নম্বরের সঙ্গে পুরসভার রেকর্ডের মিল খুঁজে পাননি তদন্তকারীরা। এমন নথিপত্রের সংখ্যা শতাধিক। ২০১৫ সাল থেকে ২০২৫ সাল *এরপর দশের পাতায়*

এডিশন স্পেশাল

নেটভুবনে জীতু, দিতিপ্রিয়ার স্ক্রিনশট লড়াই

›› *আটের পাতায়*

উত্তরবঙ্গের কিছু নির্বাচিত খবরের ভিডিও দেখতে কিউআর কোড স্ক্যান করুন

মেয়ে বাইরে, ঘুম উড়েছে বাবা-মায়ের

বাগানের বাইরে যে ঝলমলে জীবনের ছবি দেখা যায় সোশ্যাল মিডিয়ায়, সেই জীবন টানছে বাগানের নবীন প্রজন্মকে। স্বেচ্ছায় সেই আলোর হাতছানিতে সাড়া দিয়ে ঘর ছাড়ছে তারা। আর ঘরে বসে কপাল চাপড়াচ্ছেন বাবা-মায়েরা। তাঁদের কথা শুনলেন সপ্তর্ষি সরকার ও রহিদুল ইসলাম

উত্তরবঙ্গ সংবাদ স্পেশাল

বাড়ির সামনেটায় পা ছড়িয়ে বসেছিলেন বিজয় টোপ্পো। সেই কয়েক পুরুষ আগে বিজয়দের পূর্বপুরুষরা চলে এসেছিলেন ডুয়ার্সে। এখন আইভিল চা বাগানের ডাঙ্গি ডিভিশনের বাঁশবাড়ি লাইনই বিজয়ের দুনিয়া। কিন্তু বিজয়ের মেয়ে তো আর সেকথা মানতে চাইছে না। বিজয় বলছিলেন, 'টুয়েলভ পাশ করে মেয়ে কিছুতেই আর পড়তে চাইল না। বহুবার বোঝানো সত্ত্বেও ভিনরাজ্যে কাজে যেতে একরোখা জেদ ধরে বসেছে। সন্তান বাইরে গেলে মানসিকভাবে দুশ্চিন্তা ছাড়া আমাদের কিছুই পাওয়ার নেই।'

সন্তানের জেদের কাছে মাথানত করা এমন বাবা-মায়ের সংখ্যা এই মুহূর্তে ডুয়ার্সের চা বলয়ে অঢেল। শ্রমিক লাইন থেকে এভাবে দলে দলে কমবয়সিদের ভিনরাজ্যে যাওয়ার ঝোঁকে অশনিসংকেত দেখছেন বাগান কর্মীদের অনেকেই। একদিন যাঁদের পূর্বপুরুষদের সেই ছোটনাগপুর মালভূমি থেকে নিয়ে আসা হয়েছিল ডুয়ার্সের পাহাড়, জঙ্গল সাফ করে চা বাগিচা তৈরির কাজে, তাঁরাই আজ এই সবুজ গালিচা, হুইসল দেওয়া চা ফ্যাক্টরি, নিঝুম শ্রমিক মহল্লা ছেড়ে পাড়ি দিতে চান আলো ঝলমলে ব্যস্ত বড় শহরে। আর পরিবারের ছোটদের এই বাইরে যাওয়ার ঝোঁক ঘুম কেড়েছে বাড়ির বড়দের।

এমনটা হচ্ছে কেন? শ্রমিক মহল্লায় কান পাতলে শোনা যাবে সেই সমাজমাধ্যমের কথা। সেখানে ছড়িয়ে পড়া বড় শহরের রঙিন জীবনের ছবি ও ভিডিওর কথা। তার লোভে পড়ে কমবয়সিদের এই বাইরে যাওয়ার হিড়িক আটকাতে

শুনসান আইভিল চা বাগানের ডাঙ্গি ডিভিশন।

অবিলম্বে সচেতনতা প্রচারে নামার ওপর জোর দিচ্ছেন কেউ কেউ। আইভিল বাগানের সুদূর জরিপ লাইনের বাসিন্দা মার্টিন টেটে বলেন, 'পরিস্থিতি উদ্বেগজনক অবস্থায় পৌঁছেছে। এনিয়ে অভিভাবক ও সন্তানদের মধ্যে সচেতনতা গড়ে তোলা না গেলে খুব তাড়াতাড়ি এক চরম সামাজিক সংকট তৈরি হবে চা বলয়ে।'

কী নিয়ে সচেতনতা বাড়ানো প্রয়োজন? ভিনরাজ্যে কর্মক্ষেত্রে শারীরিক, মানসিক অত্যাচারের মুখে পড়ে যে ক'জন শেষপর্যন্ত বাড়ি ফিরতে পেরেছেন, তাঁদের সঙ্গে নিয়েই প্রতি বাগানে সচেতনতার পাঠ দেওয়ার দাবি উঠছে।

এরপর দশের পাতায়

চার মাস ধরে থানের জেলে বন্দি পতিরামের অসিত

বিশ্বজিৎ প্রামাণিক

পতিরাম, ৬ অগাস্ট : পরিযায়ী শ্রমিক হিসেবে কাজ করতে গিয়ে গত চার মাস ধরে মহারাষ্ট্রের থানে জেলার নারপলি জেলে বন্দি রয়েছেন পতিরাম লক্ষ্মীপুর ভেস্টপাড়ার বাসিন্দা অসিত সরকার। পরিবারের দাবি, বাংলাভাষী হওয়ায় অসিতকে বাংলাদেশি সন্দেহে মহারাষ্ট্র পুলিশ গ্রেপ্তার করে অন্যায়ভাবে হাজতে ঢুকিয়ে রেখেছে।

প্রায় ছয় মাস আগে কাজের সন্ধানে মুম্বইয়ের উপকণ্ঠ ভিমুন্ডি এলাকায় যান অসিত সরকার। সেখানে ভাদর কমলাবায় খুলিতে অন্যান্য বাঙালি শ্রমিকদের সঙ্গে থেকে প্রতিদিন একটি কারখানায় যাতায়াত করতেন। অভিযোগ, গত বৈশাখের দ্বিতীয় সোমবার শান্তিনগর চৌকির পুলিশ ওই কারখানায় হঠাৎ অভিযান চালিয়ে পরিচয় যাচাইয়ের নামে শ্রমিকদের জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে। সেই সময় অসিত হিন্দিতে স্পষ্টভাবে উত্তর দিতে না পেরে বলেন, 'বাঙাল সে আয়া হু'। অভিযোগ, এর পরেই তাঁকে ও ফুলবাড়ির বাসিন্দা বান্ডিয়া নামে অপর এক ব্যক্তি সহ কয়েকজন বাংলাভাষী শ্রমিককে বাংলাদেশি সন্দেহে আটক করা হয়। পরে বাকিদের ছেড়ে দেওয়া হলেও অসিত ও বান্ডিয়া এখনও জেলে বন্দি।

বন্দি অসিতের স্ত্রী ও ছেলে। -সংবাদচিত্র

পরিবারের দাবি, গ্রেপ্তারের পর থেকে অসিতের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করা যায়নি। সমস্ত পরিচয়পত্র ও নথি হোয়াটসঅ্যাপে পাঠানো হলেও মুক্তি মেলেনি।

অসিতের স্ত্রী লিপি সরকার বলেন, 'প্রশাসন ও রাজনৈতিক নেতাদের কাছে আশ্বাস ছাড়া কিছুই মেলেনি।' স্থানীয় বাসিন্দা আজমত আলি সরকারের অভিযোগ, 'সেখানে কিছু গোষ্ঠী বাংলাভাষী শ্রমিকদের নিশানা করছে। বজরং দলের নাম করে আতঙ্ক ছড়ানো হচ্ছে।'

ঘটনাটি নিয়ে বাংলা পক্ষ সংগঠনের নেতারা অসিত সরকারের পরিবারের সঙ্গে দেখা করে আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন।

এ বিষয়ে জেলার শ্রম দপ্তরের ডেপুটি কমিশনার বলদেব মণ্ডল বলেন, 'ওই পরিবার লিখিত অভিযোগ করলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

স্বল্পমেয়াদি হেলথ কেয়ার কোর্স

নাগরাকাটা, ৬ অগাস্ট : স্বাস্থ্যক্ষেত্রে প্রশিক্ষিত কর্মীর ঘাটতি পূরণে ১৫টি স্বল্পমেয়াদি হেলথ কেয়ার কোর্স চালুর সিদ্ধান্ত নিয়েছিল রাজ্য সরকার। স্বাস্থ্য দপ্তরের সহযোগিতায় পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা এবং দক্ষতা উন্নয়ন পর্ষদের মাধ্যমে ওই কোর্সগুলি করানো হচ্ছে। এনিয়ে জলপাইগুড়ির মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ অসীম হালদার জানালেন, নির্দেশ মোতাবেক পদক্ষেপ করা হচ্ছে।

যে সমস্ত কোর্স বেছে নেওয়া হয়েছিল তার মধ্যে রয়েছে এক্স-রে, টেকনিসিয়ান অ্যাসিস্ট্যান্ট, ব্লাড কালেকশন অ্যাসিস্ট্যান্ট, ইসিজি, হেলথ ওয়ার্কার, মেডিকেল ল্যাব অ্যাসিস্ট্যান্ট, কার্ডিয়াক কেয়ার, ইমার্জেন্সি মেডিকেল অ্যাসোসিয়েট, হসপিটাল অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ, মেডিকেল ল্যাব অ্যাসোসিয়েট সহ আরও বিভিন্ন কোর্স। প্রশিক্ষণের জন্য স্কুলের ভিটিসিগুলি সরকারি হাসপাতাল কীভাবে ব্যবহার করতে পারবে তার একটি বিধি স্বাস্থ্য দপ্তর তৈরি করে দিয়েছে। ক্রিটিক্যাল কেয়ার ইউনিটের ক্ষেত্রে ৩০-৬০ শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতালে নির্দিষ্ট সময়ে সর্বোচ্চ ১০ জন, ৬১-১০০ শয্যার হাসপাতালে সর্বোচ্চ ২০ জন, ১০১ থেকে ২৫০ বেড থাকলে ৩০ জন, ২৫১-৫০০ বেডের ক্ষেত্রে ৫০ জন, ৫০১-৭৫০ শয্যায় ৭০ জন ও ৭৫০-র বেশি বেড থাকলে সর্বোচ্চ ৮০ জন কাজ করতে পারবে। রোগী পিছু একটি নির্দিষ্ট সময়ে একসঙ্গে ৫ জনের বেশি অনুমতি দেওয়া হবে না। কার্ডিয়াক কোর্সগুলির ক্ষেত্রে সিসিইউ, এইচসিসিইউ বা এইচডিইউ ইউনিটে ১২ শয্যার হাসপাতালে সর্বোচ্চ ৪ জন, ১৮ শয্যার ক্ষেত্রে ৬ জন ও ২৪ শয্যার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ৮ জন কাজ করতে পারবে।

নাটকে নারী সুরক্ষার বার্তা

আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

আলিপুরদুয়ার, ৬ অগাস্ট : আলিপুরদুয়ারের অনেকাংশে চা বাগান, বনবস্তি রয়েছে। সেখানকার মেয়েরা কাজ করতে বাড়ির বাইরে কাজে যায়। সেই সময় যদি কোনওরকম বিপদের সম্মুখীন হয়, তাহলে কীভাবে নিজেরাই সেই বিপদ থেকে বেরিয়ে আসতে পারবে। তা মেয়েদের শক্তি, সাহস এবং সচেতনতা বিষয়ক স্বল্পদৈর্ঘ্যের নাটক 'শক্তি' ১৪ অগাস্ট কন্যাশ্রী দিবসে আলিপুরদুয়ার জেলা পর্যায়ের অনুষ্ঠানে মুক্তি পেতে চলেছে। আর সেই নাটকে অভিনয় করবে দীপিকা ওরাওঁ, পায়েল বর্মন, দিতিপ্রিয়া নন্দী, রিংকি সিদ্ধা, মরমী রাভা, আয়েশা রাভার মতো চা বাগান ও বনবস্তি এলাকার মেয়েরা।

আলিপুরদুয়ারে দমনপুর হাইস্কুলের কন্যাশ্রী ক্লাবের উদ্যোগে এবং আলিপুরদুয়ার জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় নাটকটির দৃশ্যায়ন হতে চলছে ভিডিওর মাধ্যমে। সংশ্লিষ্ট স্কুলের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক সিঞ্চন বিশ্বাস বলেন, 'এই নাটকের মাধ্যমে আমাদের স্কুল সহ অন্য স্কুলের মেয়েরা উদ্বুদ্ধ হবে। পাশাপাশি আগামীদিনে প্রত্যন্ত এলাকাতেও এই নাটকটি মঞ্চস্থ করে সচেতনতামূলক প্রচার করা হবে।'

দমনপুর হাইস্কুল সূত্রে খবর, বেশ কয়েক বছর ধরে নারী সুরক্ষা, নারী স্বাস্থ্য ও বাল্যবিবাহ রোধ করতে সমাজকে সচেতন করতে নিয়মিত নানারকম কর্মসূচি করা হচ্ছে। স্কুলের কন্যাশ্রী প্রাপক প্রতিটি মেয়ের বাড়ি পরিদর্শন করা হয়। তাদের সঙ্গে আলাদাভাবে আলোচনা করা হয়। তাদের অভিভাবকদেরও বোঝানো হয়। মেয়েকে যাতে কোনওভাবে বাল্যবিবাহ না দেওয়া হয় সেটাও বোঝানো হয়। প্রথম দিকে বাল্যবিবাহ নিয়ে কিছু কেস থাকলেও এ বছর একটাও নেই বলে স্কুল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে। পাশাপাশি, নারীর স্বাস্থ্য নিয়েও নানা আলোচনা করা হয়। ঘরোয়া খাবারে পুষ্টি পাওয়া সহ স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা বোঝানো হয়। এবার স্বল্পদৈর্ঘ্যের নাটক ভিডিওর মাধ্যমে সেটা চারদিকে ছড়িয়ে পড়বে। নাটকটি ৭ মিনিটের। সোমবার জয়ন্তীতে নাটকটির শুটিং হয়েছে। এরপর মাঝেরডাবরি চা বাগান, বইগ্রাম পানিঝোরা ও দমনপুর হাইস্কুলে শুটিং হবে। দমনপুর স্কুলের কন্যাশ্রী ক্লাবের মোট ১৩ জন পড়ুয়া নাটকটিতে রয়েছে। অষ্টম শ্রেণির দিতিপ্রিয়ার কথায়, 'এই ক্লাবে মেয়েদের শিক্ষা, নিরাপত্তা সহ অনেক কিছু শেখানো হয়।' নবম শ্রেণির দীপিকা ওরাওঁ জানাল, এই নাটকটির সঙ্গে যুক্ত হতে পেরে ভালো লাগছে। এই নাটকের মাধ্যমে অনেক কিছু তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। যা মেয়েদের অনেক কাজে লাগবে বলে আশাবাদী দীপিকা।

চা নিয়ে বৈঠক

নাগরাকাটা, ৬ অগাস্ট : ক্ষুদ্র চা চাষি ও বটলিফ ফ্যাক্টরিগুলির প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠক করল টি বোর্ড। বুধবার শিলিগুড়িতে টি বোর্ডের উপনির্দেশক কমলকুমার বৈশ্যর উপস্থিতিতে বৈঠকটি হয়।

সেখানে উত্তরবঙ্গ ক্ষুদ্র প্রান্তিক চা চাষি সমিতি ও নর্থবেঙ্গল স্মল টি প্ল্যান্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের তরফে অবৈজ্ঞানিকভাবে কাঁচা পাতায় থাকা জলের ওজন কেটে নেওয়া, ন্যায্য দাম না পাওয়া এমন নানা বিষয়ে টি বোর্ডের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়।

অ্যাফিডেভিট

আমার পাসপোর্ট নং-N 1981067-এ ভুলক্রমে আমার বাবার নাম শচীন মোদক থাকায় গত 05.08.2025 E.M.- কোর্ট 1st Class সদর কোচবিহারের অ্যাফিডেভিট বলে শচীন্দ্র চন্দ্র মোদক হিসাবে পরিচিত হলাম। শচীন্দ্র চন্দ্র মোদক ও শচীন মোদক একই ব্যক্তি। সুব্রত মোদক, থানাপাড়া, দিনহাটা ওয়ার্ড নং- ৬, দিনহাটা, কোচবিহার।

অ্যাফিডেভিট

I, Bhagyamani Das, W/O- Shibu Das, Vill- Hazatpur, P.O- Mallikpara, P.S- Chanchal, Dist- Malda. Malda. Vide an affidavit made dated 24/07/2025 before the Executive Magistrate at Chanchal that Bhagyamani Das & Kakali Das is the same & one identical woman. (C/117767)

•

আমি শোভারানী বর্মন, স্বামী- ধীরেন্দ্রনাথ বর্মন। আমার নামের ইংরেজি বানান Shobharani Barman, আমার আধার কার্ডে নামের বানান রয়েছে Shobharan এবং SBI পাসবুকে নাম রয়েছে Sovarani। গত ২৬/০৫/২০২৫ ইং তারিখে মাথাভাঙ্গা EM কোর্টে অ্যাফিডেভিট করে Shobharani, Shobharan ও Sovarani একই ব্যক্তি হিসাবে পরিচিত হয়েছি। বালাসুন্দর, ঘোকসাডাঙ্গা, কোচবিহার। (C/117765)

•

আমার ড্রাইভিং লাইসেন্স নং WB-6320120857 111 নাম ভুল থাকায় গত 05-08-25, J.M. 3rd Court, সদর, কোচবিহার অ্যাফিডেভিট বলে আমি Manajit Das এবং Monojit Das এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। নীলকুঠি, রেলঘুমটি, কোতোয়ালি, কোচবিহার। (C/117139)

•

আমার জন্ম শংসাপত্রে আমার এবং পিতার নাম ও জন্ম তারিখ ভুল আছে। গত 05.08.2025 তারিখে E.M. কোর্ট জলপাইগুড়ি হইতে অ্যাফিডেভিট বলে সঠিক নাম Nukman Ali S/o Latiphul Rahaman, Dob- 12.04.1995 হবে। Nukman Ali ও Lukman Md. S/o Latiphul Rahaman ও Lothifur Rahaman এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি বলে পরিচিত হইলাম। (C/117421)

•

আমার W.B. Board of Secondary Education Admit Card Roll 803001 N No. 0068, রেজিস্ট্রেশন নং 3221-031850 এবং মার্কশিটে বাবার নাম ভুল থাকায় গত 14-07-25, E.M., সদর, কোচবিহার অ্যাফিডেভিট বলে বাবা Nural Islam Miah এবং Nurul Islam এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলেন। নাককাটি, পুযনাডাঙ্গা, কোতোয়ালি, কোচবিহার। -Arif Rahaman। (C/117138)

•

আমি Md Anwar Hussain আমার ছেলের জন্মসংসাপত্রে যার reg no- 318/2009, dt- 06/10/2009 আমার নাম আমার স্ত্রীর নাম ও আমার ছেলের নাম ভুল থাকায় গত 01/08/2025 এ Id E.M ইসলামপুর উত্তর দিনাজপুর কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে ভুল সংশোধন করে আমার নাম Md Anowar Hussain থেকে Md Anwar Hussain আমার স্ত্রীর নাম Kohinoor Begum থেকে Kohinoor Begam ও আমার ছেলের নাম Md Kamrujjaman থেকে Md Kamrud Jama করা হলো। (C/117764)

•

I, Hardik Goyal, S/o Sanjib Agarwal, resident of New Market, P.O. & P.S. Nagrakata, Dist. Jalpaiguri, 735225, do hereby declare that I shall henceforth be known as Hardik Goyal, my father as Sanjib Agarwal and my mother as Seema Agarwal, as declared before the Notary Public, Siliguri, W.B., vide Affidavit No. 1292/25 dated 5th August, 2025. Further, it is hereby declared that the following names : 1. Hardik Goyel and Hardik Goyal, 2. Sanjiv Goyel, Sanjiv Goyal, Sanjib Goyal, Sanjib Agarwala, Sanjib Goel, and Sanjib Agarwal, 3. Seema Goyel, Seema Goyal, and Seema Agarwal refer to the same and identical persons, respectively. (C/117575)

জ্যোতিষ

সূরাচার্য্য (জ্যোতিষ গোল্ড মেডেলিস্ট) শিলিগুড়িতে বসছেন হোটেল প্রকাশে এই মাসে ৭/৮ থেকে ১০/৮। (M) : 9123306469. (C/117574)

ত্যাজ্যপুত্র

আমার পুত্র রাজীব মিঞা অবাধ্য, অসামাজিক ও চরম অশান্ত হয়ে ওঠায় তাকে দিনহাটা নোটারিতে 5.8.25 ঘোষণা মতে আমার সমস্ত স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি হইতে ত্যাজ্য করিলাম। জরিফ মিঞা, সাং- বালাডাঙ্গা, দিনহাটা। (S/M)

কর্মখালি

শিলিগুড়িবাসীরা বাড়ি ও অফিস থেকে পার্ট/ফুলটাইম কাজ করে নিজের জীবনে পরিবর্তন আনুন। 8240311982. (K)

•

Courier Service- এ Delivery & Pick up -এর জন্য লোক চাই। Cont - Siliguri- 9832061242. (C/117763)

•

ময়নাগুড়ি উত্তর দিনাজপুরের জন্য সিকিউরিটি গার্ড চাই। (থাকা ফ্রি + খাওয়ার ব্যবস্থা), M- 8797633557. (C/117575)

•

শিলিগুড়ির জন্য সার্ভিস মার্কেটিং (কোন প্রোডাক্ট নাই)-এর ছেলে প্রয়োজন, বয়স : ২২ থেকে ৩২, বেতন : আলোচনা সাপেক্ষ, যোগ্যতা : দায়িত্বশীল আসল, শিক্ষাগত যোগ্যতা : উচ্চমাধ্যমিক পাস, Email : btpboffice1986@gmail.com (C/117575)

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১০০৫৫০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১০১০৫০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৬০৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	১১৪০৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	১১৪১৫০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজার দর

Tender Notice

E-NIeT No:- 01 (e)/CHL-II/B/2025-26, Dtd-24/07/2025 & 02 (e)/CHL-II/B/2025-26, Dtd-05/08/2025 Online e-Tender are invited by U/S from the bidders through West Bengal Govt. e procurement Website **www.wbtender.gov.in** Details may be seen during office hours at the Office Notice Board of Chanchal-II Dev. Block and District Website, Malda on all working days & in **www.wbtender.gov.in**

Sd/-
Block Development Officer
Chanchal-II Development Block, Malatipur, Malda

আজ টিভিতে

এবার কোনদিকে মোড় নেবে কমলিনী আর স্বতন্ত্রর জীবন?
চিরসখা রাত ৯.০০ **স্টার জলসা**

সিনেমা

জলসা মুভিজ : সকাল ১০.৩০ সন্তান, দুপুর ১.৩০ বরবাদ, বিকেল ৪.১৫ লাভেরিয়া, সন্ধে ৭.১৫ লাঠি, রাত ১০.১৫ জামাইবাবু জিন্দাবাদ
জি বাংলা সিনেমা : সকাল ৯.০০ আমার প্রেম, দুপুর ২.০০ ভালোবাসা, বিকেল ৪.৩০ সুখ দুঃখের সংসার, রাত ১০.৩০ ভাগ্যদেবতা, ১.০০ অংশুমান
কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৮.০০ রূপবান কন্যা, দুপুর ১.০০ আই লভ ইউ, বিকেল ৪.০০ পরিবার, সন্ধে ৭.০০ আমাদের সংসার, রাত ১০.০০ নকাব
ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ প্রথম কদম ফুল
কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ মান মর্যাদা
আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ গঙ্গা
জি সিনেমা : দুপুর ১২.০৪ গীতা গোবিন্দম, ২.৪৬ বিবি নাম্বার ওয়ান, বিকেল ৫.১৫ খিলাড়ি, রাত ৮.০০ ভীমা, ১০.৪৯ মায়োঁ
জি আনমোল : বেলা ১১.২৯ হোগি পেয়ার কি জিৎ, দুপুর ২.১২ মুলজিম, বিকেল ৫.০৪ বারুদ, রাত ৮.০০ সৌগন্ধ, ১০.৩৩ এনকাউন্টার শংকর
অ্যান্ড পিকচার্স : দুপুর ১২.০৭ অন্তিম, ২.৪২ কিসমত, বিকেল ৫.২৫ চেন্নাই ভার্সেস চায়না, রাত ৮.০০ অখণ্ড, ১০.৫৭ দ্য রিয়েল ডন রিটার্নস-টু
অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি : বেলা ১১.৩৫ থপ্পড়, দুপুর ১.৫৬ মিশন মজনু, বিকেল ৪.০৮ উরি-দ্য সার্জিক্যাল স্ট্রাইক, সন্ধে ৬.২৮ জনহিত মে জারি, রাত ৯.০০ বস্তর : দ্য নকশাল স্টোরি, ১১.০২ রশমি রকেট

সুরেশ ওয়াদেকরের জন্মদিনে তাঁর গাওয়া বিখ্যাত গানগুলি গেয়ে শোনাবেন কৌশিক চক্রবর্তী।
গুড মর্নিং আকাশ
সকাল ৭.০০ **আকাশ আট**

জামাইবাবু জিন্দাবাদ
রাত ১০.১৫ **জলসা মুভিজ**

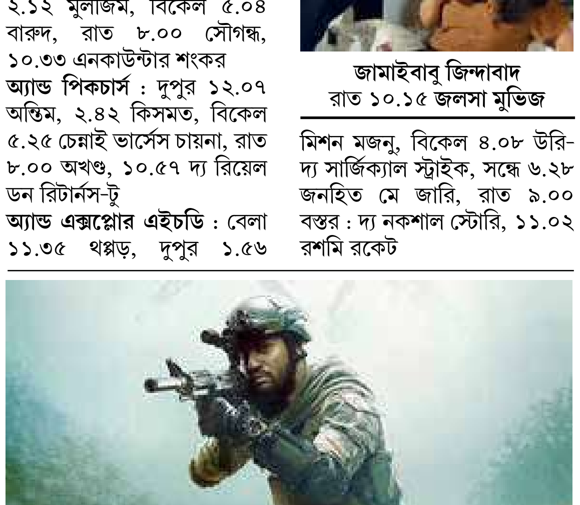

উরি-দ্য সার্জিক্যাল স্ট্রাইক বিকেল ৪.০৮ **অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি**

PUBLIC NOTICE

We hereby inform the public in general that my client SGMG Investments have entered into an agreement to sale with **Sri Manoj Agarwal**, S/o Madanlal Agarwal, R/o 3rd Mile, Sevoke Road, Ward No. 42 (SMC), P.O- Salugara, P.S- Bhaktinagar, District - Jalpaiguri, West Bengal for the purchase of land measuring more or less 30.865 cottah under R.S Plot No. 86 corresponding to L.R. Plot No. 330 & 331, Khatian No. R.S. 845/9 corresponding to Khatian No. L.R. 2839, R.S & L.R Sheet No. 5, within Mouza - Dabgram, P.S- Bhaktinagar, District - Jalpaiguri.
Any person, individual, firm, or entity dealing with the said Sri Manoj Agarwal in respect of the said subject matter in any manner whatsoever shall do so at his/her own risk, cost, and consequences. If any third party enters into any agreement, transaction, or arrangement in respect of the said property/matter, the same shall be illegal, null, and void, and such third party shall be solely liable for all legal consequences arising therefrom.
This notice is issued to caution the public at large and protect my client's lawful rights and interests.

Advocate Rajesh Agarwal
Khalpara, Siliguri - 734005
Mobile No. 9434020016

কাটিহার মণ্ডলে ট্র্যাক রক্ষণাবেক্ষণের কাজ

ই-টেন্ডার নোটিস নং. কেআইআর/ইএনজিজি./৪৭ অফ ২০২৫ তারিখঃ ০১-০৮-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। ... [illegible] ... টেন্ডার রাশিঃ ২,৪৩,৬২,৬৩৫.৩৪/- টাকা। বায়না রাশিঃ ২,৭১,৮০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ২৯-০৮-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা যাবেঃ ২৯-০৮-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্র-পত্র সহ সম্পূর্ণ তথ্য আগামী ২৯-০৮-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম (ডব্লিউ), কাটিহার
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার নং : ইএল-এমএলডিটি-টিআরডি-ই-টেন্ডার-০৮৩, তারিখ ০৪.০৮.২০২৫-এর জন্য ওপেন ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি। সিনিয়র ডিভিশনাল ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার/টিআরডি, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা, মালদা টাউন অফিস বিল্ডিং, পোঃ ঝলঝলিয়া, জেলা-মালদা, পিন-৭৩২১০২ ... [illegible] ... (MLD-131/2025-26)
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

ইলেকট্রিক লিফটিং বেরিয়ার এবং ইমার্জেন্সি স্লাইডিং বুমের ব্যবস্থা

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং : কেআইআর-এল-২০২৫-কে-৩৬; তারিখ : ০১-০৮-২০২৫; ... [illegible] ... www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

রঙিয়া ডিভিশনে বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং : আরএনওয়াই-ইএল-টি-১৬-২০২৪-২৫-আরপি-২; ... [illegible] ... www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
সিনিয়র ডিইই, রঙিয়া
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

নির্মাণ কাজ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. : ৩২ অফ ২০২৫, তারিখ : ০১-০৮-২০২৫; নিম্নস্বাক্ষরকারী নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন; টেন্ডার নং : ডিসিইএসটিএমএলজি-৩৬-২০২৫; কাজের নাম : (ক) নামবারিতে - পিসিএসসি রিজার্ভ কোয়/মালিগাঁও-এ পিসিএসসি রিজার্ভ কোয়/মালিগাঁওতে আরপিএফ কোটের আপগ্রেডেশন সহ অফিস কাম ব্যারাক নির্মাণ এবং ৮টি ব্যারেলের জন্য ভগ ক্যানেল ভবনের ব্যবস্থা। (খ) নামবারি অফিসার্স কলোনিতে টুনবিটি বাংলো নির্মাণ। (গ) ডেপুটি সিই/এস্টেট/মালিগাঁও-এর আওতাধীন রেলওয়ের জমি অননুমোদিত দখল থেকে রক্ষা করার জন্য সীমানা প্রাচীর নির্মাণ। (কম্পোসিট টেন্ডার)। টেন্ডার মূল্য : ১১,৮৪,১২,০০০.১৬/- টাকা; বায়না মূল্য : ৭,৪২,১০০/- টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ০২-০৯-২০২৫ তারিখে ১৫:০০ টায় এবং খোলা ০২-০৯-২০২৫ তারিখে ১৫:০০ টার পরে। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডেপুটি সিই/এস্টেট, মালিগাঁও
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. ৩৩ অব ২০২৫, তারিখ : ০১-০৮-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ টেন্ডার নং.: ডিসিইএসটিএমএলজি-৩৭-২০২৫। কাজের নাম ও স্থান : কামাখ্যা-এ - কামাখ্যা রেস্ট হাউসের সংস্কার, যার মধ্যে রয়েছে বিদ্যমান কামাখ্যা অফিসারের রেস্ট হাউসের ফেস লিফটিং, রান্নাঘর ও ডাইনিং হলের অভ্যর্থনা কাউন্টারের ব্যবস্থা, সার্কুলেটিং এরিয়া উন্নয়ন, দক্ষিণ দিকে সীমানা প্রাচীর নির্মাণ, উত্তর দিকে অর্থাৎ কামাখ্যা স্টেশন অ্যাপ্রোচ রোডের পাশে বিদ্যমান সীমানা প্রাচীর স্থানান্তর, রাস্তা প্রশস্তকরণ এবং লন উন্নয়ন সহ ব্যাকবোন ড্রেন ব্যবস্থা এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ। টেন্ডার মূল্য : ২,০৪,৩৯,৯১০.১৪ টাকা; বায়নার ধন : ২,৫২,২০০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধ হবে ২৫-০৮-২০২৫ তারিখের ১৩.০০ ঘণ্টায় এবং খুলবে ২৫-০৮-২০২৫ তারিখের ১৩.০০ ঘণ্টায়। বিশদ বিবরণের জন্য অনুগ্রহ করে www.ireps.gov.in দেখুন।

ডিওয়াই. চিফ ইঞ্জিনিয়ার/এস্টেট, মালিগাঁও
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

ডিভিসনাল রেলওয়ে হাসপাতাল, মালদাতে অনারারি ভিজিটিং স্পেশালিস্ট নিয়োগ

বিজ্ঞপ্তি নং. ই/এইচভিএস/এমএলডিটি তারিখঃ ০৬.০৮.২০২৫

ডিভিসনাল রেলওয়ে হাসপাতাল, পূর্ব রেলওয়ে, মালদাতে **অনারারি ভিজিটিং স্পেশালিস্ট/সুপার স্পেশালিস্ট (এইচভিএস)** হিসাবে পার্ট-টাইম স্পেশালিস্ট চিকিৎসক, চুক্তির ভিত্তিতে নিয়োগ করা হবে ৩০.০৬.২০২৬ তারিখ পর্যন্ত সময়সীমার জন্য। এই নিয়োগের জন্য প্রয়োজনীয় যোগ্যতা ও বয়সের শর্ত পূরণকারী ইচ্ছুক চিকিৎসকদের, তাঁদের বয়স, যোগ্যতা, মার্কশীট, মেডিকেল রেজিস্ট্রেশন নম্বর এবং অভিজ্ঞতা ইত্যাদির সমর্থনে নথি, বায়ো-ডাটা, সমস্ত সার্টিফিকেট এবং অভিজ্ঞতার শংসাপত্র ইত্যাদি সহ আবেদনপত্র **চিফ মেডিকেল সুপারিন্টেনডেন্ট, ডিভিশনাল রেলওয়ে হাসপাতাল, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা, ঝলঝলিয়া, পিন-৭৩২১০২**-কে সম্বোধন করে **২৩.০৮.২০২৫** তারিখের মধ্যে পাঠানোর জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

নিয়োগের বিভাগ, শূন্যপদের সংখ্যা, কাজের সময়, পারিশ্রমিক, যোগ্যতা এবং বয়ঃসীমা নিম্নরূপঃ-

(১) এইচভিএস/জেনারেল সার্জারি স্পেশালিস্ট - **পদের সংখ্যা:** ০১,
(২) এইচভিএস/পিডিয়াট্রিক মেডিসিন স্পেশালিস্ট - **পদের সংখ্যা:** ০১,
(৩) এইচভিএস/কার্ডিওলজি সুপার স্পেশালিস্ট - **পদের সংখ্যা:** ০১,

পরিদর্শনের সংখ্যা এবং ডিউটির সময়: প্রত্যহ ৪ ঘণ্টা করে সপ্তাহে ০৬ দিন (প্রতিটি বিভাগের জন্য), **পারিশ্রমিক:** এইচভিএস/জেনারেল সার্জারি স্পেশালিস্ট এবং এইচভিএস/পিডিয়াট্রিক মেডিসিন স্পেশালিস্ট -এর ক্ষেত্রে ৭৮,০০০/- টাকা প্রতি মাসে এবং এইচভিএস/কার্ডিওলজি সুপার স্পেশালিস্ট-এর ক্ষেত্রে ৯৬,০০০/- টাকা প্রতি মাসে। **বয়ঃসীমাঃ** ৩০ বছর থেকে ৬৪ বছর (প্রতিটি বিভাগের জন্য)।

● **স্পেশালিস্টের জন্য শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং অভিজ্ঞতাঃ** স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি (শংসাপত্র ও মার্কশীট সংযুক্ত করতে হবে) এবং স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাওয়ার পরে সংশ্লিষ্ট স্পেশালিটি-তে ন্যূনতম ৩ বছরের পেশাদারি কাজের অভিজ্ঞতা অথবা স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা এবং স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা পাওয়ার পর সংশ্লিষ্ট স্পেশালিটিতে ন্যূনতম ৫ বছরের পেশাদারি কাজের অভিজ্ঞতা। ● **সুপার স্পেশালিস্টের জন্য শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতাঃ** সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পোস্ট ডক্টরাল শিক্ষাগত যোগ্যতা ডিএম/এমসিএইচ বা সমতুল। ● সাধারণ ভিজিট ছাড়াও, রবিবার এবং ছুটির দিন সহ যে কোনো দিনে যে কোনো সময় জরুরি অবস্থার জন্য এইচভিএস-কে যখনই ডাকা হবে তখনই হাসপাতালে আসতে হবে। ● যে কোনো সময় যে কোনো পক্ষ থেকে এক মাসের নোটিশে চুক্তি বাতিল করা যেতে পারে। এই ধরনের চুক্তি বাতিলের জন্য কোনো কারণ না দর্শানোর অধিকার প্রশাসন কর্তৃক সংরক্ষিত। ● ছুটি এবং বিনামূল্যে পাস, এইচভিএস সম্পর্কিত নিয়মানুযায়ী অনুমোদিত হবে।

এই বিজ্ঞপ্তি এবং আবেদনের ফরম্যাট ওয়েবসাইট: www.er.indianrailways.gov.in (Division>>Malda>>recruitment page-এ গিয়ে দেখুন)-এ পাওয়া যাবে।

ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, মালদা
পূর্ব রেলওয়ে
আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

এক হোয়াটসঅ্যাপেই বিজ্ঞাপন

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।

আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।

ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

একইভাবে ফেসবুকেও বিজ্ঞাপন দিতে পারেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : দীর্ঘদিনের কোনও স্বপ্নপূরণ। বাবার পরামর্শ মতো কাজ করুন। ব্যবসার কারণে ঋণ নিতে হতে পারে। বৃষ : অনৈতিক কোনও কাজ সমর্থন করে সমস্যায় পড়তে পারেন। মায়ের রোগমুক্তি। মিথুন : সংসারে নতুন অতিথির আগমনে আনন্দ। ব্যবসায় সামান্য মন্দা চলবে। বিপন্ন কোনও ব্যক্তির পাশে দাঁড়িয়ে মানসিক তৃপ্তি। কর্কট : নতুন ব্যবসার পরিকল্পনা নিতে হতে পারে। খাওয়াদাওয়ার দিকে লক্ষ্য রাখুন। সিংহ : সারাদিন আনন্দে কাটবে। সামান্য পেয়েই সন্তুষ্ট থাকুন। মূল্যবান দ্রব্য হারিয়ে যেতে পারে। কন্যা : প্রেমে মান-অভিমান চলবে। দূরের কোনও বন্ধুর কাছ থেকে সহায়তা পেয়ে স্বস্তি। কর্মক্ষেত্রে শুভ। তুলা : সারাদিন বিষণ্ণতার মধ্যে দিয়ে কাটবে। বাবার চিকিৎসায় ব্যয় বাড়বে। বৃশ্চিক : সামান্য কারণে উত্তেজিত হয়ে শরীর খারাপ হতে পারে। প্রেমে শুভ। ধনু : খুব কাছের মানুষের দ্বারা প্রতারিত হতে পারেন। নতুন কোনও সম্পর্কে জড়িয়ে পড়তে পারেন। জনকল্যাণে অংশগ্রহণ করে মানসিক তৃপ্তি। মকর : সন্তানের কোনও সুসংবাদে আনন্দ। আটকে থাকা পাওনা আদায় হবে। ব্যবসায় সমস্যা বাড়বে। সম্পত্তি নিয়ে প্রিয়জনের সঙ্গে অহেতুক তর্কবিতর্ক। কুম্ভ : কোনও দীর্ঘদিনের সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। বিশেষ কারণে ঋণ গ্রহণ করতে হতে পারে। বেশি কথা বলে সমস্যায় পড়তে পারেন। মীন : ভাইয়ের সঙ্গে বিবাদের অবসান হওয়ায় খুশি। জনকল্যাণমূলক কাজে অংশগ্রহণে আনন্দ।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ২১ শ্রাবণ, ১৪৩২, ভাঃ ১৬ শ্রাবণ, ৭ অগাস্ট ২০২৫, ২১ শাওন, সংবৎ ১৩ শ্রাবণ সুদি, ১২ শফর। সূঃ উঃ ৫।১৩, অঃ ৬।১৪। বৃহস্পতিবার, ত্রয়োদশী দিবা ১।৪৩। পূর্ব্বাষাঢ়ানক্ষত্র দিবা ২।২৩। বিষ্কুম্ভযোগ দিবা ৭।৫৬। তৈতিলকরণ দিবা ১।৪৩ গতে গরকরণ রাত্রি ১।৫০ গতে বণিজকরণ। জন্মে- ধনুরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ নরগণ অষ্টোত্তরী বৃহস্পতির ও বিংশোত্তরী শুক্রের দশা, দিবা ২।২৩ গতে বিংশোত্তরী রবির দশা, রাত্রি ৮।৩৭ গতে মকররাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ। মৃতে- দোষ নাই, দিবা ২।২৩ গতে দ্বিপাদদোষ। যোগিনী- দক্ষিণে, দিবা ১।৪৩ গতে পশ্চিমে। কালবেলাদি- ২।৫৮ গতে ৬।১৪ মধ্যে। কালরাত্রি- ১১।৪৩ গতে ১।৬ মধ্যে। যাত্রা- মধ্যম দক্ষিণে নিষেধ, দিবা ১০।৭ গতে পূর্ব্বেও নিষেধ, দিবা ১।৪৩ গতে যাত্রা শুভ মাত্র দক্ষিণে নিষেধ। শুভকর্ম্ম- দিবা ১।৪৩ মধ্যে সীমন্তোন্নয়ন বিক্রয়বাণিজ্য ধান্যচ্ছেদন কুমারীনাসিকাবেধ। বিবিধ(শ্রাদ্ধ)- ত্রয়োদশীর একোদ্দিষ্ট ও চতুর্দশীর সপিণ্ডন। মাহেন্দ্রযোগ- দিবা ৭।১ মধ্যে ও ১০।২২ গতে ১২।৫২ মধ্যে। অমৃতযোগ- রাত্রি ১২।৪৩ গতে ৩।৩ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

কাজের ফাঁকে।। বুধবার গড়ালবাড়িতে। ছবি : শানু শুভঙ্কর চক্রবর্তী

‘বাঙালি বিদ্বেষ’-ই ট্রাম্প কার্ড

বিজেপিকে বুথ স্তরে কোণঠাসা করতে ছক তৃণমূলের

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ৬ অগাস্ট : আগামী বিধানসভা নির্বাচন পর্যন্ত বাংলা ভাষার প্রতি বিজেপির বিদ্বেষ এবং ভিনরাজ্যে বাঙালি পরিযায়ী শ্রমিকদের উপর হেনস্তার ইস্যুকে চড়া সুরে ধরে রাখার নির্দেশ দিলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সেইসঙ্গে নির্বাচন কমিশন নিযুক্ত বুথ লেভেল অফিসার (বিএলও)-দের ভোটার তালিকা সংশোধনের কাজের উপর দলের বুথ লেভেল এজেন্ট (বিএলএ)-দের দিয়ে নজরদারি চালানোর নির্দেশও দেওয়া হয়েছে।

পাশাপাশি রাজ্য সরকারের ‘আমার পাড়া আমার সমাধান’ প্রকল্পকে বুথ স্তর পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়ার নির্দেশও দিয়েছেন অভিষেক। বুধবার দলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সীকে সঙ্গে নিয়ে জলপাইগুড়ি জেলা তৃণমূলের বাছাই করা নেতৃত্বকে সাংগঠনিক বৈঠকে অভিষেক এই বার্তা দিয়েছেন।

বৈঠক শুরুতেই দলের দুই শীর্ষ নেতা জানিয়ে দেন, বিজেপি কীভাবে বাংলা ভাষার প্রতি বিদ্বেষ দেখাচ্ছে, বিজেপি শাসিত রাজ্যে বাঙালি পরিযায়ী শ্রমিকদের উপর কীভাবে হেনস্তা করা হচ্ছে, আগামী বিধানসভা ভোট পর্যন্ত দলের বুথ স্তরে গিয়ে সাধারণ মানুষকে তা বোঝাতে হবে। বিজেপি যেন কোনওভাবেই এই বাঙালি বিদ্বেষ ইস্যুর মোকাবিলা করতে না পারে। বিজেপির হিন্দু ভোটব্যাংকে থাবা বসাতে এই ইস্যুকে চাবুকের মতো ব্যবহার করতে হবে। তাছাড়া নির্বাচন কমিশন বিএলওদের ব্যবহার করে কীভাবে এসআইআর প্রয়োগ করছে তার উপর কড়া নজর রাখতে হবে দলের বিএলওদের।

কলকাতায় বৈঠকে জলপাইগুড়ির তৃণমূল নেতারা। বুধবার।

বিজেপি বিরোধিতার অস্ত্রে শান দেওয়ার পাশাপাশি সরকারি প্রকল্প ‘আমার পাড়া আমার সমাধান’-কে তৃণমূল স্তরে মানুষের কাছে নিয়ে যেতে বলেছেন শীর্ষ নেতৃত্ব।

সূত্রে খবর, শীর্ষ নেতৃত্ব জানিয়ে দিয়েছে, দলনেত্রীর সঙ্গে আলোচনা করার পরেই আইএনটিটিইউসি, মহিলা তৃণমূল ও তৃণমূল যুবর ব্লক ও জেলা কমিটি ঘোষণা করা হবে। কেউ যদি ব্লকের গুরুদায়িত্ব থেকে বাদ পড়েন তাহলে তাঁকে জেলা কমিটিতে নিয়ে আসতে হবে।

কারা দলের বিভিন্ন বৈঠক বা কর্মসূচিতে থাকছেন না, তাঁদের বিষয়ে খোঁজ রাখতে বলা হয়েছে জেলা সভাপতিকে। কারও বিষয়ে জনরোষ বা অস্বচ্ছ ভাবমূর্তির অভিযোগ এলে সঙ্গে সঙ্গে তা সুব্রত বক্সী ও অভিষেকের অফিসে লিখিতভাবে জানাতে বলা হয়েছে। প্রতি মাসে জেলা কমিটির অন্তত দুটি করে বৈঠক করে তার রিপোর্ট ওই দুজনের কাছে পাঠাতে হবে জেলা সভাপতিকে।

সাংগঠনিক রদবদল বিষয়ে এদিন জেলা নেতৃত্বের মতামত নেন সুব্রত বক্সী ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তবে, তাঁদের কাছে সকলের মতামত জানার পর দলনেত্রীই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন। সূত্রের খবর, অভিষেক পরিষ্কার করে দিয়েছেন, দলের আমার লোক, তোমার লোক- এসব বরদাস্ত করবে না দল। গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের অভিযোগ এলেই কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

মহুয়া বলেন, ‘বিজেপির বাঙালি বিদ্বেষ, অন্য রাজ্যে পরিযায়ী শ্রমিকদের উপর নিগ্রহ, আমার পাড়া, আমার সমাধান প্রকল্প থেকে ভোটার তালিকা সংক্রান্ত বিষয়গুলি নিয়ে জেলার ১৬টি সাংগঠনিক ব্লকেই বুথ স্তর থেকে প্রচারে নামা হচ্ছে। জেলায় ফিরেই বৈঠক ডেকে ইস্যুগুলি নিয়ে জোরদার প্রচারে নামা হবে।’

ইস্যু

বিজেপি বাংলা ভাষার প্রতি বিদ্বেষ দেখাচ্ছে

বিজেপি শাসিত রাজ্যে বাঙালি পরিযায়ী শ্রমিকদের হেনস্তা করা হচ্ছে

কৌশল

আগামী বিধানসভা ভোট পর্যন্ত দলের বুথ স্তরে গিয়ে মানুষকে বোঝাতে হবে

বিজেপি যেন কোনওভাবেই এই বাঙালি বিদ্বেষ ইস্যুর মোকাবিলা করতে না পারে

বিজেপির হিন্দু ভোটব্যাংকে থাবা বসাতে এই ইস্যুকে ব্যবহার করতে হবে

রাস্তায় ধানের চারা রোপণ করে বিক্ষোভ

শুভাশিস বসাক

ধূপগুড়ি, ৬ অগাস্ট : কেউ বলছে উদাসীন প্রশাসন। আবার কারও মতে, দুই দলের রেষারেষিতে কাজ হচ্ছে না। তবে কারণ যাই হোক না কেন পশ্চিম মল্লিকপাড়ায় রাস্তা তৈরিতে কোনও পদক্ষেপ না করায় তার খেসারত দিতে হচ্ছে এলাকাবাসীকে। বাধ্য হয়ে বুধবার গ্রামের বেহাল রাস্তায় ধান গাছ রোপণ করে প্রতিবাদে শামিল হন তাঁরা। অভিযোগ, প্রায় ত্রিশ বছর ধরে এলাকায় রাস্তার দাবি জানানো হচ্ছে। কিন্তু গ্রাম পঞ্চায়েত তো দূর, জেলা পরিষদ ও পঞ্চায়েত সমিতিও বিষয়টি পাত্তা দিচ্ছে না। এভাবে আর কতদিন চলবে? এ ব্যাপারে জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের সভাধিপতি কৃষ্ণা রায় বর্মন বলেন, ‘গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে প্রস্তাব পাঠালে সংশ্লিষ্ট বিভাগ মাপজোখ ও অন্যান্য কাজ করবে। তারপরই সেখানে রাস্তা করা যাবে কি না খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

ধূপগুড়ি ব্লকের মাগুরমারি ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের ওই এলাকায় কাঁচা রাস্তাটি দীর্ঘদিন ধরে বেহাল পড়ে। বৃষ্টিতে গোটা রাস্তায় কাদা হয়।

> গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে প্রস্তাব পাঠালে সংশ্লিষ্ট বিভাগ মাপজোখ ও অন্যান্য কাজ করবে। তারপরই সেখানে রাস্তা করা যাবে কি না খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
>
> **কৃষ্ণা রায় বর্মন,** *সভাধিপতি, জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদ*

গ্রামবাসী শীতল সরকার বলেন, ‘এই পরিস্থিতিতে কোনও রোগীকে হাসপাতালে নিতে হলে ভোগান্তির শেষ থাকে না। স্কুল পড়ুয়ারা কাদা পার হয়ে স্কুলে যাচ্ছে। এতে জামাকাপড় নষ্ট হচ্ছে।’

এদিকে, গোটা বিষয়টি নিয়ে গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষ ওয়াকিবহাল। সব জেনেও তাঁরা কোনও উদ্যোগ নিচ্ছেন না বলে অভিযোগ। বাসিন্দাদের অনেকেই আবার বলছেন, ওই গ্রামে বিজেপির পঞ্চায়েত সদস্য থাকায় তৃণমূল কংগ্রেসের গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষ কোনও কাজ করতে দিচ্ছে না। যদিও অভিযোগ অস্বীকার করে মাগুরমারি-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান নুর হোসেন বলেন, ‘কোনও রেষারেষি নেই। যে রাস্তার কাজের কথা বলা হচ্ছে, সেটা তৈরির জন্য যে টাকার প্রয়োজন সেই টাকায় কাজ করা গ্রাম পঞ্চায়েতের পক্ষে সম্ভব নয়। জেলা পরিষদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছে।’

কেন্দ্রীয় সরকার সব গ্রাম পঞ্চায়েতে সমানভাবে টাকা দিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু তৃণমূল পরিচালিত গ্রাম পঞ্চায়েতগুলি বিরোধীদের বঞ্চিত করছে বলে জানিয়েছেন বিজেপির জেলা সম্পাদক মাধব রায়।

সহপাঠীকে ‘শায়েস্তা’ করতে ছোরা নিয়ে স্কুলে

রামপ্রসাদ মোদক

রাজগঞ্জ, ৬ অগাস্ট : সহপাঠীর সঙ্গে ঝগড়া। তার থেকে ঘটনা গড়ায় হাতাহাতির দিকে। তবে শারীরিক শক্তিতে না পেরে ওঠায়, ‘শায়েস্তা’ করতে অন্য উপায় খুঁজে নেয় অষ্টম শ্রেণির নাবালক পড়ুয়া। ডেকে আনে পাড়ার এক বন্ধুকে। তবে খালি হাতে নয়, ছোরা নিয়ে ওই দুজন ঢুকে পড়ে স্কুলে। খালপাড়া গ্রামের ওই দুই নাবালক একসময় সহপাঠী ছিল। কিন্তু ষষ্ঠ শ্রেণিতে সে লেখাপড়ার পাঠ চুকিয়ে দিয়েছে। তার বাবা ভিনরাজ্যে কাজ করেন। সেই সুযোগে সে এখন কার্যত বাড়ির ‘বস’। এই রকম একজন বন্ধুকে ডেকে নিয়ে এসে বর্তমান সহপাঠীকে শায়েস্তা করতে চায় অষ্টম শ্রেণির ছাত্রটি। বরাতজোরে শিক্ষকদের নজরে পড়ে যায় তারা। দুই নাবালকের এমন কাণ্ডে অবাক স্কুল কর্তৃপক্ষ। ছোরা নিয়ে স্কুলে ঢোকা বহিরাগত ওই নাবালককে একটি ঘরে আটকে রেখে তাঁরা পুলিশে খবর দেন। খবর দেওয়া হয় দুই নাবালকের অভিভাবকদেরও।

ঘটনাস্থলে পৌঁছোয় কুকুরজান আউটপোস্টের পুলিশ। দুই নাবালককে উদ্ধার করে বিশদে জিজ্ঞাসাবাদ করতে গিয়ে উঠে আসে চাঞ্চল্যকর এই কাহিনী। কেন এমন চরম প্রতিহিংসার মানসিকতা দানা বাঁধল শিশুমনে? সবার অলক্ষে উদ্দেশ্য সফল করতে গেলে কী ভয়ানক পরিণতি হতে পারত- ভেবে শিউরে উঠছেন শিক্ষকরা।

অষ্টম শ্রেণির ছাত্রের বাবাকে এবং ষষ্ঠ শ্রেণিতে পড়াশোনা ছেড়ে দেওয়া নাবালকের অভিভাবক হিসেবে আসা তার জ্যাঠাকে ঘটনার গুরুত্ব বুঝিয়ে বলা হয়। এরপর ওই দুই নাবালকের অভিভাবক স্কুল কর্তৃপক্ষের কাছে মুচলেকা দিয়ে তাদেরকে বাড়ি নিয়ে যান।

স্কুলের শিক্ষক হাফিজুল হক বলেন, ‘আমার ছাত্রজীবন এবং শিক্ষক জীবনে এরকম ঘটনার সাক্ষী কোনওদিন হইনি। ভাগ্যিস ছোরা নিয়ে স্কুলে ঢোকা ওই নাবালক আমাদের নজরে পড়ে যায়। না হলে বড় ধরনের বিপদ ঘটতে পারত। যেহেতু দুজনই নাবালক তাই অভিভাবকদের কাছ থেকে মুচলেকা নিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।’

জাতীয় সড়কে গাছে কোপ

রাজগঞ্জ, ৬ অগাস্ট : ৩১ডি জাতীয় সড়কের রানিনগর সংলগ্ন এলাকায় এলঅ্যান্ডটি সংস্থার লাগানো ১০-১২টি গাছ কেউ বা কারা কেটে ফেলেছে। রাস্তার পাশে প্রায় ৬-৭ বছরের পুরোনো গাছগুলি কাটা হলেও দেখতে পাননি কেউ। জাতীয় সড়কের মতো ব্যস্ত রাস্তার ধারে সকলের চোখ এড়িয়ে গাছগুলি কখন, কীভাবে কাটা হল, সেটাই এখন বড় প্রশ্ন।

জাতীয় সড়ক দেখভালের দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা এলঅ্যান্ডটি’র প্রোজেক্ট ম্যানেজার প্রহ্লাদ মণ্ডলের বক্তব্য, ‘গাছগুলি ছিল বিদ্যুৎ দপ্তরের অফিস ও একটি ফ্যাক্টরির পাশে। কারও বাড়ি বা দোকানের সামনে হলে তাও মানে হত তাদের অসুবিধার জন্য কাটা হয়েছে। কিন্তু বিদ্যুৎ দপ্তর বা ওই ফ্যাক্টরির কোনও অসুবিধা করেনি গাছগুলি। কারা গাছ কেটেছে, খুঁজে বের করে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়ার চেষ্টা চালাচ্ছি।’

পুকুরে উদ্ধার ছাত্রীর দেহ

ময়নাগুড়ি, ৬ অগাস্ট : বুধবার বসতবাড়ি লাগোয়া পুকুর থেকে উদ্ধার করা হয় এক দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রীকে। তৎক্ষণাৎ ময়নাগুড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। পুলিশ জানিয়েছে, মৃত ওই ছাত্রীর নাম সারমিন আখতার (১৯)। তাঁর বাড়ি ময়নাগুড়ি ব্লকের সাপ্টিবাড়ি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের আজমনদের বাড়ি এলাকায়।

পরিবার সূত্রে খবর, এদিন সারমিন তাঁর বাবা আমিনার রহমানকে জেঠুর বাড়ি যাওয়ার কথা বলে বাড়ি থেকে বের হন। পাশেই তাঁর জেঠুর বাড়ি। এরপর দীর্ঘ সময় পেরিয়ে গেলেও ফাবমিন আখতারের খোঁজ মিলছিল না। খোঁজাখুঁজির পর তাঁদের পুকুরের ধারে সারমিন জুতো রাখা ছিল। স্থানীয়রা পুকুরে নেমে খোঁজাখুঁজি করলেও পাওয়া যায়নি। ময়নাগুড়ি প্রশাসনের কাছে বিষয়টি জানানো হয়। বিডিও অফিস থেকে সিভিল ডিফেন্সের কর্মীরা গিয়ে পুকুরে তল্লাশি চালিয়ে সারমিনকে উদ্ধার করেন। তাঁকে দ্রুত চিকিৎসার জন্য ময়নাগুড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন।

স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য ইলিয়াস আলম জানান, সারমিন মনোরোগে ভুগছিলেন। কোনও পারিবারিক সমস্যা বা অন্য কোনও ঘটনা নয়। তাঁর বাবা কৃষিকাজ করেও মেয়ের চিকিৎসা করিয়ে যাচ্ছিলেন।

সারমিন ময়নাগুড়ি শহিদগড় হাইস্কুলের দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রী ছিলেন। এদিন তাঁর বাবা আমিনার রহমান বলেন, ‘মেয়ে এমন ঘটনা ঘটাবে ভাবতেও পারিনি।’ ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে বলে জানিয়েছে ময়নাগুড়ি থানার পুলিশ।

পড়ুয়ার অভাবে ধুঁকছে এমএসকে

অনসূয়া চৌধুরী

জলপাইগুড়ি, ৬ অগাস্ট : জলপাইগুড়ি জেলার মাধ্যমিক শিক্ষাকেন্দ্রগুলি (এমএসকে) পড়ুয়া সংকটে ভুগছে। বর্তমানে জলপাইগুড়ি সদর ব্লকে ১১টি এমএসকে রয়েছে। কেন্দ্রগুলিতে পঞ্চম শ্রেণিতে কোথাও দুজন পড়ুয়া আছে, আবার কোথাও একজন পড়ুয়াও নেই। পাশাপাশি কেন্দ্রগুলিতে কিছু পরিকাঠামোগত সমস্যা রয়েছে। পড়ুয়ার ঘাটতিতে অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখা এখন কেন্দ্রগুলির সামনে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এবিষয়ে জলপাইগুড়ি অতিরিক্ত জেলা শাসক (জেলা পরিষদ) রৌনক আগরওয়াল বলেন, ‘আমরা বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব। কোথায় সমস্যা হচ্ছে তাও খতিয়ে দেখা হবে।’

জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের গড়ালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের পশ্চিম বড়ুয়াপাড়ার মাধ্যমিক শিক্ষাকেন্দ্রে মোট পড়ুয়ার সংখ্যা ৩৪। শিক্ষকের সংখ্যা ৫। পঞ্চম শ্রেণিতে দুজন, ষষ্ঠ শ্রেণিতে ১৫ জন, সপ্তম শ্রেণিতে ৭ জন, অষ্টম শ্রেণিতে ১০ জন পড়ুয়া রয়েছে। বারোপাটিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের তুরুকঘাট মাধ্যমিক শিক্ষাকেন্দ্রে ২১ জন পড়ুয়া রয়েছে। শিক্ষক রয়েছেন ৫ জন। এই কেন্দ্রটিতে পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্রেণিতে পড়ুয়া সংখ্যা মাত্র ১। এছাড়া সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণিতে পড়ুয়া সংখ্যা যথাক্রমে ১০ ও ৯। অন্যদিকে, পাহাড়পুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ইন্দিরা কলোনির মাধ্যমিক শিক্ষাকেন্দ্রে পঞ্চম শ্রেণিতে একজন পড়ুয়াও নেই। শুধু তাই নয়, বেশকিছু কেন্দ্রে ক্লাসরুমের অবস্থা খুব খারাপ। ক্লাসরুমে পর্যাপ্ত আলো নেই। এমনকি মিড-ডে মিল রান্নার জন্য ঘরটির অবস্থা খারাপ। পশ্চিম বড়ুয়াপাড়ার কেন্দ্রটির একই অবস্থা।

প্রশ্ন উঠছে কেন্দ্রগুলির এমন পরিস্থিতি কেন? অনেকের মতে, একদিকে পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত শিশুশিক্ষাকেন্দ্রে (এসএসকে) পড়াশোনা হয়। অন্যদিকে, উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিতে পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনা হয়। এর ফলে এসএসকে-র পড়ুয়ারা অষ্টম শ্রেণির পর কোন স্কুলে ভর্তি হবে, তা নিয়ে অভিভাবকরা চিন্তায় থাকেন। পশ্চিম বড়ুয়াপাড়ার বাসিন্দা মহম্মদ রিজাউল বলেন, ‘আমার ছেলে সপ্তম শ্রেণিতে পড়ে। ছেলেকে পঞ্চম শ্রেণিতে অন্য স্কুলে ভর্তি করেছি। দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত ছেলে ওই স্কুলে পড়াশোনা করতে পারবে। তাই ঘরের কাছে এমএসকে-তে পাঠাইনি।’

তবে, পশ্চিম বড়ুয়াপাড়া মাধ্যমিক শিক্ষাকেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক সফিকুল আলম বলেন, ‘গ্রামে বেশ কয়েকটি ইংরেজিমাধ্যমের স্কুল রয়েছে। অভিভাবকরা সেই স্কুলগুলিতে ছেলেমেয়েদের ভর্তি করছেন। আগামীতে এমএসকে-র অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখা কঠিন হয়ে যাবে।’ একই কথা জানিয়েছেন বারোপাটিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের তুরুকঘাট এমএসকে-র শিক্ষক অজিত বর্মন।

হাতেগোনা পড়ুয়া নিয়ে চলছে ক্লাস।

তৃণমূলের সঙ্গে কি তাল কাটল, বলে জল্পনা

‘বেসুরো’ বংশীতে অস্বস্তি ঘাসফুলে

গৌরহরি দাস

কোচবিহার, ৬ অগাস্ট : রাজ্য বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী কোচবিহার সফরে এলে তাঁর গাড়ি ভাঙচুরের অভিযোগ ওঠে। ঘটনাটির তীব্র নিন্দা জানালেন দ্য গ্রেটার কোচবিহার পিপলস অ্যাসোসিয়েশনের নেতা বংশীবদন বর্মন। তৃণমূল ঘনিষ্ঠ ওই গ্রেটার নেতার এহেন মন্তব্যে চর্চা শুরু হয়েছে রাজনৈতিক মহলে।

সামনের বছর বিধানসভা নির্বাচন। তার আগে দলীয় বিভিন্ন দাবি এবং সমস্যা নিয়ে পুলিশ সুপারকে জানাতে মঙ্গলবার কোচবিহারে এসেছিলেন শুভেন্দু অধিকারী। কোচবিহারে রাজ্যের বিরোধী দলনেতার এই কর্মসূচি আগে থেকেই ঠিক করা ছিল। এই পরিস্থিতিতে কোচবিহার শহর লাগোয়া খাগড়াবাড়িতে শুভেন্দুর গাড়ি ভাঙচুরের অভিযোগ ওঠে তৃণমূলের বিরুদ্ধে।

গ্রেটার নেতা বংশীবদন বর্মন বললেন, ‘গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে বিরোধী দলনেতা হোক কিংবা যিনিই হন, সকলের অধিকার রয়েছে পুলিশ ও প্রশাসনের কাছে তাঁদের অভিযোগ বা দাবি জানানোর।’ সেখানে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী পুলিশ সুপারের সঙ্গে দেখা করার জন্য মঙ্গলবার হাইকোর্টের অনুমতি নিয়ে কোচবিহারে এসেছিলেন। তার পরেও এভাবে তাঁর গাড়ি ভাঙচুর কোনওভাবেই মেনে নেওয়া যায় না। তাঁর মতে, ‘এটা গণতন্ত্রের পরিপন্থী। বিষয়টির নিন্দা জানাচ্ছি।’

তৃণমূলের জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিককে বিষয়টি নিয়ে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, ‘বর্তমান দেখে ভবিষ্যতের সিদ্ধান্ত বোঝা যায় না। ভবিষ্যতে কার মনে কী আছে, সেটা আগামীই বলবে।’

অন্যদিকে, প্রশ্ন উঠছে তৃণমূল ঘনিষ্ঠ হওয়ার পরেও বিজেপি নেতার পাশে দাঁড়িয়ে এ ধরনের মন্তব্য করলেন কেন বংশী? বংশীবদন যে তৃণমূল ঘনিষ্ঠ, এটা কারও অজানা নয়। এমনকি গত লোকসভা নির্বাচনে রাসমেলার মাঠে তৃণমূল প্রার্থী জগদীশ বর্মা বসুনিয়ার সমর্থনে জনসভাও করতে দেখা গিয়েছে তাঁকে। কিন্তু জেলায় লোকসভা নির্বাচনে জেতার পর কোচবিহারে প্রতিদ্বন্দ্বী তথা আরেক গ্রেটার নেতা নগেন রায়ের বাড়িতে তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের যাওয়াটা তিনি মেনে নিতে পারেননি। তারপর থেকেই তৃণমূলের সঙ্গে তাঁর দূরত্ব বাড়তে শুরু করে। কয়েকমাস আগে শিলিগুড়িতে মুখ্যমন্ত্রীর প্রশাসনিক বৈঠকে ডাক পাননি বংশীবদন। উদয়ন গুহর সঙ্গেও তাঁর বনিবনা নেই। ফলে সবমিলিয়ে বংশীর সঙ্গে কোথাও যেন তৃণমূলের তাল একটু কাটতে শুরু করেছে। সে কারণে তৃণমূলকে চাপে রেখে নিজের ‘ভাও’ বাড়াতেই সম্ভবত তাঁর এ ধরনের মন্তব্য। ফলে বিধানসভা নির্বাচনে তিনি কোন ফুল পছন্দ করবেন, তা নিয়ে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। বংশীবদনের অবশ্য কৌশলী উত্তর, ‘এ বিষয়ে এখনই কোনও সিদ্ধান্ত নিইনি। রাজনৈতিক পরিস্থিতির উপর নজর রাখছি। বৈঠক করে সিদ্ধান্ত নেব, বিধানসভা নির্বাচনে আমরা কী করব বা কার পাশে থাকব।’

জাল লটারির টিকিট

ময়নাগুড়ি, ৬ অগাস্ট : ময়নাগুড়ি সংলগ্ন কয়েকটি এলাকায় জাল লটারির টিকিট বিক্রির অভিযোগ উঠেছে। এজন্য বুধবার ময়নাগুড়ি, জলপাইগুড়ি ও ধূপগুড়ির কয়েকজন লটারি বিক্রেতা ময়নাগুড়ি থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। তাঁদের অভিযোগ, বেআইনিভাবে লটারির টিকিট বিক্রি করছে অসাধু ব্যবসায়ীরা। দোষীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানান অভিযোগকারীরা। ময়নাগুড়ি থানার আইসি সুবল ঘোষ বলেন, ‘অভিযোগ খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হবে।’

কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে স্মারকলিপি।

দাবি পেশ

চালসা, ৬ অগাস্ট : সাম্মানিক বৃদ্ধি, গ্র্যাচুইটি ইত্যাদি ১৪ দফা দাবি নিয়ে কেন্দ্রীয় নারী ও শিশু উন্নয়নমন্ত্রী অন্নপূর্ণা দেবীর কাছে স্মারকলিপি দিয়ে এসেছে পশ্চিমবঙ্গ অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও সহায়িকা কল্যাণ সমিতি। অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের ওই প্রতিনিধি দলে ছিলেন সমিতির রাজ্য সভাপতি অঞ্জন মণ্ডল। তাঁর বক্তব্য, ‘কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা ফলপ্রসূ হয়েছে। দাবিগুলি খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন তিনি।’ প্রতিনিধি দলে ছিলেন সমিতির মেটেলি ব্লক সভানেত্রী সিজু মিঝার। তিনি বলেন, ‘আমরা আশাবাদী, দাবিগুলি খতিয়ে দেখা হবে।’

বিনা অনুমতিতে গাছ কাটায় ক্ষোভ

শুভদীপ শর্মা

লাটাগুড়ি, ৬ অগাস্ট : নিজের বাড়ির সামনে জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের জমিতে থাকা দুটি কাঁঠাল গাছ বিনা অনুমতিতে কেটে ফেললেন ময়নাগুড়ি ব্লকের বৌলবাড়ি বাজার এলাকার এক বাসিন্দা। সম্প্রতি ময়নাগুড়ি বিডিও অফিস মোড় থেকে চালসা গোলাই পর্যন্ত ৭১৭ নম্বর জাতীয় সড়ক সম্প্রসারণের উদ্যোগ নিয়েছে জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ। এরই মধ্যে এই ধরনের ঘটনা সামনে আসায় ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন পরিবেশপ্রেমীরা। বিষয়টি নিয়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দিয়েছে জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ ও বন দপ্তর। জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের মালবাজারের এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার কিংশুক শ্যামল বলেন, ‘বিষয়টি আমার জানা ছিল না। তাঁরা এই বিষয়ে পুলিশ প্রশাসনের দারস্থ হবেন।’ বন দপ্তরের লাটাগুড়ি রেঞ্জের রেঞ্জ অফিসার সঞ্জয় দত্ত বলেন, ‘বিনা অনুমতিতে গাছ কাটা অপরাধ। যাঁরা এই কাজে যুক্ত, তাঁদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।’

জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ সড়ক সম্প্রসারণের জন্য জায়গা মাপার কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। জাতীয় সড়ক সম্প্রসারণের জন্য জাতীয় সড়কের দু’পাশে বহু গাছ কাটা পড়বে। তবে গাছ কাটতে সরকারি সমস্ত নিয়ম মানা হবে বলে জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ সূত্রে খবর। গাছ কাটার বিরুদ্ধে ইতিমধ্যেই পরিবেশপ্রেমীরা আন্দোলনে নেমেছেন। গাছ না কাটার দাবিতে পদযাত্রা ও পথসভাও করেছেন পরিবেশপ্রেমীরা। তবে এরই মাঝে জাতীয় সড়কের পাশে থাকা দুটি কাঁঠাল গাছ কেটে নেওয়ার অভিযোগ উঠল বৌলবাড়ি এলাকার বাসিন্দা পেশায় ব্যবসায়ী নারায়ণ বিশ্বাসের বিরুদ্ধে। নারায়ণ বিশ্বাসের স্ত্রী ললিতা বিশ্বাস বলেন, ‘আমরাই কোনও একসময় রাস্তার পাশে গাছগুলো লাগিয়েছিলাম। বাড়িতে কিছু দরজা-জানলা ভেঙে গিয়েছে। যেহেতু রাস্তার পাশে গাছগুলো কাটাই যাবে, সেহেতু আগেভাগেই গাছ কাটিয়ে দরজা-জানলা তৈরি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।’

এদিন রাস্তার পাশে দুটো গাছ কাটতেই বিষয়টি নজরে আসে পরিবেশপ্রেমীদের। ময়নাগুড়ি রোড পরিবেশপ্রেমী সংগঠনের সদস্য পুরঞ্জয় নাগ বলেন, ‘একদিকে গাছগুলো বাঁচানোর জন্য আন্দোলন চলছে, অন্যদিকে মানুষ অসচেতনভাবে কীভাবে বিনা অনুমতিতে গাছ কাটছেন তা বোঝা গেল না।’ বিষয়টি নিয়ে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন উত্তরবঙ্গ পরিবেশপ্রেমী সংগঠনের যৌথ মঞ্চের আহ্বায়ক অনির্বাণ মজুমদার। যাঁরা এই ধরনের কাজে যুক্ত, তাঁদের কঠোর শাস্তির দেওয়ার দাবি করলেন তিনি।

এভাবেই কেটে রাখা হয়েছে গাছ। বুধবার। -সংবাদচিত্র

সমস্যা যেখানে

- জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের জমিতে থাকা দুটি কাঁঠাল গাছ কাটা হয়
- গাছ কাটার অভিযোগ বৌলবাড়ি এলাকার বাসিন্দা নারায়ণ বিশ্বাসের বিরুদ্ধে
- নিজেরাই গাছগুলি লাগিয়েছিলেন বলে দাবি

এবার দাঁতালের নিশানায় হোটেল

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ৬ অগাস্ট : এবারে লাইন হোটেলে ঢুকে পড়ল হাতি। বেড়া ভেঙে ভেতরে ঢুকে গুঁড়িয়ে দেয় হোটেলের বাইরে বসে খাওয়াদাওয়া করার কটেজটি। ঘটনাস্থল ১৭ নম্বর জাতীয় সড়ক লাগোয়া লুকসানের কালিখোলা বস্তি। মঙ্গলবার গভীর রাতে লাইন হোটেলে হামলা চালানোর পর পাশের একটি বাড়িতেও ভাঙচুর চালায় দলছুট ওই দাঁতালটি। বন দপ্তরের ডায়না রেঞ্জের রেঞ্জ অফিসার অশেষ পালের কথায়, 'হাতির গতিবিধির ওপর সতর্ক নজর রেখে চলা হচ্ছে। ক্ষতিগ্রস্তরা আবেদন করলে নিয়ম মোতাবেক ক্ষতিপূরণ পাবেন।'

বন দপ্তর এবং স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, সেই রাতে ডায়নার জঙ্গল থেকে একাধিক শাবক সহ প্রায় ১৫টি হাতির পাল লোকালয়ে এসে দু'ভাগে ভাগ হয়ে যায়। একটি দল ১৭ নম্বর জাতীয় সড়ক পেরিয়ে ঢুকে পড়ে ধরণীপুর চা বাগানে। সেখানে বাঁশঝাড় থেকে বাঁশ সাবাড় করে। ঘুরে বেড়ায় বাগানটির অন্যান্য এলাকাতেও। অন্যদিকে, তিনটি হাতির আরেকটি দল ঢোকে কালিখোলা বস্তিতে। সেগুলির মধ্যে একটি ছোট দাঁতাল কৃষ্ণা ছেত্রী নামে এক ব্যক্তির লাইন হোটেলে হামলা চালায়। সেখানে তার নজরে পড়ে কটেজের বাইরে মুলিবাঁশের বেড়া দিয়ে তৈরি খাওয়াদাওয়ার জায়গাটি।

বেশ কয়েকবছর ধরে কৃষ্ণা জাতীয় সড়কের পাশে লাইন হোটেলটি চালাচ্ছেন। তিনি বলেন, 'এদিকে হাতি আসার ঘটনা নতুন নয়। কিন্তু আমার হোটেলেও যে হাতি কোনওদিন ঢুকে এভাবে তাণ্ডব চালাবে তা স্বপ্নেও ভাবিনি।'

হাতির হানায় ভেঙেছে হোটেলের বেড়া। কালিখোলা বস্তিতে। - সংবাদচিত্র

ওই দাঁতালটিই এরপর ভাঙচুর শুরু করে পাশের মণিকুমার ছেত্রী নামে আরেক বাসিন্দার বাড়িতে। সেসময় তিনি, তাঁর স্ত্রী এবং এক নাবালক সন্তানকে নিয়ে ঘুমিয়ে ছিলেন। হাতি এসেছে টের পেয়ে কোনওরকমে পালিয়ে বাঁচে পরিবারটি। তখন মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছিল। ভগবানের অশেষ দয়ায় এ যাত্রায় বেঁচে গিয়েছেন, জানালেন মণি।

এদিকে, একটি মাকনা ও শাবক সহ আরও দুটি হাতি তছনছ করে দেয় এলাকাটির সুপারি বাগানগুলো। এতে মাথায় হাত পড়েছে সুপারি গাছের মালিকদের। কালিখোলা বস্তির গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য মুকেশ ছেত্রী বলেন, 'প্রায় প্রত্যেকদিনই বাড়ি, স্কুল, আইসিডিএস কেন্দ্রে হাতির দল হামলা চালাচ্ছে। এবার বুনোদের টার্গেটে লাইন হোটেল। ওই বুনোদের তাণ্ডব রুখতে বন দপ্তর দ্রুত পদক্ষেপ করুক।'

প্রতি সন্ধ্যাতেই এখন হাতির পালের 'ডেস্টিনেশন' হয়ে উঠছে ধরণীপুর চা বাগান সহ আশপাশের এলাকা। সম্প্রতি তিনটি হাতি ধরণীপুরের পাইপলাইনে সাতটি বাড়ি ভাঙচুর করে।

২৫টি নতুন অ্যাম্বুল্যান্স

নাগরাকাটা, ৬ অগাস্ট : নতুন ২৫টি আধুনিক অ্যাম্বুল্যান্স এল জলপাইগুড়ি জেলার বিভিন্ন হাসপাতাল ও প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের জন্য। সেগুলি হাসপাতালগুলিকে দিয়ে দেওয়ার কাজও শুরু হয়েছে। বুধবার এরকমই একটি অ্যাম্বুল্যান্স এসেছে লুকসান প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রর জন্য। এতদিন সেখানে আলাদা করে কোনও অ্যাম্বুল্যান্স ছিল না। জেলা স্বাস্থ্য দপ্তর জানিয়েছে, আগের মতোই নতুন অ্যাম্বুল্যান্সগুলিও গর্ভবতী মহিলা সহ ১ বছর বয়স পর্যন্ত শিশুদের নিখরচায় হাসপাতালে নিয়ে আসা ও বাড়ি পৌঁছে দেওয়ার কাজ করবে। অ্যাম্বুল্যান্সের এই পরিষেবাটির সরকারি নাম ১০২। অন্যদিকে, ফাঁকা থাকলে ১ বছরের ঊর্ধ্বে এমন রোগীদেরও অ্যাম্বুল্যান্সগুলি হাসপাতালে পৌঁছে দিতে পারবে। সেক্ষেত্রে পরিষেবাটির নাম ১০৮। জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ অসীম হালদার বলেন, 'ধাপে ধাপে সমস্ত হাসপাতালে নতুন অ্যাম্বুল্যান্সগুলি পৌঁছে যাবে। পরিষেবার মানদণ্ড আগের মতোই থাকছে।'

শুরু রাস্তা সংস্কার

চালসা, ৬ অগাস্ট : বেহাল রাস্তা মেরামতের প্রতিবাদে বুধবার মাটিয়ালি ব্লকের বাতাবাড়ি ফার্ম বাজারে জাতীয় সড়ক অবরোধ করার কথা বলেছিল বিজেপি। কিন্তু এদিন সকাল থেকে বাতাবাড়ি ফার্ম বাজার থেকে বিধাননগরমুখী ওই রাস্তার ওপর মাটিয়ালি ব্লক প্রশাসনের তরফে রাস্তা সংস্কার শুরু হয়। তাই জাতীয় সড়ক অবরোধ কর্মসূচি তুলে নেয় বিজেপি।

এক বছরেরও বেশি সময় ধরে শালবাড়ি মোড় থেকে বাতাবাড়ি ফার্ম বাজার পর্যন্ত দীর্ঘ ১২ কিমি রাস্তার বেহাল দশা। গত ২০ জুলাই ওই সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখিয়েছিল বিজেপির মেটেলি সমতল মণ্ডল কমিটি।

বিজেপির প্রাক্তন মেটেলি মণ্ডল সভাপতি মজনুল হক বলেন, 'আমাদের চাপে পড়ে প্রশাসন এই উদ্যোগ নিয়েছে। রাস্তায় বালি-বজরি ফেলা হয়েছে।' বর্ষার পর রাস্তাটি স্থায়ীভাবে মেরামত করা না হলে ফের বৃহত্তর আন্দোলনে নামার হুমকি দিয়েছেন তিনি। যদিও তৃণমূলের মেটেলি ব্লক সভানেত্রী স্নোমিতা কালান্দির মতে, 'এলাকার বিজেপি বিধায়ক, সাংসদরা কোনও কাজ করছেন না। তৃণমূল সরকার উন্নয়নের কাজ করছে।'

সারে জাহাঁ সে আচ্ছা। দিল্লির ইন্ডিয়া গেটে ছবিটি তুলেছেন বিশ্বদীপ মজুমদার।

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

গ্রামের রাস্তায় ভারী ট্রাক

বেলাকোবা, ৬ অগাস্ট : মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্পষ্ট নির্দেশ ছিল, গ্রামীণ রাস্তায় ভারী পণ্যবাহী ট্রাক যেন না ঢোকে। সেই নির্দেশকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে, প্রশাসনের নজরদারি এড়িয়ে বারবার গ্রামীণ রাস্তায় ঢুকে পড়ছে বড় মালবোঝাই ট্রাক। বুধবার এমনই ঘটনা নজরে পড়ল বেলাকোবা-সাহেববাড়ির ব্যস্ত রাস্তায়।

পানিকৌড়ি ও শিকারপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে দিয়ে বেলাকোবা স্টেশন কলোনি হয়ে সাহেববাড়ি যাওয়ার রাস্তাটি গত বছর সংস্কার হয়েছে। বুধবার সকালে একটি ইটবোঝাই ট্রাক ওই রাস্তায় ঢুকে পড়ে, উলটো দিক থেকে আসা এক মারুতিকে পাশ কাটাতে গিয়ে পিচের রাস্তার একদিকে ধসে মাঝরাস্তায় কাত হয়ে পড়ে। ফলে দশ ফুটের উপর পিচের রাস্তা ভেঙে তৈরি হয়েছে গর্ত। পরে ওই রাস্তা দিয়ে ছোট যান চলাচলও বন্ধ হয়ে যায়।

পানিকৌড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান পাপিয়া সরকার বলেন, 'পুলিশের সঙ্গে কথা বলা হবে যাতে কোনও ভারী ট্রাক ওই রাস্তা দিয়ে না চলাচল করে।'

ট্রাকচালক বলেন, 'শিলিগুড়ি থেকে আনা এই ইট স্টেশন কলোনিতে ডেলিভারি দেওয়ার কথা ছিল।' প্রশ্ন উঠেছে, ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তা কে মেরামত করবে? মেরামত করা না হলে জমবে জলকাদা, ঘটবে দুর্ঘটনা। যাতায়াতে আবার সমস্যায় পড়তে হবে এলাকাবাসীকে।

স্থানীয় বাসিন্দা সন্তোষ দত্ত বলেন, 'রাতের অন্ধকারে দশ চাকা, বারো চাকা সুপারিবোঝাই ট্রাক যাতায়াত করে। কঠোর পদক্ষেপ না করলে ভবিষ্যতে আরও বড় দুর্ঘটনার আশঙ্কা থাকবে।'

আটকে কাজ, বিপদের আশঙ্কা জিতিতে

ঝুঁকি নিয়ে স্কুলে পড়ুয়ারা

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ৬ অগাস্ট : বেহাল দশা ছিল আগে থেকেই। কয়েকদিনের ভারী বৃষ্টিতে এখন একেবারেই চলাচলের অযোগ্য হয়ে পড়েছে থালঝোরা থেকে জিতি চা বাগানে ঢোকার একমাত্র রাস্তার একাংশ। পাহাড়ি ঢালের রাস্তাটি ভয়ংকর হয়ে ওঠায় যান চলাচল অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠেছে। তা দেখে বাগান পরিচালকদের দেওয়া একটি স্কুলবাস যাতায়াত বন্ধ করে দিয়েছে জুলাই মাস থেকে। অন্য বাসও যেতে পারবে না বলে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। ফলে যারা পারছে, তারা হেঁটে স্কুলের পথে রওনা দিচ্ছে। যাদের সেই উপায় নেই, তারা স্কুলে যাচ্ছে না। এই পরিস্থিতিতে সব মিলিয়ে জিতির সাড়ে চারশো পড়ুয়ার স্কুল যাওয়া এখন অনিশ্চয়তার মুখে। অভিভাবক মহেশ মুন্ডা বললেন, 'প্রাণ হাতে করে ছেলেমেয়েরা স্কুলে যায়। ওরা বাড়ি না ফেরা পর্যন্ত চাপা উৎকণ্ঠা নিয়ে অপেক্ষা করে থাকি। এভাবে যে কতদিন চলবে, সেটা ভগবানই জানেন!'

জিতির শ্রমিক কল্যাণ আধিকারিক পার্থ ভাদুড়ি বলেন, 'খুব বেশি প্রয়োজন না হলে ওই রাস্তায় এখন আর কেউ পা রাখছেন না। সংশ্লিষ্ট সমস্ত মহলে সমস্যার কথা বারবার জানানো হয়েছে।'

এই রাস্তাই এখন বড় বিপদের কারণ জিতি চা বাগানে। -সংবাদচিত্র

বছর তিনেক আগে নাগরাকাটার মহাদেব মোড় থেকে জিতির ভুটান সীমান্ত পর্যন্ত ১৩ কিলোমিটার রাস্তা নতুন করে তৈরির কাজ শুরু করে বর্ডার রোডস অর্গানাইজেশন (বিআরও)। তার মধ্যে ঝুলে রয়েছে তিন কিলোমিটারের কাজ। এর মধ্যে পাহাড়ি অংশের দৈর্ঘ্য ১.৪ কিলোমিটার। ভুটান সীমান্তের গহেরা লাইন পর্যন্ত বাকিটুকু ১.৬ কিলোমিটার। তাহলে জট ঠিক কোথায়? বিআরও সূত্রে জানা গিয়েছে, ১.৪ কিলোমিটারের পাহাড়ি অংশের রাস্তার কাজ করার জন্য ১৪৪টি গাছ কাটতে হবে। রাজ্য সরকারের অনুমতি মিললেও জলপাইগুড়ি জেলা বন দপ্তরের অনুমোদন মেলেনি।

অন্যদিকে, ১.৬ কিলোমিটার অংশ আটকে আছে জমিজটে। শ্রমিক কল্যাণ আধিকারিক পার্থ ভাদুড়ি বলেন, 'রাস্তার ধারে বিআরও'র তরফে আরবিএম আগে থেকেই মজুত করে রাখা হয়েছে। সেগুলি বৃষ্টিতে ভেসে যাচ্ছে।'

এদিকে, রাস্তাকে কেন্দ্র করে ক্ষোভ তুঙ্গে ছয় হাজার জনসংখ্যার ওই বাগানটিতে। ছোট-বড় দুর্ঘটনা এখন সেখানে নিত্যদিনের ঘটনা। বাগানের চা পাতাবোঝাই গাড়ি নিলামকেন্দ্রে পাঠাতে গিয়ে হোঁচট খাচ্ছে বাগান কর্তৃপক্ষ। জিতির শ্রমিক নেতা বিষ্ণু কান্তাকামির কটাক্ষ, 'রাস্তার হাল ফেরাতে কি কর্তৃপক্ষ বড় বিপদের অপেক্ষা করছে?'

ভোগান্তির কারণ

নাগরাকাটার মহাদেব মোড় থেকে জিতির ভুটান সীমান্ত পর্যন্ত ১৩ কিমি রাস্তার মধ্যে তিন কিমির কাজ ঝুলে রয়েছে

পাহাড়ি অংশের রাস্তার কাজ করার জন্য গাছ কাটার অনুমোদন দেয়নি বন দপ্তর

বাকি অংশের কাজ আটকে জমিজটে

বেশি দাম সারের, শোকজ দোকানদারকে

ধূপগুড়ি, ৬ অগাস্ট : কৃষকের থেকে সারের দাম বেশি নিয়েছিলেন দোকানদার। ঘটনাটি জানতে পেরে দোকানদারের কাছে ফোন গিয়েছিল ব্লকের সহ কৃষি অধিকর্তার। এরপরই কৃষকের বাড়ি গিয়ে অতিরিক্ত টাকা ফেরত দিয়ে আসেন দোকানদার। তারপরও শেষরক্ষা হল না। দোকানদারকে শোকজ করলেন সহ কৃষি অধিকর্তা তিলক বর্মন। সেইসঙ্গে কড়া পদক্ষেপ করারও হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। বুধবার ঘটনাটি ঘটেছে ধূপগুড়ি ব্লকের বালাকুড়ায়।

মাধব সরকার এদিন বালাকুড়ার এক লাইসেন্সপ্রাপ্ত সারের দোকানে রাসায়নিক সার কিনতে যান। সেখান থেকে প্রয়োজনীয় সার কেনার পর বুঝতে পারেন সারের দাম বেশি নেওয়া হয়েছে। মাধব বলেন, 'সাধারণত ওই দোকানদারের থেকেই রাসায়নিক সার কিনি। কিন্তু এদিন কেন বেশি দাম নিলেন, বুঝতে পারছি না।' তাঁর অভিযোগ, একদিকে রাসায়নিক সারের অতিরিক্ত দাম, অন্যদিকে ফসলের উৎপাদনও কমে গিয়ে লোকসানের মুখোমুখি হতে হচ্ছে।

এভাবে সারের অতিরিক্ত মূল্য নেওয়া কৃষকদের থেকে উচিত নয়। এই ধরনের ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানালেন ধূপগুড়ি পঞ্চায়েত সমিতির কৃষি কর্মাধ্যক্ষ অনিলচন্দ্র রায়।

মাধব তাঁর প্রতিবেশী ধূপগুড়ি পঞ্চায়েত সমিতির কৃষি কর্মাধ্যক্ষ অনিলচন্দ্র রায়কে ঘটনাটি জানান। এরপরই খবর যায় ধূপগুড়ি ব্লকের সহ কৃষি অধিকর্তা তিলক বর্মনের কাছে। দোকানদারকে শোকজ করে উত্তর চেয়েছেন কৃষি দপ্তরের আধিকারিকরা। যথাযথ উত্তর না মিললে লাইসেন্স বাতিল সহ অন্যান্য ব্যবস্থাও নেওয়া হবে। এক কৃষি আধিকারিক বলেন, 'টাকা ফেরত দেওয়া যথেষ্ট নয়। এখন কড়া ব্যবস্থা নিলে কালোবাজারির সঙ্গে যুক্ত বাকি ব্যবসায়ীরা শিক্ষা নেবেন।'

প্রতিবছরই আলু চাষের মরশুমে রাসায়নিক সারের অতিরিক্ত দাম নেওয়ার অভিযোগ ওঠে। এবারে মরশুম শুরুর আগেই রাসায়নিক সারের অতিরিক্ত মূল্য নেওয়ার অভিযোগ উঠল। জলপাইগুড়ির সহ কৃষি অধিকর্তা (প্রশাসন) শরৎ সরকার বলেন, 'পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। লাগাতার অভিযান চালিয়ে যাওয়া হবে।'

সাজবে স্কুল

নাগরাকাটা, ৬ অগাস্ট : স্বাধীনতা দিবসে স্কুল ভবনকে সাজানোর নির্দেশ দিয়েছে সমগ্র শিক্ষা মিশন। শিক্ষার বিভিন্ন বিষয়ের উল্লেখ করে সাজিয়ে তোলা হবে দেওয়াল, সিঁড়ি ও শ্রেণিকক্ষ। সমগ্র শিক্ষা মিশনের জলপাইগুড়ি জেলা আধিকারিক সঞ্জীব দাস বলেন, 'সংশ্লিষ্ট সবাইকে বিষয়টি জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।' স্বাধীনতার চেতনা বহনকারী ছবি, স্বাধীনতা সংগ্রামীদের ছবি ছাড়াও গণিত, বিজ্ঞান, ইতিহাস, ভূগোল, ইংরেজি ও বাংলা পাঠ্যপুস্তকের নানা বিষয় ফুটিয়ে তোলার পরিকল্পনা আছে। প্রাথমিক (১০০-র বেশি পড়ুয়া), উচ্চপ্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরের সমস্ত স্কুলকে এই কর্মসূচির আওতায় রাখা হয়েছে। স্কুলগুলিকে এজন্য মিশনের পক্ষ থেকে অর্থসাহায্য করা হবে।

জয়-বীরু।। গড়ালবাড়িতে শানু শুভঙ্কর চক্রবর্তীর ক্যামেরায়।

প্রতিবাদ

ওদলাবাড়ি, ৬ অগাস্ট : ভাড়াটিয়া ৫ কলেজ ছাত্রীকে কুকথা বলার অভিযোগে শিলিগুড়ির ১৭ নম্বর ওয়ার্ডে গ্রেপ্তার দুই মহিলার কঠোর শাস্তির দাবি করল আদিবাসী-গোর্খা সংযুক্ত সমিতি (আগোস)। সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি সাগন মোক্তান বলেন, 'ওই কলেজ ছাত্রীদের উদ্দেশে নারী বিদ্বেষী মন্তব্য করা হয়েছে। তাতে গোর্খা সমাজের আত্মসম্মানে আঘাত লেগেছে।'

ধিক্কার মিছিল

ওদলাবাড়ি, ৬ অগাস্ট : কোচবিহারে বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর ওপর হামলার প্রতিবাদে বুধবার ওদলাবাড়িতে ধিক্কার মিছিল করে বিজেপি। ওদলাবাড়ি চৌরাস্তার মোড়ে বিরসা মুন্ডার মূর্তির পাদদেশ থেকে শুরু হয় মিছিল।

থানায় নালিশ

ময়নাগুড়ি, ৬ অগাস্ট : প্রতিবেশীদের গালিগালাজ করার অভিযোগে বুধবার একদল মহিলা দল বেঁধে গিয়ে অভিযুক্ত মহিলার বিরুদ্ধে ময়নাগুড়ি থানায় অভিযোগ করেন। ঘটনাটি ময়নাগুড়ি শহর লাগোয়া ব্যাংকান্দি গ্রামের কইমারি এলাকার।

স্কুলছুটের সংখ্যা যেন লাগামছাড়া

কৌশিক দাস

ক্রান্তি, ৬ অগাস্ট : ক্রান্তি ব্লকে উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়ছে স্কুলছুটের সংখ্যা। সরকারিভাবে খাতায়-কলমে সংখ্যাটা শতাধিক। স্কুলগুলো সংখ্যাটা কম দেখালেও বার্ষিক পরীক্ষায় না বসা কিংবা স্কুলের সঙ্গে প্রায় যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন এমন পরিসংখ্যান শিউরে ওঠার মতো। গত বার্ষিক পরীক্ষায় অন্তত ৫০০ পড়ুয়া ফাইনাল পরীক্ষায় বসেনি। এদের অনেকেই বাড়ির আর্থিক অবস্থার কারণে পড়াশোনা ছেড়ে শ্রমিকের কাজ করছে।

ক্রান্তি ব্লকে উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৭। দুটি মাধ্যমিক বিদ্যালয় রয়েছে। গত বছরের বার্ষিক পরীক্ষায় পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত পড়ুয়াদের গরহাজির থাকার সংখ্যাটা ছিল চমকে দেওয়ার মতো। অলিখিতভাবে সংখ্যাটা কয়েকশো। এই বিদ্যালয়গুলোতে অন্তত ১৫ হাজার পড়ুয়া রয়েছে।

চ্যাংমারি ডব্লিউএমই উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে প্রাপ্ত পরিসংখ্যান থেকে দেখা গিয়েছে, শুধুমাত্র ষষ্ঠ থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত মিলিয়ে ১৫০ জনেরও বেশি পড়ুয়া ফাইনাল পরীক্ষায় বসেনি। বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক সঞ্জয় রাজভর বিষয়টি নিয়ে প্রবল চিন্তিত। তাঁর কথায়, 'পড়ুয়াদের অনেকেই বাইরে শ্রমিকের কাজ করছে। মেয়েদের মধ্যে অনেকে আর পড়তে চাইছে না।'

চা বলয় অধ্যুষিত ক্রান্তি ব্লকে সমস্যাটা সবথেকে বেশি। কন্যাশ্রী কিংবা নারী সুরক্ষার মতো সামাজিক প্রকল্পের সুবিধায় ছাত্রীরা উপকৃত হলেও ছেলেদের ক্ষেত্রে সেটা হচ্ছে না। রাজাডাঙ্গা পেন্দা মহম্মদ উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে গত বছর সব মিলিয়ে ১১৭ জন বার্ষিক পরীক্ষায় বসেনি। ন্যাশনাল হিন্দি স্কুলে ৬০ জন পড়ুয়া পরীক্ষা দেয়নি।

স্কুল সূত্রে জানা গিয়েছে, পঞ্চম-অষ্টম শ্রেণিতে সেভাবে সমস্যা না হলেও নবম থেকেই শুরু হচ্ছে স্কুলছুট। দেখা যাচ্ছে, অনেকে ১-২ মাস স্কুলে গরহাজির থেকে পরীক্ষার সময় হাজির হচ্ছে। আবার অনেকে বার্ষিক পরীক্ষার আগে থেকে স্কুল বাদ দিয়ে দিচ্ছে।

এর আগে চ্যাংমারির এক নাবালক পরিবারের চাপে দিল্লিতে কাজ করতে গিয়ে কফিনবন্দি হয়ে বাড়ি ফিরেছে। ক্রান্তি ব্লকের অল্পবয়সি পড়ুয়াদের মধ্যে ভিনরাজ্যে বা অন্য জেলায় শ্রমিকের কাজ করার সংখ্যাটাও দিন-দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। ক্রান্তি ব্লকের দেবীঝোরা উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ২৩ জন গত বছর বার্ষিক পরীক্ষায় বসেনি।

লাটাগুড়ি উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয় ও লাটাগুড়ি উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়েরও একই অবস্থা। দুই স্কুল মিলিয়ে অন্তত শতাধিক পড়ুয়া বার্ষিক পরীক্ষায় বসেনি। মৌলানি গলিন্দ্রনাথ রায় উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয় ও বাসুসুবা হাইস্কুল মিলিয়ে অন্তত শতাধিক পড়ুয়া ফাইনাল পরীক্ষা দেয়নি। মাল দক্ষিণ অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক সঞ্জীবকুমার সেন বলেন, 'নিয়মিত স্কুলে না এলে সংশ্লিষ্ট পড়ুয়ার বাড়িতে যেতে হবে। কারণ খুঁজতে হবে।'

টোটোর দাপটে দোকানে ঢুকতে সমস্যায় ক্রেতারা

বানারহাট, ৬ অগাস্ট : টোটোর দাপটে নাজেহাল বানারহাট ও বিন্নাগুড়ির ব্যবসায়ীরা। যাত্রীর অপেক্ষায় তারা বিভিন্ন দোকানের সামনে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকে। দোকানে ক্রেতারা আসতে পারছেন না বলে অভিযোগ ব্যবসায়ীদের। ফলে টোটোচালকদের প্রতি এলাকার ব্যবসায়ীদের মধ্যে ক্ষোভ জমা হয়েছে। প্রশাসন দ্রুত এই সমস্যার সমাধান না করলে বানারহাটের ব্যবসায়ীরা ব্যবসা বন্ধ রেখে আন্দোলনে নামার হুমকি দিয়েছেন। ব্যবসায়ীদের আশঙ্কা, প্রশাসন এবিষয়ে কঠোর হয়ে টোটো নিয়ন্ত্রণ না করলে পুজোর মুখে খদ্দেরের অভাবে লোকসানের সম্মুখীন হবেন তাঁরা।

বানারহাট থানার ট্রাফিক ওসি আনন্দ নার্জিনারি বলেন, 'আমরা টোটোর দাপট কমানোর জন্য প্রায়ই অভিযান চালাচ্ছি। বুধবার বানারহাটের বিভিন্ন স্থান থেকে ছয়টি টোটো আটক করা হয়েছে। যত্রতত্র টোটো পার্কিংয়ের বিরুদ্ধে লাগাতার অভিযান চলবে।' বানারহাট ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক সুবীর দাস বলেন, 'আমরা টোটোচালকদের বিরুদ্ধে নই। রাস্তা দিয়ে টোটো চললে আমাদের কোনও আপত্তি নেই। দোকানের সামনে টোটো দাঁড় করিয়ে রাখার বিরোধিতা করছি।'

বানারহাটে রাস্তা আটকে এভাবে দাঁড়িয়ে থাকে টোটো।

যত্রতত্র টোটো পার্কিংয়ের বিষয়টি স্বীকার করে নিয়েছেন বানারহাট টোটো ইউনিয়নের সভাপতি অশোক শা। তিনি বলেন, 'বানারহাট এলাকার বাইরে থেকে আসা টোটোচালকদের জন্য এই সমস্যা হচ্ছে। প্রশাসনের তরফে বানারহাটে টোটো পার্কিংয়ের জায়গা করে দিলে সমাধান সম্ভব।'

বানারহাটের বাজার এলাকায় রাজ্য সড়কটি সংকীর্ণ। সেখানে লাইন ধরে টোটো দাঁড়িয়ে থাকলে ওই রাস্তা দিয়ে অন্যান্য গাড়ি ও বাইক চলাচল করার সময় যানজটের সৃষ্টি হয়।

ছোট্ট তারা

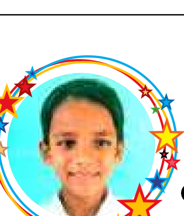

মেটেলি ব্লকের নেওড়া-মাঝিয়ালি বিএফপি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের তৃতীয় শ্রেণির পড়ুয়া সাকিব হোসেন। পড়াশোনার পাশাপাশি হাইজাম্পেও পারদর্শী সে।

ভবঘুরের দেহ উদ্ধার

ধূপগুড়ি, ৬ অগাস্ট : বারোঘরিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয়ের পার্কিংয়ে মঙ্গলবার রাতে এক ভবঘুরের মৃতদেহ উদ্ধার হয়। মৃতের নাম নারায়ণচন্দ্র রায় (৫০)। খবর পেয়ে পুলিশ মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য জলপাইগুড়ি সদর হাসপাতালে পাঠায়। পরে বারোঘরিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ফণীন্দ্রনাথ রায় এবং মৃতের পরিবারের সদস্যরা মিলে মৃতদেহটি সৎকারের ব্যবস্থা করেন।

মৃতের পরিবারের সদস্যরা জানিয়েছেন, বহুদিন ধরে নারায়ণচন্দ্র বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়াতেন। বাড়িতে থাকতে চাইতেন না।

আতঙ্কে ঘরে ফিরলেন পরিযায়ীরা

সায়নদীপ ভট্টাচার্য

তুফানগঞ্জ, ৬ অগাস্ট : মুখের ভাষা যে তাঁদের রুটিরুজি কেড়ে নেবে তা কোনওদিন কল্পনাও করতে পারেননি তুফানগঞ্জের অতুল, সুমন, মফিজুলরা। বিয়ের পর হরিয়ানায় স্বামী-স্ত্রীর উপার্জনে বেশ চলছিল তাঁদের সংসার। শুধুমাত্র বাংলা ভাষা বলায় তাঁদের জীবনে নেমে এল কালো মেঘের ছায়া। আতঙ্কে হরিয়ানা ছেড়েছেন তুফানগঞ্জ মহকুমার প্রায় দেড়শোজন পরিযায়ী শ্রমিক। নিজেরাই বাসভাড়া করে গুরুগ্রাম থেকে বুধবার সকালে সপরিবারে গ্রামে ফেরেন ওই পরিযায়ী শ্রমিকরা।

তাঁদের অভিযোগ, বাংলা ভাষায় কথা বললেই বাংলাদেশি সন্দেহে ধরে নিয়ে যেত পুলিশ। থানা থেকে ছাড়া পেতে মোটা টাকা দিতে হত পুলিশকে। তবে তা সত্ত্বেও তাঁরা পেটের টানে আবারও ফিরতে চান পুরোনো কর্মক্ষেত্রে।

তুফানগঞ্জ থানার অন্তর্গত নাককাটিগাছ, বালাভূত, দেওচড়াই গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তত ২০০ পরিবার এক দশকেরও বেশি সময় ধরে হরিয়ানার গুরুগ্রামে থাকেন। সেখানে টিনের ঝুপড়ি বানিয়ে পরিযায়ী শ্রমিক হিসেবে কাজ করছেন পরিবারের সদস্যরা।

বিজেপি শাসিত রাজ্যে বাঙালি শ্রমিকদের হেনস্তার অভিযোগে তোলপাড় বঙ্গের রাজনীতি। অভিযোগ, যখন-তখন হানা দিয়ে পুলিশ তাঁদের উঠিয়ে নিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশি সন্দেহে। তারপর চলছে মানসিক ও শারীরিক নির্যাতন। পুলিশি ধরপাকড় ও অত্যাচারের আতঙ্কে ঘরে ফিরছেন তুফানগঞ্জের শ্রমিকরা। তিনদিন আগে হরিয়ানার গুরুগ্রাম থেকে বাসভাড়া করে শ্রমিকরা নিজের গ্রামে ফিরলেন। তাঁদের চোখেমুখে এখনও আতঙ্কের ছাপ। কাজ হারানোর যন্ত্রণা। হতাশার অন্ধকার। যেন স্বদেশেই সকলে শরণার্থী।

এই বাসে চেপেই তুফানগঞ্জে ফিরেছেন পরিযায়ীরা।

এখন তাঁরা করবেন কী? বলছেন, বাংলায় কাজ নেই। কাজ মিললেও ভালো মজুরি মেলে না। সেই কারণেই তো গাঁ-গঞ্জ থেকে প্রচুর মানুষ ভিড় জমিয়েছিলেন ভিনরাজ্যে।

ধাধিয়াল গ্রামের শ্রমিক মফিজুল হক বলেন, 'আমরা গুরুগ্রামে একটি বস্তিতে থাকতাম। সেখানে আমার ৩০টি ঝুপড়ি ছিল। বাঙালিদের সেই ঘর ভাড়া দিতাম। আমার স্ত্রী পরিচারিকার কাজ করত। তা দিয়ে মাসে ৪০-৫০ হাজার উপার্জন হত। দিন-দিন পুলিশি অত্যাচার বাড়ায় প্রাণ বাঁচাতে বাড়ি ফিরে এসেছি।' রাজ্য সরকারের কাছে কাজের আবেদন জানিয়েছেন পরিযায়ী শ্রমিকরা।

শ্রমিকদের ঘরে ফেরা নিয়ে শাসক-বিরোধী তর্জা শুরু হয়েছে। বিজেপির জেলা সহ সভাপতি উজ্জ্বলকান্তি বসাক বলেন, 'এনআরসির নোটিশ এলেই সেই বাড়িতে কে আগে পৌঁছাবে, তা নিয়ে তৃণমূল নেতাদের মধ্যে প্রতিযোগিতা চলছে। কিন্তু কাজ দেওয়ার ভয়ে ভিনরাজ্য থেকে ফিরে আসা পরিযায়ী শ্রমিকদের বাড়িতে পা পড়ছে না নেতাদের। তৃণমূল যে শুধুমাত্র বাঙালি ইস্যুতে রাজনীতি করছে, এতেই পরিষ্কার।' উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ বলেন, 'বিষয়টি জানলাম। অবশ্যই শ্রমিকদের খোঁজ নেওয়া হবে। বিজেপির বিরুদ্ধে রাজ্যজুড়ে এ নিয়ে আন্দোলন চলছে, চলবে।'

স্বামীকে খুন

প্রাক্তন স্বামীকে বাড়িতে ডেকে বিষ খাইয়ে খুনের অভিযোগ প্রথম পক্ষের স্ত্রীর বিরুদ্ধে। মুর্শিদাবাদের সাগরপাড়া এলাকার ঘটনা। বিচ্ছেদের পর দ্বিতীয়বার বিয়ে করেন তরুণ।

আত্মহত্যা

শুধু আলু ও ডিম সেদ্ধ দিয়ে ভাত দেওয়ায় রাগের বশে মাকে মোবাইল ছুড়ে মারে ১৭ বছরের তরুণ। পরে অনুতপ্ত হয়ে আত্মহত্যা করে সে। মুর্শিদাবাদের নওদা এলাকার ঘটনায় চাঞ্চল্য।

ফাঁসির সাজা

নিজের মেয়েকে ধর্ষণের পর শ্বাসরোধ করে খুন করে বাবা। ২০২৪ সালে আসানসোলের হীরাপুর থানা এলাকার ঘটনায় অভিযুক্ত বাবাকে ফাঁসির সাজা দিল নিম্ন আদালত। সোমবার তাঁকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়।

ভারী বৃষ্টি

বৃহস্পতি ও শুক্রবার কলকাতা সহ দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায় ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। তারপর থেকে বৃষ্টির পরিমাণ ধীরে ধীরে কমতে পারে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া দপ্তর।

হাতে হাত ধরে লড়...

কলেজ স্ট্রিটে আরজি করে ঘটনার প্রতিবাদে রাখিবন্ধন। ছবি-পিটিআই।

জেলা সফরের ফাঁকে খোঁজ নিচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী

ফের দুর্যোগের ঘনঘটা বাংলাজুড়ে

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ৬ অগাস্ট : ফের দুর্যোগের ঘনঘটা বাংলাজুড়ে। দক্ষিণবঙ্গের পাশাপাশি উত্তরবঙ্গেও ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা। ঘূর্ণাবর্ত ও অক্ষরেখার জোড়া ফলার কারণেই ভারী বৃষ্টি হবে উত্তরবঙ্গে। আগামী রবিবার পর্যন্ত বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টি চলবে উত্তরবঙ্গের অধিকাংশ জেলায়। বৃষ্টিপাতের মধ্যেই ঝাড়গ্রাম সফররত মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্যের এই দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার খোঁজখবর নিয়েছেন। দক্ষিণবঙ্গের বন্যা পরিস্থিতি সরেজমিন ঘুরে দেখেছেন মুখ্যমন্ত্রী। এই সংক্রান্ত ব্যাপারে মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রেখে চলেছেন।

বুধবারের মতো বৃহস্পতিবারও ভারী থেকে অতিভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ারে। সেই সঙ্গে ভারী বৃষ্টির সতর্কতা রয়েছে কোচবিহার ও মালদায়। রবিবার পর্যন্ত এই বৃষ্টি চলবে। এর ফলে উত্তরবঙ্গে একাধিক নদীর জলস্তর বাড়বে। দার্জিলিং সহ কালিম্পংয়ের পার্বত্য এলাকায় ধস নামারও আশঙ্কা রয়েছে।

টানা বৃষ্টিতে বীরভূমের লাভপুরে বন্যা পরিস্থিতি। ছবি : তথাগত চক্রবর্তী।

বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান, বাঁকুড়া, পশ্চিম মেদিনীপুর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনায় ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। সঙ্গে ঘণ্টায় ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার বেগে দমকা ঝোড়ো হাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তবে দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টি হলেও তাপমাত্রা বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। যার ফলে বাড়বে আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি।

আজ ফের দেখা করানোর আশ্বাস শমীকের

শা'র সাক্ষাতে ব্যর্থ অভয়ার বাবা-মা

কলকাতা, ৬ অগাস্ট : বুধবার দিল্লি গেলেও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা'র সঙ্গে দেখা হল না আরজি করের নির্যাতিতার বাবা-মায়ের। সিবিআই তদন্তে তাঁরা অসন্তুষ্ট। এই অভিযোগে আগেই বারবার সরব হয়েছেন তাঁরা। ৯ অগাস্ট আরজি কর কাণ্ডের এক বছর পূর্ণ হতে চলেছে। কিন্তু এখনও বিচার প্রক্রিয়ার টানাপোড়েন চলছেই। এই পরিস্থিতিতে সিবিআইয়ের অধিকর্তা ও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা-র সঙ্গে দেখা করতে দিল্লি যান তাঁরা। তবে জানা গিয়েছে, বিজেপি দফতর থেকে তাঁদের পাঠানো হয় রাজ্যসভার সাংসদ তথা বিজেপি রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যের কাছে। আপাতত তিনি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করিয়ে দেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন।

শনিবার নির্যাতিতার বাবা-মায়ের ডাকে নবান্ন অভিযানের পরিকল্পনা করা হয়েছে। রাজনৈতিক পতাকাবিহীন সকলকে আন্দোলনে হাজির থাকতে আহ্বান জানিয়েছেন তাঁরা। তার আগেই সিবিআইয়ের শীর্ষ কর্তা ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার সিবিআইয়ের অধিকর্তার সঙ্গে তাঁদের দেখা করার কথা রয়েছে। এদিন নির্যাতিতার বাবা দিল্লি থেকে বলেন, 'আজ দেখা হয়নি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে। তবে কাল দেখা হবে বলেই আশা করছি।' এই প্রসঙ্গে শমীক বলেন, 'ওঁরা এসেছেন। সিবিআই এর তদন্ত নিয়ে ওদের কিছু ক্ষোভ রয়েছে। আমি চেষ্টা করছি।'

এদিন দিল্লি যাওয়ার আগেও কলকাতা বিমানবন্দরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মুখ্যমন্ত্রী ও পুলিশ প্রশাসনকে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছেন অভয়ার বাবা-মা। 'নবান্ন অভিযান কোনওভাবেই স্তব্ধ করা যাবে না' বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তাঁরা। ইতিমধ্যে

> আজ দেখা হয়নি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে। তবে কাল দেখা হবে বলেই আশা করছি।
>
> **নির্যাতিতার বাবা**

> ওঁরা এসেছেন। সিবিআইয়ের তদন্ত নিয়ে ওঁদের কিছু ক্ষোভ রয়েছে। আমি চেষ্টা করছি।
>
> **শমীক ভট্টাচার্য**

কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চে নবান্ন অভিযানের বিরোধিতায় জনস্বার্থ মামলা দায়ের করেছেন হাওড়ার এক বাসিন্দা। একক বেঞ্চেও হাওড়ার মঙ্গলা হাটের ব্যবসায়ী সমিতির পক্ষ থেকে মামলা দায়ের হয়েছে।

নবান্ন অভিযানের অনুমতি না মেলায় রাজ্যকে তোপ দেগে নির্যাতিতার বাবা বলেন, 'রাজ্য সরকার ভয় পেয়ে নবান্ন অভিযান আটকাতে নানা পন্থা নিয়েছে। কিন্তু মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলন আটকাতে পারবে না। আমাদের বিশ্বাস, মেয়ের খুন-ধর্ষণের ঘটনায় মুখ্যমন্ত্রীও জড়িত। সেই কারণে এই অভিযান হতে দিতে চাইছেন না। কিন্তু আমরা পিছিয়ে আসব না।' মুখ্যমন্ত্রীকে 'ব্যর্থ' আখ্যা দিয়ে তাঁদের বক্তব্য, 'প্রথম দিন থেকে অন্যায় করে চলেছেন মুখ্যমন্ত্রী। পুলিশ প্রশাসন লোভ দেখিয়ে বিষয়টা ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করেছিল। মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় চূড়ান্ত ব্যর্থ। ওঁকে ১৪ তলা থেকে নামানোর জন্যই নবান্ন অভিযান করা হবে। গোটা প্রশাসনকে তিনি নিজের কাজে ব্যবহার করছেন।' বিচারের দাবি নিয়ে এদিনও সরব হয়ে নির্যাতিতার বাবার মন্তব্য, 'আমার মেয়ে বেঁচে থাকলে এমডিতে গোল্ড মেডেলের স্বপ্নও পূরণ হয়ে যেত। সেটা যাঁরা হতে দেননি তাঁদের শান্তিতে থাকতে দেব না।'

তবে এদিন বিচারপতি সুজয় পালের ডিভিশন বেঞ্চে নবান্ন অভিযানের বিরোধিতায় জনস্বার্থ মামলা দায়ের হয়েছে। বৃহস্পতিবার সেই মামলার শুনানির সম্ভাবনা রয়েছে। আবেদনকারীর অভিযোগ, এই অভিযান হলে রাস্তায় বের হয়ে সমস্যায় পড়তে হয়। পরীক্ষা শুরু হয়েছে। স্কুল ফেরত বাচ্চাদেরও অসুবিধা হয়। একক বেঞ্চেও ব্যবসার ক্ষতির আশঙ্কা করে যে ব্যবসায়ী সমিতি মামলা দায়ের করেছিল, তাদের মামলায় এদিন একক বেঞ্চ হস্তক্ষেপ করেনি। তবে বিচারপতি তীর্থংকর ঘোষের পর্যবেক্ষণ, 'আইন মেনে মিছিল হতেই পারে। সেটা করার অধিকারও রয়েছে। রাজ্য পুলিশ তা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। যেহেতু ডিভিশন বেঞ্চে জনস্বার্থ মামলা হয়েছে তার ফলাফল দেখে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।'

'এসআইআর' নিয়ে প্রচার, বঙ্গে পদ্মকে নির্দেশ

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ৬ অগাস্ট : রাজ্যে আসন্ন ভোটার তালিকার বিশেষ সংশোধনে বঙ্গ বিজেপিকে প্রস্তুত থাকার নির্দেশ দিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা। একই সঙ্গে বাংলা-বাঙালি ইস্যুতে তৃণমূলের প্রচারে যাতে মানুষ বিভ্রান্ত না হন, তার জন্য এই ব্যাপারে বিজেপির অবস্থান তৃণমূলস্তরে মানুষের কাছে তুলে ধরতে দলীয় সংগঠনকে নির্দেশ দিয়েছেন তিনি।

সম্প্রতি দিল্লিতে রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য, সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক বিএল সন্তোষ, সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা, রাজ্যের দায়িত্বপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় সম্পাদক সুনীল বনসল সহ শীর্ষ নেতৃত্বের সঙ্গে বৈঠক করেন অমিত শা। বৈঠকে রাজ্যের সাম্প্রতিক রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও '২৬-এর নির্বাচনের লক্ষ্যে দলের রণনীতি নিয়ে আলোচনা হয়। চলতি বছরের নভেম্বরে বিহারে ভোট। সেই বিধানসভা ভোটের আগে বিহারের ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআরে ৬৫ লক্ষ নাম বাদ পড়েছে।

আগামী বছরের শুরুতে পশ্চিমবঙ্গ সহ ৪টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল গোয়ায় নির্বাচন। তার আগে সারা দেশে ভোটার তালিকার এই বিশেষ নিবিড় সংশোধনে বিজেপির চক্রান্ত দেখছে বিরোধীরা। বাংলায় ইতিমধ্যেই ভোটার তালিকা সংশোধনকে চ্যালেঞ্জ করে কমিশনকে হুংকার দিয়েছেন তৃণমূল সুপ্রিমো তথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কমিশনকে আক্রমণ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, ভোটার তালিকা সংশোধনের নামে কমিশনকে দিয়ে এনআরসি করাচ্ছে বিজেপি।

তৃণমূল এসআইআর-কে কটাক্ষ করে বলেছে এটা আসলে সাইলেন্ট ইনটেনসিভ রিগিং বা নীরব নিবিড় ভোট সন্ত্রাস। রাজ্যে এসআইআর শুরু হলে তৃণমূল আরও বেশি আক্রমণাত্মক হবে। এটা ধরে নিয়ে যে কোনও মূল্যেই ভোটার তালিকাকে ত্রুটিমুক্ত করার কাজে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। সেই লক্ষ্যে এসআইআর নিয়ে দলের কর্মীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া ও বিএলএ হিসেবে যথেষ্ট সংখ্যায় বুথে বুথে উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হবে। বৈঠকে এমনটাই নির্দেশ দিয়েছেন অমিত শা।

ভিনরাজ্যে বাংলায় কথা বলার জন্য হেনস্তার শিকার হতে হচ্ছে বাঙালিদের। এই অভিযোগকে সামনে রেখে বিজেপিকে বাংলা ও বাঙালি বিদ্বেষী বলে প্রচার শুরু করেছে তৃণমূল। ভাষা আন্দোলনের নামে ২৭ জুলাই থেকে জেলায় জেলায় পথে নেমেছে তৃণমূল। দিল্লিতে সংসদেও সরব তারা। এই আবহে দমে না গিয়ে রাজ্যের মানুষের কাছে বিজেপির অবস্থান স্পষ্ট করতে হবে। মানুষকে বোঝাতে হবে, বিজেপি অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে। বাংলা ভাষা ও বাঙালির বিরুদ্ধে নয়। বলেছেন অমিত শা।

বৈঠকের পর রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য বলেছেন, তৃণমূলে বাংলা ভাষা রক্ষার আন্দোলন ও বাংলা-বাঙালি নাটকে বিজেপি চিন্তিত নয়। শমীকের কথায়, 'বাংলায় কথা বললেই বাঙালি হয় না। বাংলাদেশিরাও বাংলাতেই কথা বলেন। তার মানেই বাংলাদেশিদের এরাজ্যে নিয়ে এসে মুক্তাঞ্চল তৈরি করা যাবে না। এটা কোনও ধর্মশালা নয়। তৃণমূলের পশ্চিমবঙ্গকে পশ্চিম বাংলাদেশ বানানোর চক্রান্ত আমরা সফল হতে দেব না।' এর বাইরে আরজি কর সহ রাজ্যের নারী নির্যাতনের মতো ইস্যুকে নিয়ে গণ আন্দোলনের ঝাঁঝ বাড়াতে পরামর্শ দিয়েছেন অমিত শা।

উচ্চশিক্ষা দপ্তরের প্রধান সচিবকে তলব হাইকোর্টের

কলকাতা, ৬ অগাস্ট : রাজ্য স্বাস্থ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত জয়েন্ট এনট্রান্স টেস্ট ফর মেডিকেল অ্যালায়েড সায়েন্স বা প্যারামেডিকেল কোর্সে কাউন্সেলিং প্রক্রিয়া আটকে থাকায় উচ্চশিক্ষা দপ্তরের প্রধান সচিবকে (প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি) তলব করল কলকাতা হাইকোর্ট। বৃহস্পতিবার আদালতে

ভার্চুয়ালি হাজিরা দিয়ে তাঁকে জানাতে হবে কেন এই প্রক্রিয়া থমকে রয়েছে। ওবিসি সার্টিফিকেট জটে পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ হওয়ার পরেও কাউন্সেলিং না হওয়ায় হাইকোর্টের প্রশ্নের মুখে পড়েছিল জয়েন্ট এনট্রান্স বোর্ড ও রাজ্য।

ওবিসি মামলায় ডিভিশন বেঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী ৭ শতাংশ সংরক্ষণ নীতি মেনে ভর্তি প্রক্রিয়ায় নির্দেশ দিয়েছিলেন বিচারপতি কৌশিক চন্দ। অথচ বাতিল হয়ে যাওয়া ওবিসি শংসাপত্র দিয়েই ভর্তি প্রক্রিয়া চলছিল। এই নিয়ে বুধবার বিচারপতি কৌশিক চন্দ উচ্চশিক্ষা দপ্তরের সচিবকে ভার্চুয়ালি হাজির থাকতে বলেছেন। তাঁর পর্যবেক্ষণ, 'আদালতকে বাতিল হওয়া ওবিসি শংসাপত্র নিয়ে পড়ুয়াদের ভর্তির হওয়ার বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য দিতে হবে সচিবকে।' তিনি নির্দেশ দেন, আদালতের নির্দেশ ছাড়া এখনই কাউন্সেলিং বা ভর্তি করতে পারবে না দপ্তর।

আবেদনকারীদের তরফে আইনজীবী রঘুনাথ চক্রবর্তী অভিযোগ করেন, আদালতের নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও বাতিল হওয়া ওবিসি শংসাপত্রের মাধ্যমে বিভিন্ন কোর্সে ভর্তি প্রক্রিয়া চলছে। যা শুনে ক্ষোভপ্রকাশ করেন বিচারপতি। তিনি বলেন, 'আদালতের নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও তা রাজ্য পালন করছে না। কার নির্দেশে এই ভর্তির প্রক্রিয়া চলছে। বিষয়টি উদ্বেগজনক।' কিন্তু রাজ্যের যুক্তি, ওবিসি সংরক্ষণ নিয়ে একাধিক মামলা দায়ের হয়েছে। সেই জটিলতায় কাউন্সেলিং বা ভর্তি প্রক্রিয়া করা যায়নি। তবে বিচারপতি এখনই স্বতঃপ্রণোদিত আদালত অবমাননার মামলা দায়ের না করলেও পরবর্তীতে রুল জারি করার সিদ্ধান্ত নেবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন।

ঝাড়গ্রামে ভাষা আন্দোলনের মিছিলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ছবি-পিটিআই।

জঙ্গলমহলেও ভাষা আন্দোলন মমতার

কলকাতা ও ঝাড়গ্রাম, ৬ অগাস্ট : ভোটার তালিকার পাশাপাশি বাংলা ও বাঙালি ইস্যুতে বুধবারও ফের বিজেপিকে এক হাত নিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। যদিও মুখ্যমন্ত্রীর বিদ্যাসাগরকে সম্মান জানানোর ধরন নিয়ে এদিন তাঁকে কটাক্ষ করেছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর পালটা দাবি, মুখ্যমন্ত্রী বাংলা ও বাঙালিকে অপমান করছেন।

২১ জুলাইয়ের ধর্মতলা সভা থেকে বাংলা ভাষা ও বাঙালিদের বিরুদ্ধে বিজেপির বিদ্বেষমূলক আচরণ রাজ্যের মানুষের কাছে তুলে ধরতে জেলায় জেলায় প্রচার শুরু করার নির্দেশ দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। তৃণমূলের এই 'ভাষা আন্দোলন'-এর কর্মসূচিতেই এদিন ঝাড়গ্রামে সভা

মনীষী স্মরণ

করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর দু'দিনের জঙ্গলমহল সফরের প্রথম দিনে ঝাড়গ্রাম শহরে পদযাত্রা করার পর শহরের পাঁচ মাথার মোড়ে পথসভায় বক্তব্য রাখেন তিনি। সেখানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বিভিন্ন রাজ্যে বাংলা ভাষায় কথা বললে বাংলাভাষীদের ওপর আক্রমণ করা হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, 'বাংলার মানুষ তো বাংলায় কথা বলবে সে যেখানেই থাকুক। নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু, স্বামী বিবেকানন্দ, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এরা তো সবাই বাংলা ভাষাতেই কথা বলতেন। দেশের জাতীয় সংগীত জন-গণ-মন অধিনায়ক বাংলা ভাষাতেই লেখা। সেই বাংলা ভাষার ওপর আক্রমণ করছে বিজেপি।' ইতিমধ্যেই ভিনরাজ্যে বাংলায় কথা বলার জন্য হেনস্তার শিকার হয়েছেন বাঙালিরা। অসম থেকে এনআরসির নোটিশ পাঠানো হয়েছে এরাজ্যের বাসিন্দাদের। তার তীব্র প্রতিবাদ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী নিজেও। এদিন সেই প্রসঙ্গে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা-র উদ্দেশে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'ছি ছি বাংলাভাষীদের বাংলাদেশি এবং রোহিঙ্গা বলে দেগে দিয়ে দেশ থেকে তাড়ানোর চেষ্টা করছে বিজেপি। এভাবে বাংলার মানুষকে দেশের বাইরে পাঠানোর ষড়যন্ত্র চলছে।'

শ্রদ্ধা জানাতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী নিজের গলার উত্তরীয় খুলে বিদ্যাসাগরের মূর্তির গলায় পরিয়ে দেন। তা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে কটাক্ষ করে বিরোধী দলনেতা বলেছেন, 'বিজেপি নয়, আপনিই বিদ্যাসাগরকে অপমান করে বাঙালি জাতি ও বাংলা ভাষার অপমান করলেন।' এর জন্য নিঃশর্তে মুখ্যমন্ত্রীর ক্ষমা চাওয়া উচিত বলেও দাবি করে শুভেন্দু বলেন, 'আপনার উত্তরীয় বা মালা কেনার টাকা না থাকে তো শুধু প্রণামই করতে পারতেন।'

বিজেপির ৩০ জেলা সভাপতি নতুন মুখ

কলকাতা, ৬ অগাস্ট : অবশেষে চার জেলার জেলা সভাপতি নির্বাচনের জট কাটল বিজেপির। বুধবার দার্জিলিং, ব্যারাকপুর, বনগাঁ ও ঘাটালের নব নির্বাচিত জেলা সভাপতিদের নামের তালিকা আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করেছে রাজ্য বিজেপি। দার্জিলিংয়ের নতুন জেলা সভাপতি হয়েছেন সঞ্জীব তামাং, ব্যারাকপুরে

তাপস ঘোষ, বনগাঁয় বিকাশ ঘোষ ও ঘাটালের জেলা সভাপতি হলেন তন্ময় দাস।

এর ফলে বিজেপি ৪৩টি সাংগঠনিক জেলার জেলা সভাপতি নির্বাচন সম্পূর্ণ হল। রাজ্য সভাপতি নির্বাচনের আগেই জেলা সভাপতি নির্বাচন শুরু হয়েছিল। কিন্তু জেলা কমিটির কোন্দলের জেরে এই চার জেলায় জেলা সভাপতি নির্বাচন স্থগিত রাখতে হয় বিজেপিকে। রাজ্য সভাপতি হিসেবে শমীক ভট্টাচার্য নির্বাচিত হওয়ার পর সেই জট কাটল। বিজেপির ৪৩ জন জেলা সভাপতির মধ্যে ৩০ জনই নতুন মুখ। সেদিক থেকে শমীকের নেতৃত্বে রাজ্য বিজেপির জেলা সংগঠনে বড়সড়ো পরিবর্তনই হল বলে মনে করছে বিজেপির একাংশ।

স্বস্তি মিঠুনের

কলকাতা, ৬ অগাস্ট : প্রতারণা মামলায় কলকাতা হাইকোর্টে স্বস্তি পেলেন অভিনেতা মিঠুন চক্রবর্তী। ১০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত তাঁর বিরুদ্ধে কোনও কড়া পদক্ষেপ করা যাবে না বলে নির্দেশ দিলেন বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত। তাঁর বিরুদ্ধে আর্থিক প্রতারণা ও প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের অভিযোগ তুলেছেন তাঁর প্রাক্তন সচিব ও সচিবের স্ত্রী। এই অভিযোগে চিৎপুর থানায় এফআইআর দায়ের করেছিলেন তাঁরা। সেটি খারিজের দাবিতে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন বিজেপি নেতা তথা অভিনেতা মিঠুন।

জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনে টাকা বন্ধের অভিযোগ

কলকাতা, ৬ অগাস্ট : জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের টাকা ফের বন্ধ করার অভিযোগ উঠল কেন্দ্রের বিরুদ্ধে। এই কর্মসূচিতে চলতি অর্থবর্ষের প্রথম তিন মাস টাকা দেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ রাজ্যের। এর আগেও নাম বিতর্কে ২ বছর টাকা বন্ধ রাখার অভিযোগ উঠেছিল। এবার জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের টাকা বন্ধ রাখা নিয়েও অভিযোগ আনা হয়েছে। ফলে কর্মসূচি চালিয়ে যাওয়ার জন্য ঋণ নেওয়ার পথে হাঁটতে চলেছে স্বাস্থ্য দপ্তর। এই কর্মসূচিতে কেন্দ্র ৬০ শতাংশ ও রাজ্য ৪০ শতাংশ টাকা দেয়। কিন্তু চলতি অর্থবর্ষের প্রথম তিন মাস পর্যন্ত টাকা দেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ। এই নিয়ে কেন্দ্রের স্বাস্থ্যমন্ত্রককে চিঠিও দিয়েছে রাজ্য সরকার। অভিযোগ করা হয়েছে, লিখিতভাবে টাকা দেওয়ার কথা বলা হলেও তা দেওয়া হয়নি। যদিও সেই চিঠির কোনও উত্তর দেয়নি স্বাস্থ্যমন্ত্রক।

জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের অধীনে আশা কর্মীদের বেতন, স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলির পরিকাঠামো ও পরিষেবার মানোন্নয়ন, প্রসূতি মায়েদের জন্য অ্যাম্বুল্যান্স, নবজাতকের পরিচর্যা সহ একাধিক কাজ করা হয়। ফলে এই টাকা কেন্দ্র না পাঠানোয় সমস্যায় পড়েছে রাজ্য। তিনবার স্বাস্থ্যমন্ত্রকের কাছে চিঠি পাঠানো হয়েছে। কিন্তু কোনও সদুত্তর দেওয়া হয়নি। রাজ্যের যুক্তি, কেন্দ্রের সমস্ত শর্ত মেনে নেওয়া হয়েছিল। প্রায় ৩০০ কোটি টাকা দেওয়ার কথা ছিল। এখন কেন্দ্রের তরফে টাকা না পাওয়ায় ঋণ নিতে হবে স্বাস্থ্য দপ্তরকে। এই প্রকল্পে প্রতিবছর ২০০০ কোটি টাকা খরচ হয়। সেখানে ৬০ শতাংশ কেন্দ্রের দেওয়ার কথা। প্রকল্পের নাম নিয়ে আগেই রাজ্য ও কেন্দ্রের সংঘাতের আবহ তৈরি হয়েছিল। কেন্দ্রের সুপারিশ মেনে রাজ্যের হেল্থ অ্যান্ড ওয়েলনেস সেন্টারগুলিকে আয়ুষ্মান আরোগ্য কেন্দ্র নামে রূপান্তরিত করতে বলা হয়েছিল। তা নিয়ে রাজ্যের আপত্তি থাকলেও পরবর্তীতে নামের গেরো কাটে। রাজ্য কেন্দ্রের শর্ত মেনে নেয়। তারপরই জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের অধিকর্তা ও কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রকের অতিরিক্ত সচিবের তরফে রাজ্যের স্বাস্থ্যসচিবকে অর্থ বরাদ্দের কথা জানানো হয়। সেই অনুযায়ী গত অর্থবর্ষে শেষ তিন মাসের টাকা পেয়েছিল রাজ্য। এখন ফের সমস্যায় পড়েছে রাজ্য সরকার।

বাংলা ছবি বাঁচাতে একজোট

কলকাতা, ৬ অগাস্ট : সামনেই মুক্তি পাবে 'ধূমকেতু'। সেই নিয়ে চর্চা যখন তুঙ্গে, তখনই বাংলা সিনেমাকে বাঁচিয়ে রাখার আর্তি জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে চিঠি লিখলেন দেব, প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়, সৃজিত মুখোপাধ্যায়, কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীকান্ত মেহতা ও নিসপাল সিংহ রানে সহ টলিউডের প্রথম সারির পরিচালক, প্রযোজক ও অভিনেতারা। বছর বছর ধরে তারকাখচিত হিন্দি ছবি মুক্তির আগে রাজ্যের প্রেক্ষাগৃহ মালিকদের কাছে শর্ত রাখা হয়, বাংলা ছবির সঙ্গে বলিউডের ছবির কোনও শো-ই ভাগ করা যাবে না। সিঙ্গল স্ক্রিনে ৪টি শো-ই দিতে হবে হিন্দি ছবিকে। এর আগে মুখ্যমন্ত্রী বাংলা ও হিন্দি ছবিকে সমান সংখ্যক প্রেক্ষাগৃহ ও শো বরাদ্দের নির্দেশ দেওয়ার পরও তা খুব একটা কার্যকর হতে দেখা যায়নি। মমতাকে টলিপাড়ার পাঠানো চিঠির ভিত্তিতে মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস বৃহস্পতিবার নন্দনে তড়িঘড়ি বৈঠক ডেকেছেন।

বাংলা ও বাঙালি হেনস্তার আবহে সম্প্রতি প্রসেনজিৎকেও সুর চড়াতে দেখা গিয়েছে বাঙালি আবেগকে রক্ষার ইস্যুতে। এরই মধ্যে দেব-শুভশ্রী অভিনীত 'ধূমকেতু' ও হৃত্বিক রোশন অভিনীত 'ওয়ার-২' নিয়ে একেবারে ঠান্ডা লড়াই শুরু হয়েছে। ১৪ অগাস্ট মুক্তি পাবে ধূমকেতু। ১৫ অগাস্ট মুক্তি পাবে ওয়ার-২। মুক্তি পাওয়ার আগে বলিউডের ছবির পরিবেশকদের তরফ থেকে রাজ্যের পরিবেশকদের ফের শর্ত দেওয়া হয়েছে, বাংলা ছবির সঙ্গে হিন্দি ছবি প্রেক্ষাগৃহ ভাগ করবে না। 'ধূমকেতু'র প্রযোজক রানা সরকারের দুশ্চিন্তা, তাঁর ছবিকে প্রাইম টাইম দেওয়া সম্ভব হবে না।

দেব-শুভশ্রী জুটি ফের আশা জাগাচ্ছে টলিপাড়ায়।

বাংলায় হিন্দি আগ্রাসন নিয়ে আসন্ন নির্বাচনের আবহে ইতিমধ্যেই সরব রাজনীতিবিদ থেকে শুরু করে সমাজকর্মীরাও। হিন্দি ছবির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বেশিরভাগ সময়ই বাংলা ছবি সেভাবে জায়গা করতে পারে না। 'লক্ষ্মী ছেলে', 'পাসওয়ার্ড' ও 'গুডবাই মাউন্টেন'-এর মতো ছবি এর উদাহরণ। টলিউডের পরিচালকদের মত, আগামী ১৫ বছর বাংলা ছবির ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত করতেই তৃণমূল সুপ্রিমোকে চিঠি দেওয়া হয়েছে। অরূপ বিশ্বাসের বৈঠক থেকে ইতিবাচক ফলের আশাও করছেন তিনি।

বাড়ি ফিরে এলেও আতঙ্কে পরিযায়ী

কলকাতা, ৬ অগাস্ট : আটদিন মহারাষ্ট্রে কাটিয়ে অবশেষে রাজ্যে ফিরলেন বাংলার পরিযায়ী শ্রমিক বাবাই সর্দার। তৃণমূলের প্রতিনিধিদলের তত্ত্বাবধানে বিষ্ণুপুরের বাড়িতে ফেরার পরেও আতঙ্ক কাটছে না তাঁর। তিনি বলেন, 'মহারাষ্ট্র পুলিশ আমাকে খুব মেরেছে। অনেক কষ্টে ক্যাম্প থেকে ছাড়া পেয়েছি। আর বাইরে যাব না, বরং বাংলাতেই থাকব।' নাগপুরের ডিটেনশন ক্যাম্পে আটকে রাখার খবর রবিবার নিজেই পরিবারকে ফোন করে জানিয়েছিলেন বাবাই। জন্ম শংসাপত্র, মাধ্যমিকের অ্যাডমিট কার্ড সহ অন্যান্য নথি পাওয়ার পরেই ক্যাম্প থেকে ছাড়া হয় তাঁকে।

তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে মন্ত্রী দিলীপ মণ্ডলের তত্ত্বাবধানে চারজনের প্রতিনিধিদল ও বিষ্ণুপুর থানার পুলিশ আধিকারিকরা কলকাতায় ফিরিয়ে এনেছেন বাবাইকে। ছেলেকে সামনে পেয়ে আপ্লুত পরিবার। তবে পরিবারের দাবি, নাগপুর থেকে নিজের জীবিকা ছেড়ে ফিরতে চাইছিলেন না দিলীপ। আত্মীয়স্বজনের অনুরোধে বাড়ি অবশেষে ফিরলেন। মঙ্গলবার কলকাতা বিমানবন্দর থেকে বিষ্ণুপুরের জন্য রওনা দেন তিনি। বাবাইয়ের মা রীতা দেবী জানিয়েছেন, 'ছেলে জানিয়েছিল, কাজ করে কোম্পানি থেকে টাকাপয়সা নিয়ে তবেই বাড়ি ফিরবে। তবে আমরা বুঝিয়েছিলাম, ওখানে থাকা ওর পক্ষে নিরাপদ নয়। শেষপর্যন্ত ওকে ফিরতে দেখে খুব ভালো লাগছে।' ফিরে আসার পরেও মহারাষ্ট্রের স্মৃতি ভুলতে পারছেন না বাবাই। তাঁর দাবি, ক্যাম্পে থাকাকালীন ঠিকমতো খেতে দেওয়া হয়নি। এমনকি বাংলাদেশে পুশব্যাক করা হবে বলে বারবার ভয় দেখানো হয়েছে। বেধড়ক মারধরও চলত বলে অভিযোগ।

মঙ্গলবারই পরিযায়ী শ্রমিকদের বাংলায় ফিরতে আহ্বান জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। সেই সুর বজায় রেখেই মন্ত্রী দিলীপ মণ্ডল বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী ও অভিষেক সবরকমভাবে চেষ্টা চালিয়েছিলেন বাবাইকে ফিরিয়ে আনতে। তাঁদের অফিস থেকে এই বিষয়ে সারাদিন আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা হত। জনপ্রতিনিধি হিসেবে আমরা সবাই দায়িত্ব পালন করেছি।'

■ ৪৬ বর্ষ ■ ৮১ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ২১ শ্রাবণ ১৪৩২

অস্থিরতার এক বছর

বাংলাদেশে ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থান, শেখ হাসিনার ক্ষমতাচ্যুতি ও দেশত্যাগের এক বছর পার হয়ে গেল। আওয়ামী লিগ সভানেত্রী এখনও ভারতের নিরাপদ আশ্রয়ে। তাঁর দলের শীর্ষস্থানীয় বহু নেতা হয় ঘরছাড়া নয়তো জেলবন্দি। বাংলাদেশের এখনকার অন্তর্বর্তী সরকারকে অবৈধ ও ফ্যাসিবাদী বলে লাগাতার সমালোচনা করে চলেছেন হাসিনা। তবে তিনি অন্তরালে থেকে যতই দলীয় কর্মী, সমর্থকদের চাঙ্গা করার চেষ্টা করুন, একমাত্র গোপালগঞ্জ ছাড়া সেই অর্থে ইউনূস সরকারের বিরুদ্ধে গর্জে ওঠার সাহস গত এক বছরে বাংলাদেশের আর কোনও প্রান্তে আওয়ামী লিগ নেতা-কর্মীরা দেখাতে পারেননি।

ইউনূস সরকারকে উৎখাত করার ডাক হাসিনা বারবার দিয়ে চলেছেন। তাতে দেশবাসী কতটা সাড়া দিতে তৈরি, তা নিয়ে এখনও যথেষ্ট সংশয় রয়েছে। উলটোদিকে, সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূস জুলাই অভ্যুত্থানের বর্ষপূর্তিতে দেশবাসীকে আশ্বাস দিয়েছেন, আগামী ফেব্রুয়ারিতেই দেশে সাধারণ নির্বাচন হবে। এই আশ্বাস অবশ্য তিনি গত এক বছর ধরে দিয়ে যাচ্ছেন।

দ্রুত নির্বাচন চেয়ে সরকারের ওপর লাগাতার চাপ দিচ্ছে বিএনপিও। ইউনূস সরকারের কথায় ও কাজে এত ফারাক যে, দ্রুত নির্বাচনের আশ্বাসে ভরসা রাখা কঠিন। যে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনকে সামনে রেখে হাসিনাকে উৎখাতের লড়াই শুরু হয়েছিল, সেই আন্দোলনের পরিণতি চোখের সামনে রয়েছে। এক বছরের ইউনূস জমানায় বৈষম্য আদৌ দূর হয়েছে কি না, সেটাই বড় প্রশ্ন।

বাংলাদেশে এখন মবক্রাসি বা ভিড়তন্ত্র ক্রমশ শক্ত হচ্ছে। একদল উন্মাদ, রক্তলোলুপ শ্রেণির জন্ম হয়েছে। জামাত ও কট্টরপন্থী ইসলামিক মৌলবাদী শক্তিগুলির আস্ফালন বাড়ছে। বাংলাদেশজুড়ে চলছে নৈরাজ্য। অন্তর্বর্তী সরকার কখনও কোনও নির্বাচিত সরকারের বিকল্প হয় না। অন্তর্বর্তী সরকারের হাত-পা বাঁধা থাকে। সীমাবদ্ধতাও থাকে। বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূস বাস্তবে প্রভাবশালী গোষ্ঠীর হাতের পুতুল।

তাঁকে সামনে রেখেই পালাবদলের বাংলাদেশে ভোল বদল চলছে, তাই সবকিছুর দায় নিঃসন্দেহে তাঁর। নতুন বাংলাদেশ গঠনের স্বপ্ন দেখিয়ে তিনি অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা হয়েছিলেন। এক বছর পর যে জুলাই ঘোষণাপত্র তিনি পাঠ করেছেন, তাতে বদলে যাওয়া বাংলাদেশের অনেক লক্ষ্যের কথা আছে। যদিও নতুন বাংলাদেশে গত এক বছর ধরে লাগাতার হত্যা, খুন, ডাকাতির মতো একাধিক গুরুতর অপরাধ সংগঠিত হয়েই চলেছে। প্রতিবাদ করলেই রাজরোষে পড়তে হচ্ছে। শিক্ষক, অধ্যাপক, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী, সংস্কৃতিকর্মী- কেউই বাদ যাচ্ছেন না।

আওয়ামী লিগ করা বা সমর্থক হওয়ার কারণে বহু মানুষের জান-মাল লুট হয়েছে। গত এক বছরে বাংলাদেশে সংখ্যালঘু হিন্দু সমাজকে বেছে বেছে নিশানা করা হয়েছে। মুখে ভারতের সঙ্গে সদ্ভাব বজায় রাখার কথা বললেও ইউনূস জমানায় ভারতবিদ্বেষ চরম রূপ ধারণ করেছে বাংলাদেশে। পাকিস্তানি সেনা বুটের নীচে বাঙালি জাতিকে পিষে মারতে চেয়েছিল ১৯৭১ সালে। সেই পাকিস্তানের সঙ্গে ইউনূস সরকার এখন ভাব জমিয়েছে।

এই বন্ধুত্ব ভারতের নিরাপত্তার ক্ষেত্রে অন্যতম প্রধান চ্যালেঞ্জে পরিণত হয়েছে এখন। ইউনূস সরকারের আমলে বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে ভুলতে বসেছে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ধানমণ্ডির বাড়ি একদল উন্মাদের হাতে ধূলিসাৎ হয়েছে। যে ইন্দিরা গান্ধি বাংলাদেশকে স্বাধীনতা এনে দিয়েছিলেন, সেই মানুষটির নামাঙ্কিত লাইব্রেরিতে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। উন্মাদের দলের হাত থেকে রেহাই পায়নি বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্মৃতিবিজড়িত কাছারি বাড়ি কিংবা উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর পৈতৃক নিবাস।

বাংলাদেশে সাধারণ নির্বাচন হোক না হোক, পদ্মাপারে অস্থিরতা যেভাবে বাড়ছে, তা উদ্বেগজনক। ভারতের পক্ষেও। বাংলাদেশের সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষের জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে। ছাত্র-জনতার আন্দোলনের নামে ও মুহাম্মদ ইউনূস সরকারের অক্ষমতায় বাংলাদেশকে ক্রমশ পিছিয়ে দেওয়ার কাজ চলছে। ভারতের পূর্বপ্রান্তের প্রতিবেশী রাষ্ট্রের এই বিপজ্জনক পটপরিবর্তন নতুন অশনিসংকেত হয়ে উঠেছে।

অমৃতধারা

যতক্ষণ বাসনা, ততক্ষণই ভাবনা। এই ভাবনাই হল তোমার দুঃখের কারণ। আমার ধর্ম ঠিক আর অপরের ধর্ম ভুল এ মত ভালো না বাবা। সবাই ভিন্ন ভিন্ন রাস্তা দিয়ে তো একজনের কাছেই যাবেন। তাই যে নামেই তাকে ডাকো না কেন মনপ্রাণ দিয়ে ডাকো। শান্তি পেতে মনের ময়লা ধুয়ে ফেলতে হবে। মনে যতক্ষণ কাম, ক্রোধ, লোভের বাস সেখানেই সর্বনাশ। মনের যেমন বন্ধন আছে তেমন মনের মুক্তিও আছে। সংসারে হয় তুমি ঈশ্বর প্রেমে নিজের চেতনাকে মুক্ত করবে, নয় বন্ধনে বন্দি হবে। তোমার মনকে ভেদাভেদ শূন্য করতে শেখ, তবেই তুমিও যে কোনও কাজের মধ্যেই ভক্তিরস খুঁজে পাবে।

- শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংস

অগাস্ট বিপ্লবের শিক্ষা ও আন্দোলন

আন্দোলন আগুন জ্বালায় না। বরং আগুন জ্বালানো হলে সেই আন্দোলন পথভ্রষ্ট হয়। এটাই গান্ধিজির শিক্ষা।

দেবপ্রসাদ রায়

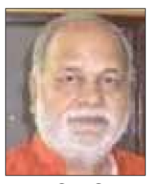

নজির।। ভারতের আন্দোলন ইতিহাসের অন্যতম উজ্জ্বল অধ্যায়।

ছয়ের দশকের শেষদিকে আমরা স্লোগান দিতাম, 'জ্বালো, জ্বালো, আগুন জ্বালো/ '৪২-এর আগুন জ্বালো।' আমরা কি সেই সময় নিজেদের অজ্ঞাতসারে মেনে নিয়েছিলাম 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন ছিল না, বিপ্লব ছিল? আন্দোলন তো আগুন জ্বালায় না। বরং জ্বালানো হলে সে আন্দোলন পথভ্রষ্ট হয়। যে কারণে ১৯২২ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি উত্তরপ্রদেশের চৌরিচৌরা থানায় অগ্নিসংযোগের পর গান্ধিজি তৎক্ষণাৎ দেশব্যাপী গড়ে ওঠা অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহার করে নিয়েছিলেন।

তাঁর মনে হয়েছিল, অহিংস আন্দোলনকে এগিয়ে নিতে যে সংযম, তিতিক্ষা ও আত্মনিপীড়ন প্রয়োজন, দেশের জনগণ তখনও তাতে দীক্ষিত হয়ে ওঠেনি। অথচ '৪২-এর আন্দোলনের অপরিহার্য অঙ্গ হয়ে উঠেছিল থানায় অগ্নিসংযোগ। গান্ধিজি সেই আন্দোলন প্রত্যাহার করেননি। কারণ সেবার হিংসা-অহিংসার দ্বন্দ্ব ছিল না। বরং বার্তা ছিল দ্বিধাহীনভাবে সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ো। 'ডু অর ডাই।'

জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের দিক থেকে 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন এক নজির। দেশের চারটি প্রান্তে চারটি সমান্তরাল সরকার গড়ে উঠেছিল কোনও কেন্দ্রীয় নির্দেশ ছাড়াই। তাদের ভেতর পারস্পরিক সহযোগিতা বা সংযোগের অবকাশও ছিল না। হয়নি। অর্থাৎ জাতি ও বর্ণের বিভাজন কোনও বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি। তাই সেটা ছিল এক স্বতঃস্ফূর্ত বিপ্লব।

সরকারি পরিসংখ্যান অনুযায়ী ১০২৮ জন নিহত (নেহরুর মতে ৪০০০), ৩২৭৫ জন আহত এবং ১৯৪৩ সাল পর্যন্ত গ্রেপ্তারের সংখ্যা ১,৫০,০০০ ছাড়িয়ে গিয়েছিল। অপরদিকে, জনরোষে ৬৩ জন সরকারি আধিকারিক নিহত, ২০০০ জন আহত হন এবং ২০০ জন দায়িত্ব ছেড়ে পালিয়ে যান। এই পটভূমিকায় '৪২-এর 'ভারত ছাড়ো'কে আন্দোলন নয়, বিপ্লব বলাই যুক্তিসংগত।

এই বিপ্লব এতটাই সর্বব্যাপী ছিল যে, গোটা কংগ্রেস নেতৃত্ব কারারুদ্ধ থাকলেও স্বল্প সময়ের মধ্যে দেশের বিভিন্ন এলাকায় চারটি সমান্তরাল সরকার গড়ে ওঠে। সরকারের উন্মত্ত দমন নীতি ক্রমশ জনগণকে বিদ্রোহের দিকে ঠেলে দেয়। অবশেষে জনগণের চাপে কংগ্রেস গণবিদ্রোহের নেতৃত্ব গ্রহণ করে। যদিও সে বছরের ১৪ জুলাই দলের গৃহীত প্রস্তাবে ৮ অগাস্টের বার্তা স্পষ্ট ছিল। কিন্তু কংগ্রেস নেতৃত্বের সকলে এই চূড়ান্ত লড়াইয়ের জন্য সম্মত ছিলেন না। অনেকে ভাবছিলেন, ক্রিপস মিশনের সঙ্গে আরেকটু আলোচনা চালালে হয়তো সমাধানসূত্র বেরিয়ে আসতেও পারে।

কিন্তু গান্ধিজি ছিলেন অনড়। ৯ অগাস্টের ঠিক আগে 'সেভেন ডেজ উইথ গান্ধি'র লেখক লুইস ফিশারকে গান্ধি বলেছিলেন, 'আমি জানি, এবারের লড়াই পরিণতিতে না আসা পর্যন্ত থামবে না। কারণ, দেশের মানুষ আজ যে কোনও মূল্যে স্বাধীনতা চাইছে।' ৮ অগাস্ট যখন নেতারা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে আলোচনায় ব্যস্ত, বাইরে তখন বিশাল জনতার উদ্দেশে গান্ধি স্বভাবসিদ্ধ শান্ত বক্তৃতায় বললেন, 'স্বাধীনতার চেয়ে কম কিছুতেই চলবে না। আমি আপনাদের ছোট্ট মন্ত্র দেব.... হয় আমরা ভারত স্বাধীন করব, না হয় তার চেষ্টা করতে গিয়ে মরব।'

এরপর সূর্যোদয়ের আগেই গান্ধি গ্রেপ্তার হন। উল্লেখ করার মতো কোনও নেতাকেই ব্রিটিশ বাইরে রাখেনি। কিন্তু বাঁধভাঙা জলের মতো আন্দোলন দুর্বার গতিতে এগিয়েছিল। তমলুক, সাতারা, বালিয়া কিংবা তালচের- কোথাও কেউ কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের নির্দেশের অপেক্ষা করেনি। তবুও সংগ্রাম একেবারে লাগামহীন ছিল না। এদেশ জানতে পারেনি, কারা সেই চার সহস্র অখ্যাত, অজ্ঞাত বীর, যাঁরা দু'বছর ধরে বিদ্রোহে আত্মদানের ইতিহাস লিখে গিয়েছেন।

নেহরু বুঝেছিলেন, এই কুসংস্কারাচ্ছন্ন জাত ও ধর্মে বিভাজিত দেশটিকে স্বাধীন করতে অনেক পথ অতিক্রম করতে হবে। ধাপগুলি তাই ঠিক হয়েছিল শাসকের এক-একটি দমননীতির বিরুদ্ধে জনমতকে জাগ্রত করার লক্ষ্য নিয়ে। ১৯১৯-এ রাওলাট আইনের বিরোধিতা করে সত্যাগ্রহ, ১৯২০-র জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড ও খিলাফত-কে সামনে রেখে অসহযোগ আর লবণ আইন ভঙ্গ ইত্যাদি ধাপ জনগণকে ইস্পাত কঠিন দৃঢ়তা আর অসীম সহনশক্তি দিয়েছিল।

চূড়ান্ত লড়াইয়ের আগে ১৯৪০ সালে একজন সত্যাগ্রহী পুলিশের লাঠির আঘাতে লুটিয়ে পড়লে আরেকজন মাথা পেতে দিচ্ছিলেন। এক বছরে গ্রেপ্তারের সংখ্যা হল ৪০ হাজার। '৪২-এ শাসক যখন বিদেশের রণাঙ্গনে, দেশে তখন লাখো জনতা স্বাধীনতার জন্য যে কোনও মূল্য দিতে প্রস্তুত। তাই গান্ধি কংগ্রেস নেতৃত্বকে বলতে পেরেছিলেন, 'তোমরা চাও বা না চাও, দেশের জনতা চাইছে চূড়ান্ত লড়াই।'

গান্ধিজি বুঝেছিলেন, মাহেন্দ্রক্ষণ এসে গিয়েছে। ততদিনে দেশ কেবল জোড়েনি, লৌহকঠিন দৃঢ়তায় যে কোনও আহুতি দিতে প্রস্তুত হয়ে আছে। কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট পার্টিও গান্ধির আহ্বানকে বাস্তবায়িত করার আশ্বাস দিয়েছিল। 'কুইট ইন্ডিয়া' স্লোগানটি ওই দলের নেতা ইউসুফ মেহের আলির মস্তিষ্কপ্রসূত। গান্ধি সেটা গ্রহণ করেছিলেন।

গান্ধিজি বুঝেছিলেন, মাহেন্দ্রক্ষণ এসে গিয়েছে। ততদিনে দেশ কেবল জোড়েনি, লৌহকঠিন দৃঢ়তায় যে কোনও আহুতি দিতে প্রস্তুত হয়ে আছে। কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট পার্টিও গান্ধির আহ্বানকে বাস্তবায়িত করার আশ্বাস দিয়েছিল। 'কুইট ইন্ডিয়া' স্লোগানটি ওই দলের নেতা ইউসুফ মেহের আলির মস্তিষ্কপ্রসূত। গান্ধি সেটা গ্রহণ করেছিলেন। একজন সত্যাগ্রহী পুলিশের লাঠির আঘাতে লুটিয়ে পড়লে আরেকজন মাথা পেতে দিচ্ছিলেন। এক বছরে গ্রেপ্তারের সংখ্যা হল ৪০ হাজার। '৪২-এ শাসক যখন বিদেশের রণাঙ্গনে, দেশে তখন লাখো জনতা স্বাধীনতার জন্য যে কোনও মূল্য দিতে প্রস্তুত।

কংগ্রেসের উদ্যোগে গঠিত স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী অগাস্ট মাসের শেষদিকে থানা ও সরকারি দপ্তর দখলের নির্দেশ পাঠালে ২৯ তারিখে মহিষাদল শহরে সামরিক পোশাক পরে প্রায় ২০ হাজার জনতার মিছিল থানায় হাজির হয়ে মেদিনীপুর তথা বাংলা ও ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ঘোষণা করে। ম্যাজিস্ট্রেট ক্রুদ্ধ হয়ে বক্তাদের গ্রেপ্তার করতে আদেশ দিলে উপস্থিত জনতা পুলিশকে বাধা দেয়। ম্যাজিস্ট্রেট তখন গুলি চালাতে আদেশ দিলেও পুলিশ গুলি চালাতে রাজি হয়নি। ফলে ম্যাজিস্ট্রেট ভয় পেয়ে সদলবলে দ্রুত স্থান ত্যাগ করেন।

২৭ সেপ্টেম্বর বিদ্রোহী নেতারা গোপন সভায় তমলুক মহকুমার থানা, আদালত ধ্বংস করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। যে সিদ্ধান্ত কার্যকর করার দায়িত্ব দেওয়া হয় মেদিনীপুরের কংগ্রেস নেতা অজয় মুখোপাধ্যায় ও সুশীল ধাড়ার নেতৃত্বে সামরিক কায়দায় গঠিত বিদ্যুৎবাহিনীর উপর। সাতারায় এক প্রকার গেরিলা কায়দায় বিপ্লবীরা একের পর এক গ্রামের দখল নিতে থাকেন। ১৫০টি গ্রাম তাঁদের দখলে চলে যায়। তালুক স্তরে ট্রেজারি ও অস্ত্রাগার লুণ্ঠিত হয় এবং বিপ্লবী সরকার সেখানকার শাসন নিজের হাতে তুলে নেয়।

ভারত ছাড়ো আন্দোলন ব্যাপক সাড়া ফেলেছিল উত্তরপ্রদেশের বালিয়া জেলায়। বিপ্লবীরা জেলা সদর দখল করেন। জেলখানা খুলে রাজবন্দিদের মুক্ত করেন এবং সমান্তরাল সরকার গঠন করে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। বেনারস থেকে ট্রেন বোঝাই হয়ে বিপ্লবী ছাত্র ও অধ্যাপকরা বালিয়া পৌঁছালে স্থানীয় আন্দোলনকারীদের সংখ্যা ও মনোবল- দুই-ই বেড়ে যায়। বালিয়া মুক্তাঞ্চলের চেহারা নেয়। ট্রেজারি লুণ্ঠিত হয়, থানাগুলি দখল হতে থাকে। ওই ঐতিহাসিক সংগ্রামের নেতা চিতু পান্ডেকে পরবর্তীকালে নেহরু 'বালিয়ার বাঘ' বলে সম্মানিত করেছিলেন।

প্রায় একইসময়ে ওড়িশার তালচেরে ছাত্র ও যুব সমাজের তৈরি সমান্তরাল সরকার দীর্ঘসময় কায়েম ছিল। সংখ্যায় সামান্য হলেও, সেই ঐতিহাসিক অগ্নিগর্ভ দিনগুলিতে যারা নিজেদের সরিয়ে রেখেছিল, তাদের মধ্যে ছিল হিন্দু মহাসভা ও মুসলিম লিগ। আন্তর্জাতিক দায়বদ্ধতা পালন করতে গিয়ে মিত্রশক্তি গ্রেট ব্রিটেনের বিরোধিতায় বিরত থেকে নিজেদের জনগণের চোখে 'দেশদ্রোহী' হিসাবে চিহ্নিত হতে দেখেও দেওয়ালের লিখন পড়তে ব্যর্থ হয়েছিল সেদিনের ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি।

তবে কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট পার্টির নেতা, বিশেষত অরুণা আসফ আলি, জয়প্রকাশ নারায়ণ, রামমনোহর লোহিয়া, ঊষা মেহতা প্রমুখ ব্রিটিশের রক্তচক্ষুকে এড়িয়ে লাগাতার গোপন ডেরা পরিবর্তন করে সংগ্রামকে দীর্ঘায়িত করে তুলতে রসদ জুগিয়ে গিয়েছিলেন।

(লেখক প্রবীণ রাজনীতিবিদ)

আজ

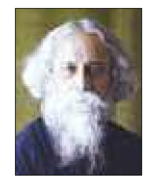

১৯৪১

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবনাবসান হয় আজকের দিনে।

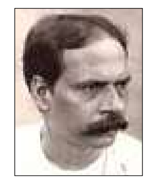

১৮৬৮

আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন সাহিত্যিক প্রমথ চৌধুরী।

আলোচিত

শুধু শিক্ষাই পারে দেশকে বদলাতে। স্বৈরাচারী শাসন ও সনাতন ধর্মের শিকল ভাঙার জন্য এটাই একমাত্র অস্ত্র। অন্য কোনও অস্ত্র হাতে তুলে নেবেন না। তাহলে সংখ্যাগরিষ্ঠের কাছে পরাস্ত হতে হবে। এই যুদ্ধ জয় করতে আপনাদের একমাত্র অস্ত্র শিক্ষা।

- কমল হাসান

ভাইরাল/১

এজেপি'র প্রেসিডেন্ট স্বামী প্রসাদ মৌর্য উত্তরপ্রদেশের রায়বরেলিতে এসেছিলেন এক অনুষ্ঠানে। সেখানে গাড়ি থেকে নামতেই অনুগামীরা তাঁকে মালা পরিয়ে দেন। আচমকা ভিড়ের মধ্যে থেকে একজন তাঁকে ঠাঁটিয়ে চড় মারেন।

ভাইরাল/২

ওয়াশিং মেশিনে জামাকাপড়ের সঙ্গে কিছুটা ডিটারজেন্ট ঢালেন এক ব্যক্তি। কিন্তু মেশিনে যে ত্রুটি রয়েছে সেটা তাঁর জানা ছিল না। মেশিনের জলে হাত দিতেই বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হন। সেখানেই মারা যান। মর্মান্তিক ঘটনাটি নেটিজেনদের নাড়া দিয়েছে।

জনমন

জনমত

ধ্বংসের শব্দে কাঁপে পাহাড়, নির্বাক আমাদের মানবতা

'কাঁদে নদী, কাঁদে পাথর, কাঁদে বনজঙ্গল, কে বোঝে এই কান্নার ভাষা কে রাখে তার খেয়াল?' - গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারের লেখা এই লাইন যেন জীবন্ত হয়ে ফিরে এল উত্তরকাশীতে ঘটে যাওয়া ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্য দিয়ে।

একদিকে উত্তরকাশীর পাহাড়ে মেঘভাঙা বৃষ্টির জেরে হাহাকার, অন্যদিকে সেবক-রংপো রেলপ্রকল্পে ধস। যদিও দুটো আলাদা ঘটনা, কিন্তু বার্তা একটাই- 'প্রকৃতি আর সহ্য করছে না'।

উত্তরকাশীতে হঠাৎই মেঘভাঙা বৃষ্টি ও মুহূর্তের মধ্যে নদীতে হুড়মুড়িয়ে জলস্তর বেড়ে যাওয়া, নদীর পাড়ের অজস্র হোটেল, বাড়ি, ভেঙে যাওয়া, বহু মানুষের গৃহহীন হয়ে পড়া, নিখোঁজ হয়ে পড়া, কয়েকজনের মৃত্যুর ঘটনাটা কি প্রকৃতির কোনও বার্তা নয়?

আরেকদিকে উত্তরবঙ্গের তিস্তাবাজারের কাছে সেবক-রংপো রেলপ্রকল্পের নির্মীয়মাণ টানেলের গার্ডওয়াল ধসে পড়ে। এই রেলপ্রকল্প বহুদিন ধরেই পরিবেশবিদদের চোখে সমালোচিত। পাহাড় কাটার পদ্ধতি, জলপ্রবাহে বাধা, ভূপৃষ্ঠের দুর্বলতা ইত্যাদি নিয়ে প্রশ্ন থেকেই গিয়েছে। ভারতের এই দুই প্রান্তের দুর্যোগ প্রাকৃতিক হলেও তার পেছনে মানবজনিত কারণ অস্বীকার করা যায় না। অপরিকল্পিত নির্মাণ, পাহাড় কাটা, বনজঙ্গল ধ্বংস, নদীর স্বাভাবিক গতিপথে বাধা এবং সবচেয়ে বড় কথা পরিবেশের মূল্যায়নে ঘাটতি। অথচ উন্নয়ন প্রকল্পে এনভায়রনমেন্টাল ইমপ্যাক্ট অ্যাসেসমেন্ট (ইআইএ) বাধ্যতামূলক হলেও, বাস্তবে অনেক ক্ষেত্রেই এটি শুধু একটি নিয়ম মানার 'কাগুজে কসরত' হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর পাশাপাশি উন্নয়নের নামে যেসব প্রকল্প পাশ করা হয়, তার পেছনে প্রকৃত তথ্য ও বিজ্ঞান কতটা গুরুত্ব পাচ্ছে, সেটাই এখন প্রশ্ন।

কেন্দ্রীয় সরকারের উচিত, সময়মতো প্রত্যেকটি অঞ্চলে, শহরে, গ্রামে আবহাওয়া সতর্কতা পৌঁছে দেওয়া। এছাড়া প্রাকৃতিক সম্পদ ধ্বংস রোধ করা, পর্যাপ্ত পরিবেশগত মূল্যায়ন ছাড়া কোনও প্রকল্প অনুমোদন না করা, পাহাড়ি অঞ্চলে

রিয়েল টাইম ডিজাস্টার মনিটরিং বসানো এবং সর্বাপেক্ষা শিক্ষা ও সচেতনতায় জোর দেওয়া, যাতে ভবিষ্যতে এইসব প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে সাধারণ মানুষজন রক্ষা পান।

উন্নয়ন হোক অবশ্যই, কিন্তু সেটা প্রকৃতির শরীর চিরে নয়- প্রকৃতি প্রতিশোধ নেয় না, শুধুমাত্র হিসেব মেটায়।

রাজবীর চৌধুরী
একাদশ শ্রেণির পড়ুয়া, শিলিগুড়ি।

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫১৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com.
Website : http://www.uttarbangasambad.in

সময়ের খেলায় ফসিল শৈশবের কানামাছি

খেলতে গেলে ফাঁকা মাঠ দরকার। পুকুর দরকার। এখন মাঠ দখল করে বাড়ি হচ্ছে। পুকুর বুজিয়ে মার্কেট কমপ্লেক্স হচ্ছে।

অতীশচন্দ্র ভাওয়াল

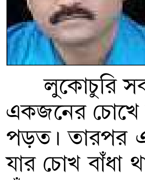

শৈশব এবং কৈশোরের কিছুটা সময় গ্রামবাংলায় কাটানোর সুবাদে কত খেলার কথা মনে পড়ে। এখনকার বাচ্চারা ওসব খেলার ধার ধারে না। কানামাছি, দাড়িয়াবান্ধা, গোল্লাছুট, সাতচাঁড়া, ডাংগুলি, কাবাডি, রুমাল চোর, কিতকিত, চোর-পুলিশ- কত কী নাম।

লুকোচুরি সবচেয়ে সহজ ও জীবনের প্রথমদিকের খেলা। একজনের চোখে রুমাল বেঁধে বাকিরা এখানে-ওখানে লুকিয়ে পড়ত। তারপর একজন অন্তরাল থেকে আওয়াজ দিত টুকি। যার চোখ বাঁধা থাকত, সে রুমাল সরিয়ে বন্ধুদের একে একে খুঁজে বের করত। আরেকটি খেলা, সাতচাঁড়া। সাতটি ভাঙা মাটির হাঁড়ি জোগাড় করে মাঠে একটার উপর আর একটা (চাঁড়া) সাজানো হত। একজন সদস্য কাগজ বা রাবারের বল দিয়ে দূর থেকে ওই চাঁড়াটি ভেঙে দিত। যে সদস্য বল কুড়িয়ে পেত, সে বল নিয়ে অন্য সদস্যদের পিঠে সজোরে ছুড়ে মারত। ঘুরেফিরে যে যত অন্যের পিঠে মারতে পারবে তত আনন্দ।

কানামাছি খেলায় একজনের চোখ রুমাল দিয়ে ভালো করে বেঁধে দেওয়া হত। বাকি সদস্যরা এদিক-ওদিক ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকত। তারা ছড়া কেটে বলত, 'কানামাছি ভোঁভোঁ / যাকে পাবি তাকে ছোঁ।' ছুঁতে পারলেই আউট। তখন তার চোখ বেঁধে দেওয়া হবে। এভাবেই এগিয়ে চলত খেলা। গ্রামবাংলায় তখন ক্রিকেট অতটা পরিচিতি লাভ করেনি। কিশোররা মেতে থাকত ডাংগুলি খেলায়। বাঁশ বা সরু গাছের ডালের কঞ্চি দিয়ে 'গুলি' ও 'ডাং' তৈরি করা হত। এই খেলায় চোখ ক্ষতি হওয়ার একটা আশঙ্কা থাকত। তাই বড়রা খেলাটিকে পছন্দ করতেন না। তবে

ডাংগুলির উন্মাদনা ছিল ব্যাপক। কাবাডি খেলার জনপ্রিয়তাও আগে অনেক বেশি ছিল। এখন টিভির পর্দায় কাবাডি টুর্নামেন্ট দেখি। মাঠেঘাটে নজরে পড়ে না।

ধুলোবালি মাখাটাই তখন একটা স্বভাব ছিল। এমন অনেক খেলা ছিল যার হয়তো সে অর্থে কোনও নাম নেই। নিজেদের মাথা থেকে নিত্যনতুন খেলা আবিষ্কার হত। বন্ধুদের মধ্যে অলিখিত এক প্রতিযোগিতা। ছোটাছুটি, ধরাধরি। মাঠযাপন। তারপর ছিল পুকুর। জলে লাফানো। সাঁতরে পারাপার করা। স্নান করে ফিরে চোখ থাকত টকটকে লাল। মা-বাবারা বকাবকি করতেন বটে, কিন্তু সাঁতারটা শেখা হয়ে যেত। পয়সার অপ্রতুলতার কারণে কাগজ বা বাতাবি লেবুকে বল বানিয়ে খেলায় আনন্দের খামতি ছিল না। ছিল না হীনম্মন্যতা। এই ধরনের খেলায় সে অর্থে কোনও উপকরণের প্রয়োজন ছিল না। ইটের টুকরো, রুমাল, কাগজ দিয়েই সময় সেজে উঠত।

খেলতে গেলে ফাঁকা মাঠ দরকার। পুকুর দরকার। এখন মাঠ দখল করে বাড়ি হচ্ছে। বহুতল হচ্ছে। পুকুর বুজিয়ে মার্কেট কমপ্লেক্স তৈরি হচ্ছে। বাড়ি যেখানে নেই সেখানে উঠোনের দাবি করা ভুল। তাই ছেলেপুলেদের দোষ দিয়ে লাভ নেই। দায়ী আমরাই। আমরা কেবল নিজেদের শখ পূরণ করেছি। আমাদের দৌলতেই ওরা মোবাইলে কৃত্রিম খেলার প্রতি আসক্ত হয়ে পড়েছে। তখন বেশিরভাগ খেলাই হত ছেলেমেয়ে নির্বিশেষে। কানামাছি, লুকোচুরি খেলার মধ্যে স্পর্শের ব্যাপার থাকলেও তা নিয়ে কুণ্ঠা ছিল না।

(লেখক প্রাবন্ধিক, হুগলির বাসিন্দা)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান। মেল—ubsedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৪২১২

পাশাপাশি : ১। যে অস্ত্রের টংকার শোনা যায় ৩। নবরত্ন সভার এক রত্ন ৪। কৃষ্ণ-রাধে বলে গানের যে পাখি ৫। অরণ্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ৭। বেস্ট ফ্রেন্ড ১০। হালকা বা ভারহীন ১২। লিখে রাখা হিসেবপত্র ১৪। সুন্দর কিন্তু অখাদ্য ফল ১৫। যে পাখি বুলি আওড়ায় ১৬। আল্লা আর কোরানে যার বিশ্বাস নেই।

উপর-নীচ : ১। প্রাচ্যের শেক্সপিয়র হিসেবে পরিচিত কবি ২। ফল, রং অথবা দেবতা ৩। দুজনের খুব মনের মিল ৬। মন্দিরের সেবক ৮। কোনও কারণ নেই ৯। অতিরিক্ত অন্তরঙ্গ ১১। ঘুমের জড়তা কাটেনি ১৩। হিন্দু পুরাণে বর্ণিত যক্ষপুরী।

সমাধান ■ ৪২১১

পাশাপাশি : ২। পাতকুয়া ৫। বেলেল্লা ৬। উপরপড়া ৮। ফাল ৯। পানা ১১। দরদালান ১৩। সাশ্রয় ১৪। প্রকাশিত।

উপর-নীচ : ১। সবেমাত্র ২। পাল্লা ৩। কুলুপ ৪। বাগড়া ৬। উল ৭। রটনা ৮। ফায়দা ৯। পান ১০। ত্রিনয়নী ১১। দস্তক ১২। লাইকা ১৩। সাত।

বিন্দুবিসর্গ

গালওয়ান সংঘাতের পর প্রথম চিনে যাচ্ছেন মোদি

নয়াদিল্লি, ৬ অগাস্ট : দীর্ঘ বিরতির পর ভারত-চিন সম্পর্কে নতুন অধ্যায় শুরু হতে চলেছে। গালওয়ান উপত্যকায় রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের পাঁচ বছর পর আবার চিন সফরে যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।

চলতি মাসের শেষে আন্তর্জাতিক জোট 'সাংহাই কো-অপারেশন অর্গানাইজেশন' (এসসিও)-এর রাষ্ট্রনেতাদের বৈঠক রয়েছে চিনে। ওই বৈঠকে যোগ দিতে চিন সফরে যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী। ২০২০ সালে লাদাখে ভারত-চিন সংঘর্ষের পরে এই প্রথমবার চিন সফর মোদির। এই সফর কেবল কূটনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকেই নয়, গোটা দক্ষিণ এশিয়ার নিরাপত্তা ও বাণিজ্য ভবিষ্যতের দিক থেকেও গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।

এই এসসিও সম্মেলনে মূলত আঞ্চলিক নিরাপত্তা, সন্ত্রাসবিরোধী পদক্ষেপ এবং সদস্য দেশগুলির মধ্যে বাণিজ্য সহযোগিতা নিয়ে আলোচনা হবে। পাশাপাশি ভারত ও চিনের মধ্যে সীমান্ত উত্তেজনা কমাতে এবং দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক স্বাভাবিক করার প্রচেষ্টাও গুরুত্ব পাবে। সম্ভাবনা রয়েছে সম্মেলনের ফাঁকে প্রধানমন্ত্রী মোদির সঙ্গে রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন এবং চিনা প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের সঙ্গে ঘরোয়া বৈঠকেরও।

মাওবাদী কমান্ডার নিহত

রাঁচি, ৬ অগাস্ট : নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে গুলিযুদ্ধে মৃত্যু হল নিষিদ্ধ মাওবাদী সংগঠনের শাখা পিপলস লিবারেশন ফ্রন্ট অফ ইন্ডিয়ার এরিয়া কমান্ডারের। তাঁর মাথার দাম ছিল ১৫ লক্ষ টাকা। ঘটনাটি ঘটেছে ঝাড়খণ্ডের গুমলা জেলায়। বুধবার পুলিশের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, মঙ্গলবার চাঙ্গাবাড়ি উপারতোলিতে রাত ৯.৩০ মিনিট থেকে গুলিযুদ্ধ শুরু হয়। জায়গাটি কামাদারা থানার অন্তর্গত। নিরাপত্তাবাহিনী পৌঁছোনোর সঙ্গে সঙ্গে মাওবাদীরা গুলি চালাতে শুরু করে। পালটা জবাব দেয় বাহিনীও। গুমলার এসপি হরিশ বিন জামান জানিয়েছেন, নিহত কমান্ডারের নাম মার্টিন কারকেট্টা। তাঁর কাছ থেকে একটি অস্ত্র মিলেছে।

ভিনজাতে বিয়ে, জামাইকে খুন

পাটনা, ৬ অগাস্ট : ভিনজাতে মেয়ের বিয়ে মানতে পারেননি বাবা প্রেমশংকর ঝা। মেয়ের সামনেই জামাইকে খুন করলেন। অভিযোগ, মঙ্গলবার বিহারের দ্বারভাঙা মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হসপিটালে ঢুকে মেয়ের সামনে জামাইকে

গুলি করেন প্রেমশংকর। নিহতের নাম রাহুল কুমার। তিনি বিহারের বাসিন্দা। ওই কলেজ-হাসপাতালে নার্সিং নিয়ে বিএসসি-র দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র ছিলেন ওবিসি রাহুল। একই কলেজে প্রথম বর্ষের ছাত্রী ব্রাহ্মণকন্যা তনুপ্রিয়ার সঙ্গে রাহুলের প্রেম হয়। বিয়ে হয়েছিল চার মাস আগে। বিয়েতে একেবারেই মত ছিল না তনুপ্রিয়ার মা-বাবার। বিয়ের পর একই হস্টেলের আলাদা ফ্লোরে থাকতেন তাঁরা। তনুর দাবি, ঘটনার পিছনে তাঁর পরিবার জড়িত। এসপি জগন্নাথ রেড্ডি জানিয়েছেন, এফআইআর দায়ের করে তদন্ত শুরু হয়েছে।

নিখোঁজ ২৮

দেরাদুন, ৬ অগাস্ট : উত্তরাখণ্ডে খোঁজ মিলছে না কেরলের বাসিন্দা ২৮ পর্যটকের একটি দলের। তাঁদের মধ্যে ২০ জন বর্তমানে মহারাষ্ট্রে থাকেন। ৮ জন কেরলের বিভিন্ন জেলা থেকে উত্তরাখণ্ডে এসেছিলেন। বুধবার উত্তরকাশী থেকে গঙ্গোত্রীর উদ্দেশে রওনা দিয়েছিল দলটি। সকাল সাড়ে ৮টার পর থেকে তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করা যাচ্ছে না। পর্যটকদের অবস্থা নিয়েও উদ্বিগ্ন পরিজনেরা। উত্তরাখণ্ড সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন তাঁরা। পর্যটক দলের এক সদস্যের বাবা বলেন, '২৮ জনের দলটি যে দিকে যাচ্ছিল সেই পথেই ধস নেমেছে।'

সুপ্রিম কোর্টে ডিএ মামলা ফের আজ

কিস্তিতে বকেয়া মেটানোর সওয়াল

নয়াদিল্লি, ৬ অগাস্ট : ডিএ দেওয়ার কথা বলছেই না রাজ্য সরকার। প্রয়োজন কিস্তিতে বকেয়া ডিএ মিটিয়ে দেওয়া হোক, ডিএ মামলায় বুধবার শীর্ষ আদালতে সরকারি কর্মীদের আইনজীবী পিএস পায়োটারি এমনই প্রস্তাব দিয়েছেন। আগামীকাল ফের এই মামলার শুনানি হবে।

৪ অগাস্ট ডিএ মামলার শুনানি শুরু হওয়ার কথা থাকলেও তা পিছিয়ে যায়। ৫ অগাস্ট থেকে শুনানি চলছে। সেদিন রাজ্য সরকারের তরফে সওয়াল করেছিলেন আইনজীবী শ্যাম দিওয়ান এবং কপিল সিব্বাল। বুধবার সওয়াল করেন সরকারি কর্মীদের আইনজীবীরা। আইনজীবী গোপাল সুব্রহ্মণ্যম বলেন, 'নির্দিষ্ট সময়ে ডিএ দিতে হয়। এটা সরকারের নীতির মধ্যে পড়ে। ইচ্ছেমতো ডিএ দেওয়া যায় না।' তিনি দাবি করেন, বেতন কমিশনের সুপারিশ মতো নির্দিষ্ট সময় অন্তর ডিএ দিতে হবে। তিনি আরও বলেন, রোপা ২০০৯ অনুযায়ী ২০০৬-এর ১ জানুয়ারি থেকে চালু হওয়ার কথা থাকলেও তা চালু হয় ২০০৮-এর ৩১ মার্চ। ওই সময়ে ডিএ বাকি থেকে যায়। তিনি আরও বলেন, ডিএ হিসেব করা হয় এআইসিপিআই অনুযায়ী। প্রতি মাসে এই সূচক প্রকাশ করে কেন্দ্রীয় শ্রম মন্ত্রক।

ডিএ নিয়ে বৈষম্য প্রসঙ্গে জানতে চান বিচারপতি পিকে মিশ্র। উত্তরে মামলাকারীদের আইনজীবী বলেন, দিল্লি এবং চেন্নাইতে কর্মরত রাজ্য সরকারি কর্মীরা কেন্দ্রীয় হারে ডিএ পান। অথচ রাজ্যের অন্যান্য কর্মী সেই হারে ডিএ পাচ্ছেন না। এই বৈষম্য সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৪ লঙ্ঘন করে।

পরে মামলাকারীদের আইনজীবী পিএস পায়োটারি বলেন, এআইসিপিআই প্রতি মাসে পরিবর্তন হয়। কিন্তু প্রতি মাসে ডিএ পালটানো সম্ভব নয়। তাই কেন্দ্রীয় সরকার বছরে দু'বার ডিএ দেয়। আগে রাজ্য সরকারও দু'বার ডিএ দিত। তবে এখন ডিএ দেওয়ার কথা বলছেই না রাজ্য। তারপরেই তিনি কিস্তিতে ডিএ মিটিয়ে দেওয়ার পরামর্শ দেন।

বৃহস্পতিবার ফের সবপক্ষের বক্তব্য শুনবে শীর্ষ আদালত। ওইদিনই শুনানি শেষ হওয়ার কথা। তারপর শীর্ষ আদালত কী রায় দেয়, এখন সেদিকেই তাকিয়ে রাজ্য সরকারের কর্মীরা।

ভাঙাচোরা পাহাড়ি রাস্তা সারানোর কাজ চলছে। বুধবার উত্তরকাশীতে।

মুখ্যমন্ত্রীর নামে সরকারি প্রকল্পে সায়

নয়াদিল্লি, ৬ অগাস্ট : তামিলনাড়ুর সরকারি প্রকল্পে মুখ্যমন্ত্রীর নাম ব্যবহারে অসুবিধা কিছু নেই। মাদ্রাজ হাইকোর্টের নির্দেশ খারিজ করে বুধবার এমনটাই জানিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। এমকে স্ট্যালিনের ডিএমকে সরকারের ওই প্রকল্পের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে মামলা করেছিলেন বিরোধী এআইএডিএমকে সাংসদ সিভে সম্মুগম। ওই বিরোধী সাংসদের ১০ লক্ষ টাকা জরিমানাও হয়েছে। শীর্ষ আদালতের পর্যবেক্ষণ, রাজনীতির লড়াই নির্বাচনের ময়দানে লড়া উচিত। আদালতকে এর জন্য ব্যবহার করা উচিত নয়।

সম্প্রতি তামিলনাড়ুতে 'উঙ্গালুদান স্ট্যালিন' (আপনার সঙ্গে স্ট্যালিন) নামে একটি প্রকল্প চালু হয়। ওই প্রকল্পে কেন মুখ্যমন্ত্রীর নাম ব্যবহার হচ্ছে, তা নিয়ে প্রথমে মাদ্রাজ হাইকোর্টে মামলা করেন বিরোধী সাংসদ। হাইকোর্ট অন্তর্বর্তী নির্দেশে জানিয়েছিল, বর্তমান এবং প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীদের নাম এবং ছবি কোনও সরকারি প্রকল্পে ব্যবহার

নির্দেশ আদালতের

করা যাবে না। ওই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে মামলা করে তামিলনাড়ু সরকার।

বুধবার সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি বিআর গাভাই, বিচারপতি কে বিনোদ চন্দ্রন এবং বিচারপতি এনভি অঞ্জরিয়ার বেঞ্চ হাইকোর্টে বিচারাধীন মামলাটিও খারিজ করে দিয়েছে। মূল মামলাকারী সাংসদকে ১০ লক্ষ টাকা জরিমানা করে শীর্ষ আদালতের পর্যবেক্ষণ, গোটা দেশে অনেক প্রকল্পের ক্ষেত্রেই এই প্রবণতা রয়েছে। তাহলে তামিলনাড়ু সরকারের প্রকল্পে মুখ্যমন্ত্রী স্ট্যালিনের নাম থাকায় কেন এত উদ্বিগ্ন মামলাকারী? যদি তিনি জনগণের টাকার অপব্যবহার নিয়ে সত্যিই এতটা উদ্বিগ্ন হন, তাহলে সমস্ত প্রকল্পকে চ্যালেঞ্জ করা উচিত ছিল।

সুপ্রিম কোর্টের পর্যবেক্ষণ, কেন্দ্র এবং বিভিন্ন রাজ্য সরকারের প্রকল্পে রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের নাম যুক্ত করতে কোনও অসুবিধা নেই। শুধু তামিলনাড়ুতেই ৪৫টি এমন প্রকল্পের নাম বলা যাবে। কিন্তু মামলাকারী কেন নির্দিষ্টভাবে একটি রাজনৈতিক দল বা এক নেতার বিরুদ্ধেই প্রশ্ন তুলছেন? এতে মামলাকারীর অভিপ্রায় নিয়ে সংশয় জাগে বলে জানিয়েছে আদালত।

পদ্মের মুখপাত্র এখন বিচারপতি

মুম্বই, ৬ অগাস্ট : ফের অস্বস্তিতে বিজেপি। এবার অস্বস্তিতে পড়েছে মহারাষ্ট্রে দলের প্রাক্তন মুখপাত্র আরতি সাথেকে বম্বে হাইকোর্টের বিচারপতি হিসেবে নিয়োগ করা নিয়ে। এই নিয়োগকে ঘিরে মঙ্গলবার তীব্র আপত্তি জানিয়েছেন এনসিপি (এসপি)-র বিধায়ক রোহিত পাওয়ার। তাঁর অভিযোগ, রাজনীতির সঙ্গে সরাসরি যুক্ত একজন ব্যক্তিকে বিচারপতি করা

গণতন্ত্রের ওপর 'সবচেয়ে বড় আঘাত'।

রোহিত পাওয়ার সমাজমাধ্যমে লিখেছেন, '২০২৩ সালের ২ ফেব্রুয়ারি আরতি সাথে বিজেপির মুখপাত্র নিযুক্ত হন। এরকম একজন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বকে বিচারপতি করা হলে ন্যায়বিচার ব্যবস্থার নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন উঠবেই।' তিনি আরও লেখেন, 'এই ধরনের নিয়োগ সংবিধানে উল্লিখিত ক্ষমতার পৃথকীকরণ নীতিরও লঙ্ঘন। শুধুমাত্র যোগ্যতা থাকলেই রাজনীতিবিদদের সরাসরি বিচারপতি করা যায় না। এতে বিচারব্যবস্থাকে রাজনৈতিক অঙ্গনে পরিণত করার চেষ্টা চলছে।' রোহিত এই বিষয়ে ভারতের প্রধান বিচারপতি বিআর গাভাইয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করে সিদ্ধান্তটি পুনর্বিবেচনার দাবি জানিয়েছেন।

তবে আরতি জানিয়েছেন, তিনি অনেকদিন আগেই বিজেপির সব পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন। তাঁর কথায়, 'আমি দীর্ঘদিন আগে রাজনৈতিক সমস্ত পদ থেকে সরে এসেছি। তাই এই নিয়ে কিছু বলার নেই।'

দগ্ধ ছাত্রী

ভুবনেশ্বর, ৬ অগাস্ট : ওড়িশায় ফের অগ্নিদগ্ধ হয়ে মৃত্যু হল এক তরুণীর। বালেশ্বর, পুরীর পর এ বার কেন্দ্রপড়া জেলায়। গত এক মাসের মধ্যে এই নিয়ে তৃতীয় বার এমন ঘটনা ঘটল। বুধবার বাড়ি থেকেই তাঁর অগ্নিদগ্ধ দেহ উদ্ধার হয়। ঘটনার সময় ওই কলেজছাত্রী বাড়িতে একাই ছিলেন।

আরবিআইয়ের সুদের হার অপরিবর্তিত

মুম্বই, ৬ অগাস্ট : অগাস্টের দ্বিমাসিক ঋণনীতি পর্যালোচনার পর সুদের হার অপরিবর্তিত রাখল রিজার্ভ ব্যাংক। ফলে রেপো রেট অপরিবর্তিত রইল ৫.৫ শতাংশে। একইভাবে ৩.৩৫ শতাংশই রইল রিভার্স রেপো রেট।

গত ডিসেম্বর থেকে টানা তিনবার রেপো রেট কমানো হয়েছিল। বুধবার সেই ধারায় ছেদ পড়ল। মানিটরি পলিসি কমিটি (এমপিসি)-এর বৈঠক শেষে শীর্ষ ব্যাংকের গভর্নর সঞ্জয় মালহোত্রা বলেন, সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামতকে প্রাধান্য দিয়ে রেপো রেট অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে। একই সঙ্গে তিনি জানিয়েছেন, শুল্ক নিয়ে অনিশ্চয়তা জারি রয়েছে। ভূরাজনৈতিক অস্থিরতা এড়ানো গেলেও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য চ্যালেঞ্জের মুখে বলে মন্তব্য করেন রিজার্ভ ব্যাংকের গভর্নর। তাঁর মতে, 'ভারতীয় অর্থনীতি উজ্জ্বল সম্ভাবনাময়। মার্কিন শুল্কের বড় কোনও প্রভাব পড়বে বলেও আমার মনে হয় না।'

জিডিপি বৃদ্ধির পূর্বাভাসও ৬.৫ শতাংশে অপরিবর্তিত রাখল শীর্ষ ব্যাংক। শীর্ষ ব্যাংকের পূর্বাভাস, প্রথম কোয়ার্টারে জিডিপি বৃদ্ধির হার থাকবে ৬.৫ শতাংশে। এরপরের তিনটি কোয়ার্টারে সেই হার হতে পারে যথাক্রমে ৬.৭ শতাংশ, ৬.৬ শতাংশ এবং ৬.৩ শতাংশ। অন্যদিকে মূল্যবৃদ্ধির হার নিয়ে সুসংবাদ শুনিয়েছে শীর্ষ ব্যাংক। অনুমান, চলতি অর্থবর্ষে মূল্যবৃদ্ধির হার ৩.৭ শতাংশের পরিবর্তে ৩.১ শতাংশ হতে পারে।

রেপো রেট অপরিবর্তিত রাখলেও দেশের আর্থিক গতি বজায় রাখার জন্য আরবিআই সময়োচিত পদক্ষেপ করবে বলেও জানিয়ে দিয়েছেন গভর্নর সঞ্জয় মালহোত্রা।

৬ বিমানের ইঞ্জিন বন্ধ, মে-ডে কল ৩

নয়াদিল্লি, ৬ অগাস্ট : চলতি বছরে এদেশে ছ'টি বিমানের ইঞ্জিন বন্ধ হয়ে যাওয়ার ঘটনা ঘটেছে। মে-ডে কল হয়েছে তিনটি। কেন্দ্রীয় অসামরিক পরিবহণমন্ত্রী মুরলীধর মোহল মঙ্গলবার লোকসভায় এক প্রশ্নের লিখিত জবাবে এই উত্তর দিয়েছেন। যে ছ'টি ইঞ্জিন বন্ধ হয়েছে, তার মধ্যে দুটি ইন্ডিগো ও দুটি স্পাইসজেটের। এয়ার ইন্ডিয়ার একটি ও অ্যালায়েন্স এয়ারের একটি করে ইঞ্জিন বন্ধ হয়। ১২ জুন আহমেদাবাদ বিমানবন্দর থেকে ওড়ার পরেই মে-ডে কল করেছিল এআই ১৭১। ইন্ডিগো ও এয়ার ইন্ডিয়া এক্সপ্রেস মে-ডে কল করেছে। ওড়ার পর বিমানের ইঞ্জিন বিকল হলে পাইলট এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলে মে-ডে কল করেন।

সিলিন্ডার ফেটে মৃত ২

চণ্ডীগড়, ৬ অগাস্ট : পঞ্জাবের মোহালিতে বুধবার একটি অক্সিজেন কারখানায় ভয়াবহ বিস্ফোরণে দুই ব্যক্তির মৃত্যু হল। আহত হয়েছেন চারজন। বিস্ফোরণের সঙ্গে সঙ্গে গোটা এলাকা কেঁপে ওঠে। ঘটনাটি ঘটেছে মোহালির শিল্প এলাকা ফেজ-৯-এতে। এসপি হরমনদীপ সিং হান্স জানিয়েছেন, সিলিন্ডারগুলি ট্রাকে ওঠানোর সময় একটি সিলিন্ডার ফেটে যায়। অবহেলাজনিত কারণে ঘটনাটি ঘটেছে কি না পুলিশ তা খতিয়ে দেখছে। বিস্ফোরণ যে জোরালো হয়েছিল, তা ঘটনাস্থলের চারপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা মৃতদের দেহাংশ বুঝিয়ে দিয়েছে। বিস্ফোরণের জেরে কারখানার আশপাশের বাড়ির জানলার কাচ, দরজা ভেঙেছে। পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী ভগবন্ত সিং মান শোকপ্রকাশ করে মৃতদের আত্মার শান্তিকামনা করেছেন। আহতদের দ্রুত আরোগ্য প্রার্থনা করেন তিনি।

নেতা বদলে খুশি মহিলা সাংসদরা

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ৬ অগাস্ট : কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের হঠাৎ ইস্তফার পর তৃণমূল কংগ্রেসের অভ্যন্তরীণ সমীকরণও বদলে গিয়েছে। ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনকে পাখির চোখ করে এবার ইন্ডিয়া জোটের সঙ্গে সমন্বয়ের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাশাপাশি কাকলি ঘোষ দস্তিদার ও শতাব্দী রায়ের হাতে।

দলীয় সূত্রের দাবি, অভিষেক-কাকলি-শতাব্দী ত্রয়ীর সমন্বয় ইতিমধ্যেই ইন্ডিয়া জোটের পরিসরে ইতিবাচক বার্তা দিচ্ছে। মনে করা হচ্ছে, লোকসভায় আক্রমণের ঝাঁঝ বাড়াতে চলেছে বাংলার শাসকদল। দীর্ঘদিন জাতীয় রাজনীতিতে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, সৌগত রায়, কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও ডেরেক ও'ব্রায়েন ছিলেন দলের পরিচিত মুখ। তবে এবার মহিলা নেতৃত্বকে সামনে আনার কৌশল নিয়েছে ঘাসফুল শিবির।

সূত্রের দাবি, মহিলা নেতৃত্বকে সামনে আনা শুধু সাংগঠনিক পদক্ষেপ নয়, বরং ভোট-কৌশলের অঙ্গ। ২০২৬-এ বিজেপির শক্ত ঘাঁটি ভাঙতে মহিলা ভোটব্যাংককে টার্গেট করা তৃণমূলের অন্যতম লক্ষ্য। একই সঙ্গে ইন্ডিয়া জোটে তৃণমূলের অবস্থান আরও শক্তিশালী করতে জাতীয় স্তরে ক্রমাগত সরব থাকা জরুরি। কাকলি ও শতাব্দীর মাধ্যমে তৃণমূল এই লক্ষ্যপূরণের পথে হাঁটছে। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ইতিমধ্যেই ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনকে মাথায় রেখে জাতীয় স্তরে তৃণমূলের ভূমিকা কী হবে, তার রূপরেখা তৈরি করেছেন। ইন্ডিয়া জোটের ভিতরে সমন্বয় রক্ষা, বিজেপির বিরুদ্ধে যৌথ আন্দোলন এবং বাংলার রাজনৈতিক ইস্যুগুলিকে জাতীয় মঞ্চে তুলে ধরা, এই তিনটি বিষয়কে অক্ষ হিসেবে ধরা হচ্ছে। দলনেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ এগোচ্ছে। অভিষেক ফোন করে খবর নিচ্ছেন প্রতি মুহূর্তে এবং কাকলি ও শতাব্দীর সঙ্গে যোগাযোগ

লোকসভায় বদল তৃণমূলে

রেখে নির্দেশ দিচ্ছেন। ফলে মহিলা ব্রিগেডে যে উদ্দীপনা তৈরি হয়েছে, তা দলীয় শিবিরে স্পষ্ট।

বুধবার সকালে ইন্ডিয়া জোটের বৈঠকে তৃণমূলের তরফে উপস্থিত ছিলেন মুখ্য সচেতক কাকলি ঘোষ দস্তিদার। সেখানে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, এসআইআর ইস্যুতেই এককাট্টা থাকবে বিরোধীরা। অন্যদিকে, নতুন উপ-দলনেত্রী শতাব্দী রায়ও দায়িত্ব হাতে পেয়েই সক্রিয়। এদিন লোকসভায় এসআইআর ইস্যুতে 'জয় বাংলা' স্লোগান দিয়ে ওয়েলে নেমে বিক্ষোভে শামিল হন তিনি। শতাব্দী বলেন, 'এই দায়িত্ব পেয়ে আমি খুব খুশি। দলের জন্য যে কোনও দায়িত্ব নিতে আমি তৈরি।'

বুধবার সকালে সংসদ ভবনের মকরদ্বারের বাইরে দলীয় সাংসদরা বাংলার মনীষীদের ছবি হাতে নিয়ে অভিনব প্রতিবাদ জানালেন কাকলির নেতৃত্বে। মঙ্গলবারই সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ভার্চুয়াল বৈঠকে স্পষ্ট করে দেন, বাংলা-বাঙালির অপমান কোনওভাবেই সহ্য করা হবে না। বিজেপির আচরণের বিরুদ্ধে সর্বত্র তীব্র প্রতিবাদ গড়ে তোলার আহ্বান জানান তিনি। সেই আহ্বানেই বুধবার সকাল ১০টা ১৫ মিনিট থেকে শুরু হয় সংসদ ভবনের বাইরে তৃণমূলের বিক্ষোভ। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ছবি হাতে নিয়ে দলের সাংসদরা স্লোগান দিলেন, 'বাংলার অপমান মানছি না, মানব না।'

প্রতিবাদে উপস্থিত ছিলেন কাকলি ঘোষ দস্তিদার, মহুয়া মৈত্র, সাগরিকা ঘোষ, রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়, জুন মালিয়া, সায়নী ঘোষ, ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, মৌসম নূর, প্রকাশ চিক বরাইক, সাজদা আহমেদ, মিতালি বাগ, মমতাবালা ঠাকুর। যদিও কাকলির নেতৃত্বে এদিনের বিক্ষোভে অনুপস্থিত ছিলেন কল্যাণ। তবে খোশমেজাজেই ধরা দিলেন কল্যাণ। হাসিমুখে বললেন, 'অনেক দিন বাদে কোর্টে যাচ্ছি, কেসে ইনভলভ হচ্ছি, মজা হচ্ছে, এনজয় করছি। নতুনদের শুভেচ্ছা জানাই।'

শুল্ক প্রশ্নে আদানি-খোঁচা রাহুলের

হাত-পা বাঁধা, তাই মুখে কুলুপ মোদির

নয়াদিল্লি, ৬ অগাস্ট : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বিরুদ্ধে ফের আদানি-যোগের অভিযোগ তুললেন রাহুল গান্ধি। বুধবার এক্স হ্যান্ডেলে রাহুলের অভিযোগ, ভারত বিরোধী অবস্থান নেওয়া সত্ত্বেও প্রধানমন্ত্রীর মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিরুদ্ধে মুখ না খোলার কারণ, তাঁর হাত-পা বাঁধা। তাঁকে আমেরিকায় গৌতম আদানি গোষ্ঠীর বিপুল বিনিয়োগের কথা বিবেচনায় রাখতে হচ্ছে। কেন না আদানির বিরুদ্ধে একটি গুরুতর তদন্তও যে চলছে আমেরিকায়!

ভারতের ওপর ইতিমধ্যে চড়া হারে রপ্তানি শুল্ক চাপিয়েছেন ট্রাম্প। তিনি হুঁশিয়ারি দিয়েছেন, রাশিয়ার কাছ থেকে ভারত জ্বালানি তেল কেনা বন্ধ না করলে আরও শুল্ক চাপানো হবে। এমনকি তিনি ব্যবসা করার ক্ষেত্রে ভারত 'ভালো বন্ধু নয়' বলেও মন্তব্য করেছেন।

লোকসভার বিরোধী দলনেতা সহ বিরোধী শিবির বারেবারেই অভিযোগ করেছে, প্রধানমন্ত্রী নিজের স্বার্থে দেশের অপমান হজম করছেন। বুধবার এক্সে রাহুল লেখেন, 'ভারতবাসী বুঝুন। ট্রাম্পের একের পর এক হুমকির পরেও মোদি কোনও জবাব দিতে পারছেন না, কারণ আদানিকে নিয়ে আমেরিকায় একটা তদন্ত চলছে।' এরপর তিনি আরও লেখেন, 'এই তদন্ত মোদি, আদানি এবং রাশিয়ার তেল চুক্তির আর্থিক যোগের দিকেও ইঙ্গিত করছে। মোদির হাত বাঁধা।'

লোকসভায় অপারেশন সিঁদুর নিয়েও রাহুল ও অন্য বিরোধীরা প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে একই অভিযোগ তুলেছেন। তিনি ভারত-পাকিস্তানের যুদ্ধ থামিয়েছেন বলে একাধিকবার দাবি করেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। জবাবে বিদেশ মন্ত্রক এবং প্রধানমন্ত্রী মার্কিন প্রেসিডেন্টের দাবি নসাৎ করলেও তাঁর নাম মুখে আনেননি।

লোকসভায় অপারেশন সিঁদুর বিতর্কেও রাহুল একহাত নিয়েছিলেন মোদিকে। বলেছিলেন, নরেন্দ্র মোদির মধ্যে যদি ইন্দিরা গান্ধির ৩০ শতাংশ সাহসিকতা থাকত, তাহলেই তিনি ডোনাল্ড ট্রাম্পকে মুখের ওপর জবাব দিয়ে দিতেন।

গঙ্গার আশীর্বাদ, মন্ত্রীর কথায় বিতর্ক

লখনউ, ৬ অগাস্ট : হু হু করে ঢুকছে নদীর জল। ডুবেছে বাড়িঘর। জলবন্দি এলাকা পরিদর্শনে এসেছিলেন উত্তরপ্রদেশের মৎস্যমন্ত্রী সঞ্জয় নিশাদ। কানপুরের ভোগনিপুর এলাকার এক গ্রামবাসী তাঁকে জানান, বন্যার জল তাঁদের বুক পর্যন্ত চলে এসেছে। বাড়ি ডুবে গিয়েছে। জবাবে মন্ত্রী বন্যাকে মা গঙ্গার 'আশীর্বাদ' বলে জানান। তাঁর কথায়, 'আপনারা সবাই মা গঙ্গার সন্তান। মা গঙ্গা তাঁর সন্তানদের পা ধোয়ার জন্য আপনাদের দরজায় এসেছেন এবং এটা আপনাদের সরাসরি স্বর্গে নিয়ে যাবে।' মন্ত্রীর ব্যাখ্যায় ক্ষুব্ধ এলাকাবাসী। স্থানীয় এক বৃদ্ধার পরামর্শ, বন্যা যদি সত্যিই আশীর্বাদ হয় তাহলে মন্ত্রীমশাই এবং তাঁর সঙ্গে থাকা আধিকারিকদের গ্রামে বাস করা উচিত। তাহলে তাঁরাও সরাসরি স্বর্গে যাওয়ার সুযোগ পাবেন। কয়েকজন আবার জানিয়েছেন, মন্ত্রী সম্ভবত জানেন না যে কানপুর গ্রামীণ জেলার ভোগনিপুর তহসিলের মধ্য দিয়ে গঙ্গা নয়, যমুনা নদী প্রবাহিত হচ্ছে।

এসআইআর ইস্যুতে অচল সংসদে বিল পাশ

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ৬ অগাস্ট : এসআইআর ইস্যুতে সরকার ও বিরোধীদের অনড় অবস্থান অব্যাহত থাকায় বুধবারও সংসদ অচল রইল। এই অচলাবস্থাকে কাজে লাগিয়ে প্রয়োজনীয় বিল পাশ করানোর পথে এগোচ্ছে কেন্দ্র।

মঙ্গলবার বিরোধীদের প্রবল হট্টগোলের মধ্যেই লোকসভায় পাশ হয়েছে 'দ্য রি-অ্যাডজাস্টমেন্ট অফ রিপ্রেজেন্টেশন অফ সিডিউল টাইপ ইন অ্যাসেম্বলি কনস্টিটিউএন্সিস অফ দ্য স্টেট অফ গোয়া বিল, ২০২৪'। বুধবার পাশ হয়েছে মার্চেন্ট শিপিং বিল, ২০২৪ ও ক্যারেজ অফ গুডস বাই সি বিল, ২০২৫। বারবার মুলতবির পর দুপুর ২টোয় অধিবেশন পুনরায় শুরু হওয়ার পর সংক্ষিপ্ত আলোচনার মাধ্যমেই লোকসভায় পাস হয় মার্চেন্ট শিপিং বিল, ২০২৪। একইসময়ে রাজ্যসভায় বিরোধী শোরগোল, স্লোগানের মধ্যেই অনুমোদিত হয় ক্যারেজ অফ গুডস বাই সি বিল, ২০২৫।

এসআইআর নিয়ে বিরোধীদের আলোচনার দাবিতে সংসদীয় বিষয়ক মন্ত্রী কিরেন রিজিজু জানান, যেহেতু ইস্যুটি সুপ্রিম কোর্টে বিচারাধীন এবং ভারতের নির্বাচন কমিশনের মতো একটি স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার সঙ্গে সম্পর্কিত, তাই এ নিয়ে সংসদে আলোচনা সম্ভব নয়। তিনি প্রাক্তন লোকসভা স্পিকার বলরাম জাখরের একটি রুলিং উদ্ধৃত করে বলেন, স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার কার্যপ্রণালী সংসদে আলোচনার বিষয় হতে পারে না। তাঁর প্রশ্ন, 'আপনারা কি চান সংসদের নিয়ম ভেঙে সংবিধানের বিধানকে উপেক্ষা করতে?'

রাজ্যসভায় বিরোধী দলনেতা মল্লিকার্জুন খাড়গে অভিযোগ করেন, পয়েন্ট অফ অর্ডারের আবেদনে চেয়ার পক্ষপাতিত্ব করছে। জবাবে বিজেপি সাংসদ জেপি নাড্ডা বলেন, 'যারা সংসদে বিশৃঙ্খলা তৈরি করে, তাদের পয়েন্ট অফ অর্ডার নিয়ে কথা বলার অধিকার নেই। চেয়ারের চূড়ান্ত সিদ্ধান্তই কার্যকর।' জবাবে জেপি নাড্ডা বলেন, 'যারা সংসদে বিশৃঙ্খলা তৈরি করে, তাদের পয়েন্ট অফ অর্ডার নিয়ে কথা বলার অধিকার নেই।'

হিরোশিমা থেকে শিক্ষা নেননি রাষ্ট্রনেতারা

হিরোশিমা, ৬ অগাস্ট : হিরোশিমায় পরমাণু হামলা থেকে বিশ্ব আদৌ কোনও শিক্ষা নিয়েছে? চারদিকে যুদ্ধোন্মাদনার মধ্যে এই প্রশ্নই তুললেন হিরোশিমার মেয়র কাজুমি মাতসুই। পাশাপাশি পরমাণু অস্ত্র পুরোপুরি বর্জনের আর্জিও জানান বিশ্বনেতাদের কাছে।

বুধবার জাপানের হিরোশিমা সহ বিশ্বের

আক্ষেপ মেয়রের

বিভিন্ন দেশে পালিত হয়েছে ইতিহাসে প্রথম পরমাণু হামলার ৮০তম বার্ষিকী। এই উপলক্ষ্যে আয়োজিত এক স্মরণসভায় হিরোশিমার মেয়র তাবড় রাষ্ট্রনেতাদের উদ্দেশে পরমাণু নিরস্ত্রীকরণের আহ্বান জানিয়ে বলেন, 'পরমাণু অস্ত্র মজুত নয়, বরং তাকে সম্পূর্ণভাবে পরিত্যাগ করা হোক।' এদিন সকাল ৮টা ১৫ মিনিটে নীরবতা পালন করে পরমাণু হামলার বলি মানুষদের স্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধা জানানো হয়। ১৯৪৫ সালের ৬ অগাস্ট সকালে ঠিক ওই সময়েই আমেরিকার ছোড়া পরমাণু বোমা আছড়ে পড়েছিল হিরোশিমায়।

হিরোশিমার শান্তি স্মৃতি উদ্যানে পরমাণু হামলায় মৃতদের শ্রদ্ধা জানানো হচ্ছে। বুধবার।

শান্তি স্মৃতিসৌধ প্রাঙ্গণে আয়োজিত ওই অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন হিরোশিমার বাসিন্দা ও বোমা হামলার পরেও জীবিত প্রত্যক্ষদর্শীরা ছাড়াও বিশ্বের ১২০টি দেশের প্রতিনিধিরা। মাতসুই বলেন, ইউক্রেন ও মধ্যপ্রাচ্যের লাগাতার যুদ্ধ পরিস্থিতি আবারও প্রমাণ করছে যে, বিশ্ব আজও ইতিহাসের ভয়ংকর শিক্ষা ভুলে গিয়ে পরমাণু অস্ত্রের গ্রহণযোগ্যতা বাড়িয়ে তুলছে। তাঁর কথায়, 'এমন প্রবণতা শুধু অতীতের মর্মান্তিক অভিজ্ঞতাকে অগ্রাহ্যই করছে না, বরং বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার দীর্ঘ প্রচেষ্টাকেও ধ্বংস করছে।' বিশেষ করে তরুণ প্রজন্মকে এই বিষয়ে সচেতন হওয়ার অনুরোধ জানিয়ে তিনি বলেন, 'পরমাণু অস্ত্রকে মেনে নেওয়ার অর্থ ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে এক ভয়াবহ বিপদের মুখে ফেলে দেওয়া।'

নেটভুবনে জীতু দিতিপ্রিয়ার স্ক্রিনশট লড়াই

‘চিরদিনই তুমি যে আমার।’ ধারাবাহিকে যতই রোমান্টিকতার মায়াময় আলো ছড়িয়ে পড়ুক না কেন, আদতে অপু-আর্য জুটি এখন কাদা ছোড়াছুড়িতে ব্যস্ত। স্ক্রিনশটের লড়াইতে ভরে গিয়েছে নেটদুনিয়া। বেশ কয়েকদিন ধরেই লড়াইটা চলছে। শেষমেশ মুখ খুলেছেন রানি রাসমণি খ্যাত দিতিপ্রিয়া। সোশ্যাল মিডিয়াতে মুখ খুলেছেন সহ অভিনেতা জীতু কমলকে ঘিরে। এবং সেই অভিযোগ রীতিমতো বিস্ফোরক। মুখে কুলুপ এঁটে থাকেননি অভিনেতা জীতুও। প্রশ্ন উঠে গিয়েছে, সত্যিই কি বন্ধ হতে চলেছেন ‘চিরদিনই তুমি যে আমার?’

সামাজিক মাধ্যমে জীতু পোস্ট করেছেন তাঁর দীর্ঘ বক্তব্য। লিখেছেন, ‘ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে আমি কখনোই সোশ্যাল মিডিয়াতে কোনও রকম মতামত দিই না। কিন্তু এটা তো নিছক ব্যক্তিগত নয়। এটা পেশাগত একটা ছোট্ট থেকে ছোট্টতর সমস্যা। ছোট্ট থেকে ছোট্টতর কেন বললাম? কারণ একটা ছোট্ট মেয়ে, বাচ্চা মেয়ে। যে কাজটা করে ফেলেছে,সে নিজেও হয়তো জানে না যা করেছে সেটা কতটা গভীর। রাখাল যেদিন সত্যি মানুষখেকো বাঘের মুখে পড়বে সেদিন কেউ সেটা বিশ্বাস করবে না। তবুও ছোট তো, একটু স্নেহ ভালোবাসা দিয়ে মার্জনা করবেন। আমি সামনাসামনি কথা বলি না। সত্য কথা। আমি স্টুডিওতে গিয়ে নিজের কাজ ছাড়া অন্য কোনও বিষয় নিয়ে চর্চা করি না। সত্য কথা। আমি হোয়াটসঅ্যাপে ওর সঙ্গে কথা বলি সত্য কথা। কিন্তু, কী কথা বলি সেটাই নিয়েই তো প্রশ্ন! এই নিন (নিজের বাবা-মার সম্মানার্থে আমি সবার সামনে আনতে বাধ্য হলাম।) আমি সবটা আপনাদের সামনে তুলে ধরলাম, যদি বলেন ভুল, সরাসরি বলবেন আমি নিজেকে পালটে নেব।’ এখানেই থেমে থাকেননি জীতু। যোগ করেছেন, তিনি নাকি ‘বাচ্চা মেয়েটির ফোন নম্বরটা ঝাপসা’ করলেন। বয়সে বড় হওয়ার কারণে অভিভাবকসুলভ সুরক্ষার কথাও উল্লেখ করেছেন জীতু। হাজারও হোক মেয়েটি বিপদে পড়তে পারে,তার ফোনটা অফ করে দিতে হতে পারে, সেটা সিনিয়ার হিসেবে দেখাটা আমারই কর্তব্য। সর্বশেষে বলি, ‘ভিকটিম কার্ড’ খেলাটা আমাদের সমাজে প্রথম নয়। অনেক উদাহরণ আছে কিন্তু এই মেয়েটির কোনও দোষ নেই, এই মেয়েটি নিরপরাধী। এই মেয়েটিকে পেছন থেকে প্রবঞ্চনা দেওয়া হচ্ছে। যারা দিচ্ছে তারা কিন্তু এই মেয়েটির বিপদের সময় পাশে দাঁড়াবে না। প্লিজ মেয়েটিকে মেয়েটির পথে থাকতে দিন। কাজ করতে দিন। মেয়েটি ভালো। শিক্ষিত মেয়ে। হ্যাঁ, একটু অপরিণত, আর নিজের প্রেমিকের জন্য জীবনটুকু পর্যন্ত দিতে পারে। আর প্রেমিক মহাশয়কে বলছি, এনাকে যত্ন করে রাখবেন প্লিজ হাতছাড়া করবেন না,আপনি রত্ন পেয়েছেন।’

উল্লেখ্য, ‘চিরদিনই তুমি যে আমার’ সিরিয়ালের প্রচারের লক্ষ্যেই অতি সম্প্রতি নেপথ্য দৃশ্যের কিছু ছবি সমাজমাধ্যমে পোস্ট করেছিলেন জীতু কমল। ছিল জীতুর কিছু নিজস্ব উপলব্ধির কথা। অবশ্য সবটাই রসিকতার ছলে। আর তারপরই শুরু হয় অভিনেত্রীকে ঘিরে নেটিজেনদের কটাক্ষ। এমন ঘটনায় ছবিটি সরিয়ে ফেলেছিলেন জীতু। জানিয়েছিলেন, দিতিপ্রিয়া এই ঘটনায় রীতিমতো বিরক্ত।

এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে গত সোমবার রাতে সমাজ মাধ্যমে দীর্ঘ পোস্ট করেন অভিনেত্রী। লেখেন, ‘আমি শুধুমাত্র প্রোডাকশনকে জানিয়েছিলাম, কারণ ছবিটা তাদেরই তোলা ছিল আর ছবিটা আমার দৃষ্টিতে ইনঅ্যাপ্রোপ্রিয়েট মনে হয়।’ এখানেই থেমে থাকেননি অভিনেত্রী। অভিযোগ আনেন সহ অভিনেতার বিরুদ্ধে। অবশ্য নাম উল্লেখ না করেই। লেখেন, কোনও ইভেন্টে যাবেন না জানানোয় প্রশ্ন করা হয়, ‘তুমি কি প্রেগন্যান্ট?’ এর পাশাপাশি এআই ব্যবহার করে চুম্বনের ছবি তৈরি করে প্রেমিককে পাঠানোর পরামর্শও নাকি অভিনেতা দিয়েছেন! এসবের কারণে দিতিপ্রিয় অস্বস্তি বোধ করেন। এবং সমাজমাধ্যমে মুখ খুলতে না চাইলেও শেষমেশ আর নিজেকে আড়ালে রাখতে পারলেন না। দিতিপ্রিয়ার পালটা উত্তরে জীতু সমাজমাধ্যমে দীর্ঘ পোস্ট করেছেন। এবং স্বাভাবিকভাবেই জলঘোলা হয়েছে। নেটনিন্দুকদের প্রশ্ন, এসবই কি ‘চিরদিনই তুমি যে আমার’ ধারাবাহিকের প্রচার কৌশল নয় তো? ‘দেবা ন জানন্তি’ হলেও চ্যানেল কর্তৃপক্ষ নিশ্চয়ই জানন্তি।

শুটিং শেষ, স্বর্ণমন্দিরে বরুণ ধাওয়ান

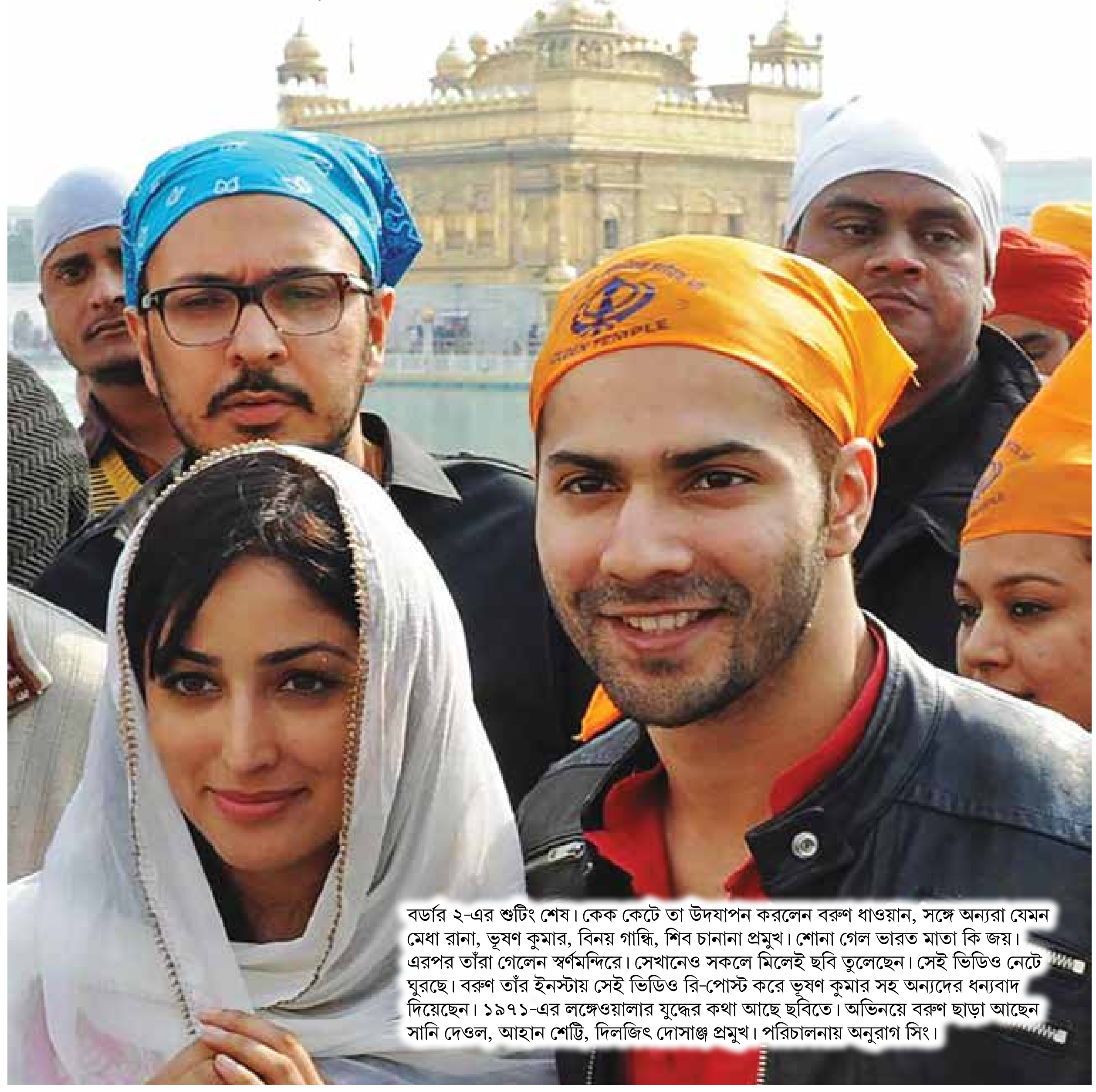

বর্ডার ২-এর শুটিং শেষ। কেক কেটে তা উদযাপন করলেন বরুণ ধাওয়ান, সঙ্গে অন্যরা যেমন মেধা রানা, ভূষণ কুমার, বিনয় গান্ধি, শিব চানানা প্রমুখ। শোনা গেল ভারত মাতা কি জয়। এরপর তাঁরা গেলেন স্বর্ণমন্দিরে। সেখানেও সকলে মিলেই ছবি তুলেছেন। সেই ভিডিও নেটে ঘুরছে। বরুণ তাঁর ইনস্টায় সেই ভিডিও রি-পোস্ট করে ভূষণ কুমার সহ অন্যদের ধন্যবাদ দিয়েছেন। ১৯৭১-এর লঙ্গেওয়ালার যুদ্ধের কথা আছে ছবিতে। অভিনয়ে বরুণ ছাড়া আছেন সানি দেওল, আহান শেট্টি, দিলজিৎ দোসাঞ্জ প্রমুখ। পরিচালনায় অনুরাগ সিং।

করিনা নায়িকার মতোই উড়তে চেয়েছিল

মন্তব্যটি সুনীল দর্শনের। তাঁর পরিচালিত ২০০৩-এর এইতরাজ ছবিতে করিনা নায়িকা হয়েছিলেন, নায়ক অক্ষয়কুমার। ছবির ভিলেন প্রিয়াংকা চোপড়া। এই ছবির পরই প্রিয়াংকাকে অন্যরকমভাবে চিনেছিল দর্শক। কিন্তু সুনীল বলছেন এই চরিত্র প্রথমে তিনি দিয়েছিলেন করিনাকেই। একটা সময় মহিলাদের নেগেটিভ রোল মানে তাদের ভ্যাম্প মনে হত। তাই এই চরিত্রকে যখন অমরিশ পুরীর স্ত্রী করা হল, মনে হল সেটা শশীকলা টাইপের হবে। কিন্তু সময়ের সঙ্গে মহিলা ভিলেনের সংজ্ঞা বদলেছে। কিন্তু করিনা এই ভুল করবে ভাবিনি। ওকেই প্রথম এই রোল দিই। কিন্তু বেবো (করিনার ডাকনাম) বেবোই। ও সবকিছুতেই হালকাভাবে নিয়ে উড়তে চেয়েছিল। তাই অক্ষয়ের বিপরীতে নায়িকার রোলটা নিল, প্রিয়াংকা হল ভিলেন। ও তখন কেরিয়ার গড়ছে। ফলে এই চরিত্র আর পাঁচটা চরিত্রের মতো না হলেও ও নিয়েছিল, চরিত্রটাতে বিশ্বাস করেছিল। তারপর তো নিজেকে প্রমাণ করেই দিল।’

একনজরে সেরা ৫

সত্যই প্রেম

ধনুষের দুই দিদি কার্থিকা কার্থিক ও বিমলা গীতাকে তাঁদের ইনস্টায় ফলো করেন মৃণাল ঠাকুর। ওঁরাও মৃণালকে ফলো করছেন। প্রেমের কথা জানাজানি হতেই এই ঘটনা। তাহলে কি এখন পরিচয়টা পারিবারিক হয়েছে? এর মধ্যে মৃণাল আবার পোস্ট করেছেন সবকিছুতেই তাড়াতাড়ি বড় নজর লেগে যায়। কী ইঙ্গিত করছেন তিনি?

ফিরছেন কাজল

দ্য ট্রায়াল, পেয়ার কানুন ধোকার দ্বিতীয় সিজন আসছে জিও হটস্টারে, ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ সলে। তিনি আইনজীবী নয়নিকা সেনগুপ্তর চরিত্রে। এবার আইনের জগতে নতুন যুদ্ধে নামবেন তিনি। পরিচালনায় উমেশ বিস্ত। আমেরিকান সিরিজ গুড ওয়াইফ অবলম্বনে নির্মিত সিরিজে কাজল ছাড়া আছেন যিশু সেনগুপ্ত, শিবা চাড্ডা, সোনালি কুলকার্নি প্রমুখ।

আশিকি ৩ নয়

পরিচালক মোহিত সুরি আশিকি ৩-এর বদলে সাইয়ারা পরিচালনার কারণ হিসেবে বলছেন, ‘কোনও সিক্যুয়েল বা ফ্র্যাঞ্চাইজি করতে গেলেই এটা আগের থেকে ভালো করতে হবে—জাতীয় চাপ থাকে। আশিকি ৩-এও থাকত। তাছাড়া ওরা ছবিটা তাড়াতাড়ি করতে চেয়েছিল। তাই সরে আসি। স্বাধীনভাবে সাইয়ারা করেছি। আশিকি ৩ অনুরাগ করেছে, খুব ভালো হয়েছে।

এবার ধারাবাহিক

১৯৮৯ সালে চিরঞ্জিৎ ও বাংলাদেশের অঞ্জু ঘোষের বেদের মেয়ে জ্যোৎসনা দারুণ হিট হয়। সেই গল্প নিয়েই বেদেনি জ্যোৎসনার অমর প্রেম নামে নতুন ধারাবাহিক আসছে জি বাংলায়। জ্যোৎসনা হয়েছেন ইন্দ্রাণী। তাঁর বিপরীতে সিদ্ধার্থ সেন। ১১ অগাস্ট থেকে শুটিং শুরু। ইতিমধ্যে সুরিন্দার ফিল্মসের এই প্রোজেক্টের ঝলক লক্ষাধিক দর্শক দেখেছেন।

মারাঠি ভাষায় কথা

সম্প্রতি এক অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন বলিউড অভিনেত্রী কাজল। সেখানেই মারাঠি ভাষায় কথা বলছিলেন। কিন্তু হঠাৎ এক সাংবাদিক তাঁকে হিন্দিতে কথা বলার অনুরোধ করেন। এর জেরে বেজায় বিরক্ত কাজল বলেন, ‘যা যা এতক্ষণ বললাম, সেগুলো কি আবার হিন্দিতে বলতে হবে? যাঁরা বুঝতে চান আমি কী বলছি, তাঁরা এমনিতেই বুঝে যাবেন!’ কাজলের এহেন বক্তব্য সমাজমাধ্যমে ভাইরাল।

৩০০ কোটির তালিকায় সাইয়ারা

একেই বলে রূপকথার দৌড়! ১৯ দিন পর সাইয়ারা ৩০০ কোটির ক্লাবে ঢুকে পড়ল। তার ব্যবসার আনুমানিক পরিমাণ ৩০৪ কোটির মতো। পদ্মাবৎ, সুলতান, ওয়ার ২-এর মতো তারকাখচিত ছবিকে হারিয়ে দেশের ‘হাইয়েস্ট গ্রসিং’ ছবির তালিকায় ১৫ নম্বর জায়গাটি দখল করল এই ছবি। সাইয়ারার সঙ্গে বড় তারকা, বিরাট প্রচার, ফ্র্যাঞ্চাইজির তকমা কিছুই ছিল না। ছবিতে আছে আত্মা--শুধু ভালোবাসা, যা দর্শকদের আত্মাকে ছুঁয়ে গিয়েছে। দর্শক এই ভালোবাসাকে বিশ্বাস করেছে। প্রযোজনা সংস্থার তরফে বলা হয়েছে, তেমনভাবে ভালোবাসার ছবি দর্শককে উপহার দিলে তাঁরা যে দেখেন তা আবার প্রমাণ হয়ে গেল। আমরা ছবির সাফল্যে অভিভূত এবং পরের ছবিটিকেও সেভাবে বানাতে চেষ্টা করব যা দেশকে বিশ্বজুড়ে গর্বিত করবে। ভালো লাগছে তরুণ প্রজন্ম হলে গিয়ে ছবি দেখছে, হলে দেখার ব্যাপারে চেনা মতামতকে উড়িয়ে দিয়ে। এই ছবি প্রমাণ করল, দর্শক আন্তরিকতা, আবেগ এবং ভালো গল্প বলাকে আজও মান্যতা দেয়।

কীরে কেমন লাগছে? রাজকে খোঁচা প্রাক্তনীর

‘কীরে কেমন লাগছে? আমারও ঠিক এরকমই লেগেছিল, ঠিক এই রকমই। বুঝলি তো? হিস্ট্রি রিপিটস। বুকের বাঁ দিকটা চিনচিন করছে তো! আমারও করেছিল, ঠিক তেরো বছর আগে।’

এভাবেই তুনীর থেকে তির ছুড়েছেন রাজ চক্রবর্তীর প্রাক্তনী। ‘ধূমকেতু’ ছবিতে দেব আর শুভশ্রী জুটির রোমান্স দেখে মন্তব্য করেছেন রাজের প্রাক্তন স্ত্রী শতাব্দী। তাঁর বক্তব্যে যোগ করেছেন, ‘আজ তুই যে জায়গায় দাঁড়িয়ে, আমি অনেক আগেই হেঁটেছি সেই পথ ধরে। তোর এই বুকের বাঁদিকের চিনচিনে ব্যথা আমারও খুব চেনা।’

দেবের বাহুডোরে প্রাক্তন স্বামীর স্ত্রী শুভশ্রীকে দেখে খুল্লমখুল্লা শতাব্দী। তবে পরিচালক রাজ চক্রবর্তীও ছক্কা হাঁকিয়েছেন গুটিকয় কথায়, ‘দেবের প্রাক্তন আমার স্ত্রী।’ সপাটে বুঝিয়ে দিয়েছেন, সকলেরই অতীত থাকে, আছে। যতই ঘাঁটাঘাঁটি হবে, ততই দুর্গন্ধ ছড়াবে।

জলপাইগুড়িতে সরকারি জমি দখলের অভিযোগ বহুদিনের। দখলকারীদের বারবার সতর্ক করা হলেও কাজ হয়নি। বুধবার পুরসভার তরফে রাজবাড়ি এলাকায় থাকা বেশ কিছু দোকান ভেঙে দেওয়া হয়। এমনকি নির্দেশ দেওয়া হয়েছে রাজপরিবারের এক সদস্যকেও। অন্যদিকে, মালবাজার স্টেশন রোডেও এদিন দোকান উচ্ছেদ চলে। তবে মার্কেট কমপ্লেক্সে প্রাপ্য দোকান না পেয়ে ক্ষোভ দেখান ব্যবসায়ীরা। দুই শহরের উচ্ছেদ নিয়ে বিশেষ প্রতিবেদন।

হোটেল ও দোকান উচ্ছেদ

সৌরভ দেব

জলপাইগুড়ি, ৬ অগাস্ট : রাজবাড়ি গেট সংলগ্ন সরকারি জমি থেকে হোটেল এবং দোকান উচ্ছেদ করল পুরসভা। বুধবার দুপুরে পুরসভার এগজিকিউটিভ অফিসার দেবদুলাল পাত্র এবং ভাইস চেয়ারম্যান সৈকত চট্টোপাধ্যায়ের উপস্থিতিতে হোটেল এবং দোকান ভেঙে দেওয়া হয়। সেইসঙ্গে রাজবাড়ি এলাকায় রাস্তা দখল করে সদ্য গজিয়ে ওঠা একাধিক দোকানকে তিনদিনের সময় বেঁধে দিয়ে উঠে যেতে নির্দেশ দেওয়া হয়।

অন্যদিকে, রাজপরিবারের এক সদস্য পুরসভা থেকে বিল্ডিং প্ল্যানের অনুমতি না নিয়ে রেস্তোরাঁ বানিয়েছেন। তাঁর রেস্তোরাঁর সামনে অংশ পুরসভার ড্রেনের ওপর রয়েছে। তাঁকেও বিল্ডিং প্ল্যানের জন্য প্রয়োজনীয় নথি জমা দেওয়ার পাশাপাশি ড্রেনের ওপর থাকা অংশটি ভেঙে ফেলার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

এ ব্যাপারে পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান সৈকত চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'পুরসভার তৈরি করা পার্কের সীমানা প্রাচীর ভেঙে কিছু মানুষ সরকারি জমি দখল করে বসে ছিলেন। তাঁদের আমরা এর আগে একাধিকবার সতর্ক করেছিলাম যাতে দোকানগুলো তাঁরা নিজেরাই ভেঙে ফেলেন। কিন্তু তাঁরা সেটি করেননি। তাই পুরসভার তরফে এদিন পুরসভার জমি পুনরুদ্ধারের জন্য অবৈধভাবে তৈরি হওয়া দোকানগুলো ভেঙে দেওয়া হয়েছে।'

যদিও রাজপরিবারের সদস্য সৌম্য বসুর বক্তব্য, 'রেস্তোরাঁটি আমাদের নিজেদের জমিতেই রয়েছে। তা নিয়ে কোনও সমস্যা নেই। তবে পুরসভা যেসব নথি চাইছে সেগুলো আইন মেনে জমা দেওয়া হবে।'

সরকারি জমি দখল করা এখন কার্যত নিত্যদিনের ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। রাস্তার পাশে পূর্ত

দখল পদ্ধতি

- প্রথমে জমি দখল করে বাঁশ-টিন দিয়ে অস্থায়ী ঘর বানিয়ে শুরু হয় ব্যবসা
- মাসকয়েক এভাবে চলে
- যখন দখলকারীরা দেখেন উচ্ছেদের আশঙ্কা নেই, তখন পাকাপাকিভাবে ঘর তৈরি করেন
- সর্বত্রই প্রায় এই পদ্ধতিতেই চলছে সরকারি জমি দখল

দপ্তরের জমি থেকে শুরু করে তিস্তার বাঁধে সেচ দপ্তরের জমি- সর্বত্র দখল করে রাতারাতি গজিয়ে উঠছে হোটেল, রেস্তোরাঁ এবং দোকান। প্রথমে জমি দখল করে বাঁশ-টিন দিয়ে অস্থায়ী ঘর বানিয়ে শুরু হয় ব্যবসা। মাসকয়েক এভাবে চলার পর যখন দখলকারীরা দেখেন উচ্ছেদের কোনও আশঙ্কা নেই, তখন রাতারাতি পাকাপাকিভাবে ঘর তৈরি করে ফেলেন তাঁরা। সর্বত্রই প্রায় এই পদ্ধতিতেই চলছে সরকারি জমি দখল।

রাজবাড়ি গেট সংলগ্ন পুরসভার পার্কে ঠিক এভাবেই দোকান শুরু করেছিলেন প্রবাসী সরকার, রানা হাজরারা। পার্কের সীমানা প্রাচীরের একটা জায়গা ভেঙে যাওয়ায় ওই দিক দিয়ে দোকানে যাতায়াতের রাস্তা বানিয়ে ফেলেন তাঁরা। তবে এই সরকারি জমি দখলের শুরুতেই মাস কয়েক আগে প্রথম খবর প্রকাশিত হয়েছিল উত্তরবঙ্গ সংবাদে। তারপরই নড়েচড়ে বসে পুর কর্তৃপক্ষ।

হোটেল মালিক রানা হাজরার কথায়, 'সীমানা প্রাচীর আগে থেকেই ভাঙা অবস্থায় ছিল। আমি সেই জায়গায় অস্থায়ীভাবে একটি হোটেলের ব্যবসা করছিলাম। পুরসভা আমাদের এখান থেকে আজ তুলে দিয়েছে।'

ইতিপূর্বে ১ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার নীলম শর্মা এবং পুরসভার প্রতিনিধিরা দখলকারীদের নির্দেশ দিয়েছিলেন দোকান ভেঙে ফেলার। কিন্তু তাতে কর্ণপাত করেননি ওই ব্যবসায়ীরা। এরপর তিনদিন আগে ব্যক্তিগত প্রয়োজনে রাজবাড়িপাড়া এলাকার একটি নার্সিংহোমে যাওয়ার সুবাদে ভাইস চেয়ারম্যান নিজেও ওই জমি দখলকারীদের সতর্ক করেছিলেন। কিন্তু তারপরেও কাজ না হওয়ায় এদিন ভাইস চেয়ারম্যান নিজে দাঁড়িয়ে থেকে দোকানঘরগুলো ভেঙে দিলেন।

পুরসভার উদ্যোগে রাজবাড়ি এলাকায় উচ্ছেদ অভিযান। বুধবার জলপাইগুড়িতে।

স্টেশন রোডে অভিযানের মুহূর্তে। বুধবার মালবাজারে।

মালে ক্ষোভ ব্যবসায়ীদের

সুশান্ত ঘোষ

মালবাজার, ৬ অগাস্ট: জলপাইগুড়ির পাশাপাশি মালবাজারেও বুধবার চলল দোকান উচ্ছেদ। এদিন স্টেশন রোডে পুরসভা, বিদ্যুৎ বিভাগ ও পুলিশের উপস্থিতিতে অভিযান চলে। অন্যদিকে, মার্কেট কমপ্লেক্সে তাঁদের প্রাপ্য দোকান থেকে বঞ্চিত করে বহিরাগতদের দেওয়া হয়েছে বলে ক্ষোভে ফেটে পড়লেন ব্যবসায়ীরা। যদিও তাঁরা আদালতের নির্দেশ পালন করছেন বলে জানিয়েছেন মালবাজার থানার আইসি সৌম্যজিৎ মল্লিক। এ ব্যাপারে পুরসভার চেয়ারম্যান উৎপল ভাদুড়ি বলেন, 'আমরা শুধু আদালতের নির্দেশ মেনেই কাজ করেছি। তবে স্টল বরাদ্দ ও শৌচালয় সংক্রান্ত অভিযোগ পেলে খতিয়ে দেখা হবে।'

সূত্রের খবর, স্টেশন রোডের 'বিনয় বাদল দীনেশ' কমপ্লেক্স সংলগ্ন এলাকায় একটি দোকান ঘিরে চলছিল দীর্ঘদিনের বিরোধ। অভিযোগ, কাপড়ের হকার দেবু অধিকারী কমপ্লেক্সের একটি স্থায়ী দোকানের মুখ আটকে ব্যবসা করছিলেন। তাতে তাঁদের ব্যবসায় ক্ষতি হচ্ছিল বলে জানান অমলচন্দ্র রাহা ও অভিজিৎ বণিক। আরও অভিযোগ, সেই দোকানের পেছনে ১০০ কেভিএ ট্রান্সফর্মার এবং বৈদ্যুতিক খুঁটিতে ১১ কেভি ভোল্টেজের লাইন সংযুক্ত রয়েছে। ফলে যখনতখন বড়সড়ো দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। সেই কথা চিন্তা করে কয়েক মাস আগে বিদ্যুৎ দপ্তরের তরফে প্রথমে মাল এসডিও অফিস এবং থানায় জানানো হয় বিষয়টি। কিন্তু কোনও সুরাহা হয় না। পরবর্তীতে ঢাকা পড়ে যাওয়া স্থায়ী দোকানের মালিক অমল ও অভিজিৎ আদালতের দ্বারস্থ হন। তাঁদের অভিযোগের ভিত্তিতে গত মাসের ১০ তারিখ এগজিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট আদালত, মাল পুরসভার চেয়ারম্যান ও থানার আইসি-কে নির্দেশ দেন বিষয়টি নিষ্পত্তি করে আদালতকে রিপোর্ট করতে।

কিন্তু অভিযোগ উঠেছে, কোনও আগাম নোটিশ না দিয়েই বুধবার মালবাজার থানা, বিদ্যুৎ বিভাগ এবং পুরসভা এসে দেবুর দোকানটি উচ্ছেদ করে। প্রতিবাদে সরব হন পার্শ্ববর্তী দোকানদাররা। স্থানীয় দোকানদার উজ্জ্বল আইচের কথায়, 'পুরসভার তরফে মার্কেট কমপ্লেক্স তৈরির সময় আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল, আমাদের সেখানে দোকান বরাদ্দ করা হবে। কিন্তু সেই প্রতিশ্রুতি না রেখে বহিরাগতদের দোকান দেওয়া হয়েছে। আমরা প্রাপ্য হওয়া সত্ত্বেও রাস্তায় বসে ব্যবসা চালাচ্ছি।' একই কথা জানিয়েছেন আরেক দোকানদার বাবলু দাসও।

এই ঘটনায় ওই কাপড়ের হকার কান্নায় ভেঙে পড়ে বলেন, 'গত মাসের ১০ তারিখ কোর্ট একটা নির্দেশ দেয় বিষয়টির মীমাংসা করার। কিন্তু উচ্ছেদের কথা কখনও বলেনি। আমি সময় চেয়েছিলাম স্থানীয় প্রশাসনের কাছে, সেটাও দেয়নি।'

অন্যদিকে, অভিযোগকারী অভিজিতের বিরুদ্ধেও ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন এলাকার ব্যবসায়ীদের একাংশ। তাঁদের অভিযোগ, অভিজিতের দোকানটি পুরসভার শৌচালয় আটকে তৈরি হয়েছে। এতে মানুষজন সেই শৌচালয় ব্যবহার করতে পারছেন না।

কৃষ্ণা চক্রবর্তী নামে এক প্রতিবাদীর কথায়, 'যদি একটা দোকান ভাঙা যায়, তবে অন্যায়ভাবে তৈরি দোকানও ভাঙা উচিত এবং সেখানে পুনরায় শৌচালয় তৈরি করা উচিত।' যদিও অভিজিৎ বলেন, 'আমার দোকান পুরসভা থেকে বরাদ্দ পাওয়া। বিষয়টি পুরসভা ভালো বলতে পারবে। কিন্তু কেউ যদি আমার দোকানের সামনে বসে ব্যবসা করেন, তাহলে আমার সমস্যা হয়। তাই বাধ্য হয়ে অভিযোগ করেছি।'

সবমিলিয়ে এদিনের উচ্ছেদ অভিযানকে গরিব দোকানদারদের ওপর একপ্রকার 'জুলুম' বলেই মনে করছে ব্যবসায়িক মহল।

রাখির বাজারে জগন্নাথ, মোদি

অনীক চৌধুরী

জলপাইগুড়ি, ৬ অগাস্ট : রাখিবন্ধন উৎসবের আর কয়েকদিন বাকি। এর মধ্যে দিনবাজার সহ শহরের অন্য জায়গায় বিভিন্ন দোকানে জায়গা করে নিয়েছে হরেকরকমের রাখি। কোথাও ঝুলছে রাখির মধ্যে ফুলের ডিজাইন, কোথাও আবার বাচ্চাদের জন্য কার্টুন রাখি। গতানুগতিকতার বাইরেও রিস্টব্যান্ডের মতো রাখির ছবি চোখে পড়ছে। এর সঙ্গে বাজারে দেখা যাচ্ছে স্টোন রাখি, জরির রাখিও। কিন্তু বিশেষ আকর্ষণ হিসেবে এবার বাজারে এসেছে জগন্নাথ এবং মোদি রাখি। শুধু রাজনীতির ক্ষেত্রেই নয়, এখন রাখির বাজারে এগুলির পাল্লা ভারী।

রাখিপূর্ণিমা এগিয়ে আসতেই জেলা শহরের বাজার ছেয়ে গিয়েছে মোদি, রাম মন্দির ও দিঘার জগন্নাথের মন্দিরের আদলে তৈরি করা রাখি। এই ধর্মীয় রাখির পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের কার্টুন চরিত্রের ছবি, লাইটিং রাখিও বেশ চর্চায়। দিনবাজারের রাখি ব্যবসায়ী বিজয় দাসের কথায়, 'রাম মন্দির রাখি গতবছর এসেছিল। তবে এবার মোদি ও দিঘার জগন্নাথ মন্দিরের আদলে তৈরি করা রাখিগুলি দেখে ক্রেতারাও বেশ উৎসাহিত। গিফট বক্সের মধ্যে রাখিগুলি এমনভাবে রাখা হয়েছে

যা মনে ভক্তি নিয়ে আসে।' এসবের পাশাপাশি, ক্রেতারা কিনছেন ডোরেমন, মোটু-পাতলু থেকে রকমারি বিখ্যাত কার্টুনের ছবি করা রাখি। দোকানদাররা জানিয়েছেন, এই সব কার্টুন চরিত্রের প্রতি আকর্ষিত হয়ে রাখিগুলি দেখতে ও কিনতে ভিড় করছে বাবা-মায়ের সঙ্গে আসা খুদেরা। যার ডিজাইন অন্যবারের থেকে আলাদা বলেই মানছেন ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়পক্ষ। ব্যবসায়ী অনীতা শা

জানিয়েছেন, বাজারে কার্টুন রাখির চাহিদা ভালো। দোকানে রাখি কিনতে আসা খুদে অনয়া দাস বলে, 'এবার খুব সুন্দর সুন্দর কার্টুন রাখি এসেছে। ডোরেমন, ছোটা ভীম এবং লাইট রাখি খুবই ভালো লাগছে। আমার তিন দাদা আর বন্ধুদের জন্য এগুলোই কিনব।'

এবার রুপোর রাখিও বিক্রি হচ্ছে দোকানে। ব্যবসায়ী শুভম প্রসাদ বলেন, 'আমরা এবার ১.৫-২

গ্রামের রুপোর রাখি তৈরি করেছি। ৪০০ টাকা করে বিক্রি করছি। মাড়োয়ারি সম্প্রদায়ের মানুষ এই রাখি বেশি কিনছেন।' প্রায় ২৫ বছর ধরে জলপাইগুড়িতে রাখি বিক্রি ও সাপ্লাই করেন ব্যবসায়ী বিকাশ সেন। আগে ক্রেতারা বড় স্পঞ্জ-চুমকির রাখি নিতেন বলে জানিয়েছেন তিনি। কিন্তু বিগত কয়েক বছর থেকে ব্যান্ড রাখির প্রচলন এসেছে বলে জানান তিনি।

টুকরো খবর

রাস্তা আটকে উদ্বোধন

জলপাইগুড়ি, ৬ অগাস্ট : রাস্তা আটকে হল সাইনেস বসানোর অনুষ্ঠান। ৬ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলারের ভাতায় বুধবার উকিলপাড়া মোড়ে 'আই লাভ ওয়ার্ড ৬' লেখা একটি সাইনেস বসানো হয়। কিন্তু উকিলপাড়া মোড় আটকে অনুষ্ঠান করায় শহরবাসীর একাংশ সমস্যায় পড়েন। কদমতলা মোড় থেকে যাঁরা শান্তিপাড়া, মোহন্তপাড়া, বেগুনটারি, দিশারি মোড় গিয়েছেন, তাঁদের ঘুরপথে কামারপাড়া হয়ে যেতে হয়েছে। শুধু তাই নয়, ওই পথ ধরে অনেকেই জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে যান। বাসিন্দা তমাল বসু বলেন, 'বাইক নিয়ে জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে যাচ্ছিলাম। মা ভর্তি রয়েছেন। কিন্তু উকিলপাড়া মোড়ে অনুষ্ঠানের জন্য কামারপাড়া দিয়ে ঘুরে যেতে বাধ্য হয়েছি।' ওই ওয়ার্ডের কাউন্সিলার সুব্রত পাল বলেন, 'মানুষের অসুবিধার জন্য আমরা দুঃখিত। আগে থেকে প্রচার না চালানোয় সমস্যা হয়েছে। তবে, কেউ হাসপাতালে যাচ্ছেন জানালে রাস্তা নিশ্চয়ই খোলা হত। যেমন অ্যাম্বুল্যান্স যেতে দেওয়া হয়েছে।'

গেট সংস্কার

জলপাইগুড়ি, ৬ অগাস্ট : জলপাইগুড়ির রাজবাড়ি গেট সংস্কার এবং গেট সংলগ্ন পার্কটির সৌন্দর্যায়নের উদ্যোগ নিয়েছে জলপাইগুড়ি পুরসভা। ইতিমধ্যে টেন্ডার করে একটি সংস্থাকে কাজের বরাত দেওয়া হয়েছে। আগামী কয়েকদিনের মধ্যে কাজ শুরু হবে বলে জানিয়েছে পুরসভা। পুরসভার তরফে রাজবাড়ি গেট এবং পার্ক সংস্কারের জন্য প্রায় ৩৬ লক্ষ টাকা বরাদ্দ হয়েছে।

ফের রাত দখল

জলপাইগুড়ি, ৬ অগাস্ট : ৯ অগাস্ট হতে চলেছে অভয়ার কাণ্ডের এক বছর। এতদিন পেরিয়ে গেলেও সঠিক বিচার হয়নি বলে অভিমত জলপাইগুড়ি নাগরিক সংসদের। বুধবার সাংবাদিক বৈঠক করে ৯ ও ১৪ অগাস্ট-এর কর্মসূচি জানিয়েছেন, নাগরিক সংসদের সভাপতি ডাঃ পান্থ দাশগুপ্ত। তিনি বলেন, 'অভয়া যাতে সুবিচার পায়, সেজন্য এতদিন আমরা পথে ছিলাম, আগামীতেও থাকব। ৯ অগাস্ট অভয়া চত্বর থেকে বিকেলে একটি মিছিল শহর পরিক্রমা করবে। এরপর কদমতলা মোড়ে সকলে জমায়েত হব।' ১৪ অগাস্ট শান্তিপাড়া মোড়ে রাত ১০টা থেকে ১২টা পর্যন্ত এক প্রতিবাদী জমায়েতের ডাক দেওয়া হয়েছে।

১ লক্ষ গাপ্পি

জলপাইগুড়ি, ৬ অগাস্ট : ডেঙ্গি প্রতিরোধে শহরজুড়ে গাপ্পি মাছ ছাড়ল জলপাইগুড়ি পুরসভা। বুধবার ২৫টি ওয়ার্ডে মোট ১ লক্ষ গাপ্পি মাছ ছাড়া হয়েছে বলে পুরসভার তরফে জানানো হয়েছে। এদিন বিকেলে পুরসভার ১২ নম্বর ওয়ার্ডের নালায় অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে এই গাপ্পি মাছ ছাড়া হয়।

মানববন্ধন

জলপাইগুড়ি, ৬ অগাস্ট : বিভাগীয় বিমা কর্মচারী সমিতির জলপাইগুড়ি মহিলা উপসমিতির আহ্বানে উত্তরবঙ্গের এলআইসি অফিসগুলিতে বুধবার যুদ্ধবিরোধী কর্মসূচি পালন করা হয়। জলপাইগুড়ির শান্তিপাড়ায় এলআইসির বিভাগীয় অফিসের সামনে ও কদমতলায় শতাধিক বিমা কর্মচারী, এজেন্টরা যৌথভাবে যুদ্ধের বিরুদ্ধে বিশ্বশান্তির দাবিতে মানববন্ধন কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন। এছাড়াও জেলা বিজ্ঞানমঞ্চের সদস্যরাও এই কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন। সমিতির মহিলা নেতা শতরূপা বসু জানালেন, 'বিশ্বজুড়ে যে যুদ্ধ পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে আমরা তা চাই না।'

পথসভা

ধূপগুড়ি, ৬ অগাস্ট : বিজেপি শাসিত রাজ্যে বাংলাভাষীদের ওপর হামলা এবং হেনস্তার অভিযোগ তুলে বুধবার বিকেলে বিক্ষোভ মিছিল ও পথসভা করলেন সিপিএমের ধূপগুড়ি এরিয়া কমিটির নেতা-কর্মীরা। এদিন স্থানীয় কলেজ রোডে সিপিএমের দলীয় দপ্তর থেকে মিছিল শহরের বিভিন্ন এলাকা পরিক্রমা করে চৌপথি মোড়ে শেষ হয়। এরপর পথসভায় বক্তব্য রাখেন সিপিএম নেতারা। দলের ধূপগুড়ি এরিয়া কমিটির সম্পাদক জয়ন্ত মজুমদার বলেন, 'বিজেপি ও আরএসএস নির্লজ্জের মতো বাঙালিদের ওপর আক্রমণ করে চলেছে। অবিলম্বে এই আক্রমণ বন্ধ না হল বিজেপিকে এর ফল ভুগতে হবে।'

uttarbangasambad.com

অন্তর্জালে মাত্র

এক ~~মাইল~~ মেইল দূরে আমরা

যে কোনও বিষয়ে লেখা পাঠাতে কিংবা পরামর্শের জন্য ই-মেইল করুন

যে কোনও জরুরি প্রয়োজনে হোয়াটসঅ্যাপে জুড়তে পারেন

9735739677

রংদার রোববারে লেখা পাঠাতে ubsrobbar@gmail.com
জনমতে চিঠি দিতে janamat.ubs@gmail.com
উত্তর সম্পাদকীয়তে লিখতে ubsedit@gmail.com
সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আমন্ত্রণ জানাতে uttorerlekha@gmail.com
ছিরে চিরায়ত প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে photocontestubs@gmail.com
উত্তরের তারকাদের হদিস দিতে taraderkathaubs@gmail.com
নন্দিনীর পাতায় রেসিপি কিংবা টিপস শেয়ার করতে nandiniuttarbanga@gmail.com
চিকিৎসা কিংবা গবেষণা সংক্রান্ত লেখা পাঠাতে health.uttarbanga@gmail.com
পড়াশোনার টিপস কিংবা শিক্ষামূলক লেখা লিখতে porasona.ubs@gmail.com
চাষবাস সম্পর্কিত তথ্য কিংবা ছাদবাগান নিয়ে জানাতে krishi.ubs@gmail.com
পাঠকের লেন্সে ছবি পাঠাতে picforubs@gmail.com
ক্যাম্পাস বিভাগে স্কুল-কলেজের খবর জানাতে ubscampus2@gmail.com
শিশু-কিশোর বিভাগে গল্প-কবিতা-ছবি দিতে ubssishukishor@gmail.com
সরাসরি সম্পাদক editor.uttarbanga@gmail.com

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয় উত্তরবঙ্গ সংবাদ

হরিয়ানা পুলিশের বিরুদ্ধে জুনেদ

গোয়ালপোখর থানায় অভিযোগ দায়ের

মহম্মদ আশরাফুল হক

গোয়ালপোখর, ৬ অগাস্ট : হরিয়ানা পুলিশের বিরুদ্ধে নির্যাতনের অভিযোগ দায়ের করলেন গোয়ালপোখরের পরিযায়ী শ্রমিক জুনেদ আলম। তিনি গত বুধবার ভাঙা পা নিয়ে বাড়ি ফিরেছেন। এক সপ্তাহ পর বুধবার জুনেদ গোয়ালপোখর থানায় কার্নালের সিভিল লাইন থানার পুলিশকর্মীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছেন। উত্তর দিনাজপুর জেলার পরিযায়ীদের মধ্যে এই প্রথম কেউ হরিয়ানা পুলিশের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করলেন। গোয়ালপোখর থানার তরফে জানানো হয়েছে, অভিযোগ হয়েছে। আইন অনুযায়ী পদক্ষেপ করা হবে।

'বাংলাদেশি' তকমা দিয়ে পশ্চিমবঙ্গের পরিযায়ী শ্রমিকদের হেনস্তার অভিযোগ উঠেছে হরিয়ানা, দিল্লি, ওড়িশায়। গোয়ালপোখর এলাকার বহু পরিযায়ী হেনস্তার শিকার হয়েছেন। সোলপাড়ার বাসিন্দা জুনেদ আলমকে মারধরের

হরিয়ানা পুলিশের মারে আহত পরিযায়ী শ্রমিক জুনেদ আলম।

অভিযোগ উঠেছে হরিয়ানার কার্নালের সিভিল লাইন থানার বিরুদ্ধে।

পরিবারের অভিযোগ, পনেরো বছর ধরে পানিপথের কার্পেট ফ্যাক্টরিতে কাজ করছেন জুনেদ। এতদিন কোনও সমস্যা হয়নি। অভিযোগ, গত ২৪ জুলাই বাংলাদেশি সন্দেহে হরিয়ানা পুলিশ জুনেদকে থানায় তুলে নিয়ে যায়। দীর্ঘ সময় তাঁকে থানায় আটকে রাখা হয়। চলে নির্যাতন।

জুনেদের কথায়, 'কয়েকজন পুলিশকর্মী আমার পায়ের উপর চড়ে একটি পা ভেঙে দেন। আমি বারবার বলেছি, আমি ভারতীয়, পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দা। দয়া করে মারবেন না। কিন্তু ওঁরা তাতে কান দেননি। জোর করছিলেন, যাতে আমি নিজেকে বাংলাদেশি বলে পরিচয় দিই।' তাঁর সংযোজন, 'আমার পা ভাঙা সত্ত্বেও ওঁরা চিকিৎসার ব্যবস্থা করেননি। অবশেষে ২৬ তারিখ আমাকে ছেড়ে দেওয়া হয়।'

> কয়েকজন পুলিশকর্মী আমার পায়ের উপর চড়ে একটি পা ভেঙে দেন। আমি বারবার বলেছি, আমি ভারতীয়, পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দা। কিন্তু ওঁরা তাতে কান দেননি। জোর করছিলেন, যাতে আমি নিজেকে বাংলাদেশি বলে পরিচয় দিই।
>
> **জুনেদ আলম**
> পরিযায়ী শ্রমিক

জুনেদের অভিযোগ, পুলিশ তাঁকে বিনা কারণে মারধর করেছে। বর্তমানে তিনি চিকিৎসাধীন। ইসলামপুর মহকুমার এক সমাজকর্মী মেঘলাল মণ্ডলের বক্তব্য, এই ঘটনা শুধু গোয়ালপোখর নয়, রাজ্যের অন্য শ্রমিকদের জন্যও উদ্বেগের।

এদিকে, জুনেদের পরিবার এখন আর্থিক সংকটে। তারা ন্যায়বিচার দাবি করেছে। গোয়ালপোখর থানার তরফে জানানো হয়েছে, অভিযোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

রাস্তা খুঁজতে কোপ পাহাড়ে

ভাঙন বাড়তে শুরু করেছে সেবকে

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ৬ অগাস্ট : বিকেল হওয়ার আগেই সেবকের করোনেশন সেতু সংলগ্ন রাস্তায় গাড়ির লাইন। একই ভিড় চিত্রে সংলগ্ন এলাকায়। কখন সন্ধে ৬টা বাজবে, সেই প্রতীক্ষা রাস্তাটির দুই প্রান্তের ভিড়ে। কিন্তু পূর্বনির্ধারিত সময়ে ১০ নম্বর জাতীয় সড়ক থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার হয়নি। বরং নিষেধাজ্ঞার সময়সীমা বাড়িয়ে আগামী শুক্রবার সকাল ৯টা পর্যন্ত জাতীয় সড়কটিতে যান চলাচল বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ন্যাশনাল হাইওয়ে অ্যান্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেড (এনএইচআইডিসিএল) কিন্তু নতুন করে কেন নিষেধাজ্ঞার নির্দেশিকা জারি করতে হল? সূত্রের খবর, পাহাড় যত কাটা হচ্ছে, ততই ওপর থেকে মাটি-বোল্ডার আছড়ে পড়ছে। যদিও কেন্দ্রীয় সড়ক সংস্থাটির পিএমইউ-শিলিগুড়ির জেনারেল ম্যানেজার (পি) রাহুলকুমার গুপ্ত বলছেন, 'কিছু জরুরি কাজ ও পথ নিরাপত্তায় নজর রেখে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।'

সেবক-রংপো রেলপ্রকল্পের কাজ শুরু হতেই একটা প্রশ্ন বড় হয়ে উঠেছিল, ভঙ্গুর হিমালয়ে কেন এমন প্রকল্প? পাহাড়-পরিবেশ ধ্বংসের আশঙ্কাতেই এই প্রশ্ন উঠেছিল। মঙ্গলবার যেভাবে প্রকল্পটির সাত নম্বর টানেলের একটি গার্ডওয়াল ভেঙে পড়েছে তাতে এই আশঙ্কা যে অমূলক ছিল না, তা প্রমাণিত। একইরকমভাবে এখন প্রশ্ন উঠছে, তিস্তার শাসনে নদীটিতে গার্ডওয়াল না দিয়ে রাস্তা তৈরিতে আর কতবার পাহাড় কাটা হবে? বিরিকদাড়া হোক বা তারখোলা, যেখানেই ভূমিধসে বা অন্য কোনও কারণে তিস্তায় তলিয়ে যায় রাস্তা, সেখানেই নতুন করে শুরু হয় পাহাড় কাটা। যেমন,

রাস্তা তৈরি হচ্ছে শ্বেতিঝোরায়।

এখন রাস্তা তৈরিতে পাহাড় কাটা হচ্ছে শ্বেতিঝোরায়। গত রবিবার এখানে জাতীয় সড়কের একটা বড় অংশ তিস্তার গ্রাসে চলে যায়। ওইদিনই পরবর্তী তিনদিনের জন্য সেবক থেকে চিত্রে পর্যন্ত জাতীয় সড়কটিতে যান চলাচলে নিষেধাজ্ঞা জারি করে এনএইচআইডিসিএল। জানিয়ে দেওয়া হয়, বুধবার সন্ধ্যা ৬টার মধ্যে সমস্ত কাজ শেষ করে যান চলাচলে অনুমতি দেওয়া হবে। কিন্তু তা হয়নি। বরং আরও দু'দিন নিষেধাজ্ঞা বাড়ানো হয়েছে এদিন। পাহাড় কাটার সময় ওপর থেকে ধস নামায় এই সিদ্ধান্ত বলে খবর। যাতে স্পষ্ট, ভঙ্গুর থেকে আরও দুর্বল হয়ে পড়েছে সেবক পাহাড়। যেভাবে পাহাড় কাটা হচ্ছে, একাধিক প্রকল্পের ভারে ধস নামছে, তাতে ভবিষ্যতে পাহাড়টি থাকবে কি না, সেটাই এখন সংশয়ের।

তাৎপর্যপূর্ণভাবে প্রতিটি অঘটনের ক্ষেত্রে ঢাল হিসেবে পাহাড়ের অতিবৃষ্টিকে সামনে নিয়ে আসা হচ্ছে। যেমন, মঙ্গলবার রেলপ্রকল্পটির গার্ডওয়াল ভেঙে পড়ার পর একই দাবি করা হয়েছে ইন্ডিয়ান রেলওয়ে কনস্ট্রাকশন ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেডের (ইরকন) তরফে। সংস্থার প্রোজেক্ট ডিরেক্টর মহিন্দর সিংয়ের দাবি, 'টানা প্রবল বৃষ্টির জন্য ঘটনাটি ঘটেছে। তবে ঘটনাটি ঘটেছে টানেল থেকে ৩০ মিটার দূরে। ফলে প্রকল্পটির কোনও ক্ষতি হয়নি।' প্রশ্ন হল, প্রবল বৃষ্টি যদি এমন ঘটনা ঘটিয়ে থাকে, তবে অদূরভবিষ্যতে কী হবে? আগামীদিনে প্রবল বৃষ্টি কি হবে না? ১০ নম্বর জাতীয় সড়কের বেহাল অবস্থার জন্যও ভারী বৃষ্টিকে দায়ী করছে এনএইচআইডিসিএল বা জেলা প্রশাসন। কিন্তু পরিসংখ্যান বলছে, চলতি বর্ষায় এখন পর্যন্ত অস্বাভাবিক বৃষ্টি হয়নি পাহাড়ে। বরং এই দুটি প্রকল্প যে অঞ্চলের মধ্যে রয়েছে, সেখানে ১ জুন থেকে বুধবার পর্যন্ত বৃষ্টির ঘাটতি রয়েছে। দার্জিলিংয়ে ৩৭ শতাংশ, কালিম্পংয়ে ৯ শতাংশ এবং পাকিয়ং জেলায় বৃষ্টির ঘাটতির পরিমাণ ১০ শতাংশ। তিস্তার একটা বড় অংশ রয়েছে সিকিমে। পাহাড়ি রাজ্যটিতে বৃষ্টির ঘাটতি ২২ শতাংশ।

শুভেন্দুর অভিযোগে উদয়নের নাম

শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ৬ অগাস্ট : তাঁর ওপর হামলার ঘটনায় উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ, তৃণমূলের কোচবিহার জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক সহ ৪১ জন তৃণমূল নেতা-কর্মীর নামে লিখিত অভিযোগ দায়ের করলেন শুভেন্দু অধিকারী। বিধানসভার বিরোধী দলনেতার তরফে আইনজীবী অনীশকুমার মুখোপাধ্যায় ই-মেল মারফত কোচবিহারের পুলিশ সুপার, কোতোয়ালি থানার আইসি এবং ঘোকসাডাঙ্গা থানার ওসিকে মঙ্গলবার রাতেই অভিযোগপত্র পাঠিয়েছেন। তবে অভিযোগের প্রেক্ষিতে মামলা দায়ের করা হয়েছে কি না তা স্পষ্ট করে বলছেন না জেলা পুলিশের আধিকারিকরা। তবে মঙ্গলবারের ঘটনায় পুলিশের গাড়ি ভাঙচুর, পুলিশের ওপর চড়াও হওয়ার অভিযোগে বুধবার পুলিশের পক্ষ থেকে পুণ্ডিবাড়ি থানায় একটি স্বতঃপ্রণোদিত মামলা দায়ের করা হয়েছে। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রসঙ্গে এদিন শুভেন্দুকে কটাক্ষ করেছেন উদয়ন। তাঁর কথা, 'শুভেন্দু অধিকারী বলেছেন, রোহিঙ্গারা নাকি তাঁর ওপর হামলা করেছে। কিন্তু তাঁর অভিযোগপত্রে একজন রোহিঙ্গারও নাম পাওয়া যায়নি। তাহলে কি রোহিঙ্গাদের সঙ্গে তলে তলে সেটিং করে নিয়েছেন বিরোধী দলনেতা?' ঘটনার দিন কোচবিহার শহরেই যাননি এমন অনেকের নাম অভিযোগপত্রে রয়েছে বলে দাবি করেছেন উদয়ন।

বহিরাগতদের এনে মারধরে বিতর্ক

শিলিগুড়ি, ৬ অগাস্ট : কলেজ ছাত্রীদের কুকথা বলার অভিযোগে দুই মহিলার উপর বহিরাগতদের হামলা নিয়ে ক্রমশ ক্ষোভ বাড়ছে শিলিগুড়ি শহরে। ওই বহিরাগতদের কারা ডেকেছিলেন, কেন তাঁরা দুই জনপ্রতিনিধির সামনে ওই বাড়িতে ঢুকে আইন নিজেদের হাতে তুলে নিলেন, কেন জনপ্রতিনিধিরা বিষয়টি নিয়ে পুলিশকে পরবর্তীতে কোনও অভিযোগ জানালেন না- বুধবার এমন নানা প্রশ্নে শহর সরগরম হয়ে উঠেছে। বাইরে থেকে লোকজন ডেকে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটানোয় ওই ছাত্রীদের জড়িত থাকার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। কিন্তু তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদ পর্যন্ত পুলিশ কেন করেনি, এমন প্রশ্নও উঠছে। ঘটনায় রাজনৈতিক রং লাগছে। ঘটনাস্থলে উপস্থিত থাকা তৃণমূল কাউন্সিলার শোভা সুব্বা অবশ্য দাবি করেছেন, তাঁরা মৌখিকভাবে পুলিশকে বিষয়টি জানিয়েছিলেন।

এদিকে, পুরনিগমের ১৭ নম্বর ওয়ার্ডে পাঁচ কলেজ ছাত্রীকে কুকথা বলায় অভিযুক্ত লীলা দত্ত ও রুবি দত্তের জামিন মঞ্জুর করল শিলিগুড়ি মহকুমা আদালত। বুধবার আইনশৃঙ্খলা অবনতির আশঙ্কায় ওই দুই মহিলাকে থানার একটি ঘরে বসিয়ে ভার্চুয়াল শুনানির আয়োজন করা হয়। তাঁদের জামিন মঞ্জুর করেন বিচারক।

বুধবার এব্যাপারে পুলিশ কমিশনার সি সুধাকরকে চিঠি পাঠিয়েছেন শিলিগুড়ির বিধাক শংকর ঘোষ। তাঁর বক্তব্য, 'কুকথার ঘটনায় অভিযুক্ত দুই মহিলার বিরুদ্ধে কলেজ ছাত্রীরা থানায় অভিযোগ জানিয়েছে। পুলিশ তদন্ত করছে। কিন্তু ঘটনাকে সামনে রেখে কিছু নেতা বহিরাগতদের পাঠিয়ে এক অস্থির পরিস্থিতি তৈরি করল। অভিযুক্ত এক মহিলাকে বাড়িতে ঢুকে দুই কাউন্সিলারের সামনে মারধর করা হল। বিভিন্ন ধরনের স্লোগান দিল। এসব ব্যাপারেও নিরপেক্ষ তদন্ত হওয়া প্রয়োজন। খোদ মেয়রের ওয়ার্ডে এরকম ঘটনা মেনে নেওয়া যায় না।'

আইন হাতে নিয়ে বাড়িতে ঢুকে মারধরের ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়েছে বঙ্গীয় হিন্দু মহামঞ্চও। ঘটনায় আহত লীলা দত্ত তাঁর ওপর আক্রমণের ঘটনায় শিলিগুড়ি থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করেছেন। জানা গিয়েছে, অভিযোগপত্রে নির্দিষ্ট করে কারও নাম দেওয়া হয়নি। শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি (ইস্ট) রাকেশ সিং বলছেন, 'লীলা একটি অভিযোগ দায়ের করেছেন। নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করা হয়েছে।'

কলেজ ছাত্রীদের কুকথা বলার ঘটনায় মঙ্গলবার পাহাড়-ডুয়ার্স থেকে আসা তরুণ, তরুণীরা প্রতিবাদ জানাতে গোর্খাল্যান্ডের ইস্যুজুড়ে বিভিন্ন ধরনের স্লোগান দিয়েছিল। ইন্ডিয়ান গোর্খা জনশক্তি ফ্রন্টের তরফেও ঘটনার সঙ্গে গোর্খাল্যান্ডের প্রয়োজনীয়তার তত্ত্ব তুলে ধরা হয়েছিল। ওই দলের আহ্বায়ক জিটিএ সদস্য অজয় এডওয়ার্ড। বুধবার তিনি ওই পাঁচ কলেজ ছাত্রীর সঙ্গে রাসবিহারী সরণির ভাড়াবাড়িতে দেখা করতে আসেন। ঘটনার সঙ্গে গোর্খাল্যান্ড ইস্যু জড়িয়ে দেওয়ার প্রশ্নে কার্যত তিনি ঢোঁক গেলেন। অজয়ের দাবি, 'ছাত্রীদের সঙ্গে হওয়া ঘটনার সঙ্গে রাজনীতির কোনও যোগ নেই। ছাত্রীদের জাতিবিদ্বেষী কথা বলা হয়েছে। কিন্তু সমাজে অল্প সংখ্যক মানুষ রয়েছেন যাঁরা জাতিবিদ্বেষী। শিলিগুড়িতে বিভিন্ন ধর্ম, ভাষা, সংস্কৃতির মানুষের মধ্যে ঐক্য রয়েছে। সেটা যাতে বজায় থাকে, সেটাই চাই।'

পেশায় মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভ অনিকেশ কর বলেন, 'ওই কলেজ ছাত্রীদের বয়স কম। ওদের নিশ্চয়ই কেউ প্ররোচনা দিয়ে লোক জড়ো করিয়েছে। এর পিছনে আসল অভিসন্ধি কী ছিল, সেটা তদন্ত করা প্রয়োজন। সেক্ষেত্রে ওই কলেজ ছাত্রীদের জিজ্ঞাসাবাদ করা প্রয়োজন রয়েছে। আসলে এখানে অস্থিরতা তৈরির বড় চক্রান্ত করা হয়েছে।'

তৃণমূলকে তোপ শ্যামলের

নাগরাকাটা, ৬ অগাস্ট : ক্ষমতায় আসার পর থেকে তৃণমূল কংগ্রেস যা করছে তার ফিডব্যাক ওরা ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনেই পেয়ে যাবে বলে শাসকদলের বিরুদ্ধে তোপ দাগলেন বিজেপির জলপাইগুড়ি জেলা কমিটির সভাপতি শ্যামল রায়। বুধবার নাগরাকাটায় দলের একটি সাংগঠনিক সভায় এসে শ্যামল বলেন, 'হার নিশ্চিত জেনে তৃণমূল এখন ভয়ভীতির পরিবেশ সৃষ্টি করছে। তবে লাভ হবে না।'

নাগরাকাটার অগ্রসেন ভবনে আয়োজিত নাগরাকাটা বিধানসভা এলাকার অন্তর্গত দলের বিভিন্ন মণ্ডল কমিটি সহ বুথ স্তরের নেতাদের নিয়ে আগামী নির্বাচনকে সামনে রেখে ওই সভাটি হয়। সেখানে শ্যামল শুভেন্দু অধিকারীর কনভয়ের ওপর হামলার প্রসঙ্গ তুলে বলেন, 'তৃণমূল নেত্রী ভালো করেই জানেন তিনি ২০১১ থেকে এপর্যন্ত ঠিক কী কী করছেন। এর ফিডব্যাক আসন্ন ভোটে পেয়ে যাবেন। তাঁর বিসর্জন নিশ্চিত। ভয়ের পরিবেশ তৈরির পুরোনো পদ্ধতিকে ফের নতুন করে চালিয়ে ২০২৬-এ ক্ষমতায় আসার প্রয়াস শুরু করেছেন। মানুষ সবকিছু দেখছেন। আগামী ভোটে ওদের বিসর্জন নিশ্চিত।'

বিজেপির এদিনের সভায় অন্যদের মধ্যে ছিলেন জলপাইগুড়ি জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক মনোজ ভুজেল, এসটি মোর্চার রাজ্য কমিটির সহ সভানেত্রী সীমা কেরকেট্টা, নাগরাকাটা ১ নম্বর মণ্ডল কমিটির সভাপতি তন্ময় নার্জিনারি প্রমুখ।

কমিশনের বিরুদ্ধে জেহাদ

প্রথম পাতার পর

কার ক্ষমতা দিয়ে একাজ করছ? অমিত শা'র দালালি করছ!' তিনি কার্যত হুংকার দেন, 'কারও নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ দিতে হলে আমার দেহের ওপর দিয়ে যেতে হবে। ভুলে যান পার্টি। একটা নামও যেন বাদ না যায়!' ঝাড়গ্রামের সভা থেকে মুখ্যমন্ত্রী যেভাবে কমিশনকে বিজেপির ক্রীতদাস বলেছেন, তাও বেনজির সংঘাতের ইঙ্গিত। তিনি বলেন, 'অনেক সহ্য করেছি। আর নয়। সংশোধনের নামে ভোটার তালিকা থেকে যদি একটি নামও বাদ যায়, তাহলে সারা বিশ্ব ঘুরে তোমাদের মুখোশ খুলে দেব।' মুখ্যমন্ত্রী চ্যালেঞ্জ করেন, 'জ্যান্ত বাঘের চেয়ে আহত বাঘ বেশি ভয়ংকর। আমাকে আহত করার চেষ্টা করবেন না।' তাঁর দলকে সরকার থেকে উচ্ছেদ করা সহজ নয় বলে ঘোষণা করেন তিনি। সগর্বে মুখ্যমন্ত্রীর ভাষায়, 'আমি যেদিন নিজে মনে করব, সেদিন আমাকে হটাতে পারবেন। যেদিন আমি মনে করব না, সেদিন আপনার লোকেরাও আমাকে ভোট দেবেন। কেননা, তাঁদেরও আশ্রয় চাই, ঠিকানা চাই।'

রেড অ্যালার্ট তৃণমূল নেতৃত্বের

প্রথম পাতার পর

সালের লোকসভা ভোটে শহরে ৬৯৩৬ ভোটে বিজেপির কাছে পিছিয়ে পড়েছে তৃণমূল প্রার্থী। লাগাতার এই পিছিয়ে পড়ার জন্য দলের স্থানীয় নেতৃত্ব, এমনকি পুর প্রতিনিধিরা এদিন কার্যত তোপের মুখে পড়েন।

২০২৩ সালে বিধানসভা উপনির্বাচনে জয়ের পর মহকুমা ঘোষণা, বানারহাট ও ধূপগুড়িতে দুটি বড় মাপের হাসপাতাল তৈরি সহ একশো কোটি টাকার বেশি সরকারি বিনিয়োগ হয়েছে ধূপগুড়ি বিধানসভা এলাকায়। তারপরেও ভোটে দলের পিছিয়ে পড়া মানতে নারাজ জোড়াফুল শীর্ষ নেতৃত্ব। দলীয় নেতাদের মনোভাবে স্পষ্ট ধূপগুড়িতে দলের অনেকের ওপরে অচিরেই কোপ পড়তে চলেছে। আগামী বিধানসভা ভোটের আগে ধূপগুড়ি শহর এবং বিধানসভা এলাকায় দলের সাংগঠনিক ক্ষমতা বৃদ্ধি, জনসংযোগ এবং কাজের মাধ্যমে দলের প্রতি মানুষের মন ফেরাতে 'কঠিন সিদ্ধান্ত' নেওয়ার পথেই হাঁটতে চলেছে তৃণমূল হাইকমান্ড। ধূপগুড়ি ইস্যুতে শীর্ষ নেতাদের ক্ষোভ এবং তার জেরে সিদ্ধান্ত নিয়ে এদিনের সভায় হাজির ধূপগুড়ির বিধায়ক নির্মলচন্দ্র রায় বলেন, 'কে কোথায় কী বলেছেন জানি না। তবে পুরোটাই দলের সাংগঠনিক বৈঠক ছিল। দলীয় কর্মসূচি এবং সাংগঠনিক কাজ ছাড়া আর কিছু আলোচনা হয়েছে বলে আমার অন্তত জানা নেই।'

দলীয় নেতারা মুখে কুলুপ আঁটলেও চলতি অগাস্ট মাসের মধ্যেই পুরো চিত্র পরিষ্কার হয়ে যাবে বলে মনে করছেন জেলা নেতারা। জেলাভিত্তিক পর্যালোচনা বৈঠকের পর ধূপগুড়ি নিয়ে দলনেত্রীর সঙ্গে সুব্রত বক্সী ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আরেক দফা আলোচনার পরেই দ্রুত দলীয় নির্দেশ দেওয়া হবে। আইপ্যাক সহ একাধিক বেসরকারি সংস্থার সার্ভের রিপোর্টে ধূপগুড়িকে দলীয় হিসেবে লাল দাগ দেওয়া হয়েছে। সেই সুবাদেই এমন কঠিন সিদ্ধান্ত।

নথিতে গরমিল

প্রথম পাতার পর

পর্যন্ত বিভিন্ন ওয়ার্ক অর্ডার সহ অন্যান্য রেকর্ডও উধাও হয়ে গিয়েছে পুরসভা থেকে। অডিট টিমের অফিসাররা খতিয়ে দেখেছেন, কাজ হয়েছে অথচ তার অনুমোদন নেই, এমন বেশ কিছু কাজের বিল আটকে আছে পুরসভায়। বকেয়া বিলের জন্য ঠিকাদাররা দ্বারস্থ হয়েছে উচ্চ আদালতে। পুরসভার প্রায় প্রতিটি বিভাগেই কিছু না কিছু গরমিল ধরা পড়েছে অডিটে।

প্রথমে জানা গিয়েছিল বিগত পাঁচ বছরের নথিপত্র যাচাইয়ের জন্য অডিট টিম আসছে। তবে অডিট শুরু হওয়ার পর শেষ দশ বছরের সমস্ত নথিপত্র যাচাই করে এই দলটি। হাইমাস্ট লাইটের কাজের খতিয়ান, বিল মেটানোর পদ্ধতি, টেন্ডার প্রক্রিয়া, প্রশাসনিক অনুমোদন, পুরসভার রেজোলিউশন, আর্থিক লেনদেন ইত্যাদি খতিয়ে দেখেছে এই চার সদস্যের দলটি।

ঠিকাদার শিবরতন আগরওয়াল মাল শহরে যে হাইমাস্ট লাইটের কাজ করেছেন তার মোট ৫০ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকার বিলের মধ্যে ৫ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা এখনও বকেয়া। সেই বিল মেটানোর জন্য হাইকোর্টের নির্দেশ মেনে উভয়পক্ষের একটি চুক্তি স্বাক্ষর হয়। জুন মাসের শেষ দিকে বাকি টাকা মিটিয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেয় পুরসভা। সেই সূত্র ধরেই পুরসভার অর্থ আধিকারিক মিঠুন দাসের নজরে বেশ কিছু অসংগতি ধরা পড়ে। পরে জানা যায় সেই কাজের টেন্ডার হয়নি। পুরসভার রেকর্ডে নেই ওয়ার্ক অর্ডার, প্রশাসনিক অনুমোদনের নথিপত্র। রাজ্য সরকারের অর্থ দপ্তরের ছাড়পত্র না থাকায় হাইমাস্ট লাইটের কাজের বিল মেটানো হয়েছে চতুর্দশ ও পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের বরাদ্দ থেকে। এমনকি বোর্ড অফ কাউন্সিলের রেজোলিউশনেও এই কাজের বিবরণ নেই। বিষয়টি লিখিতভাবে নগরোন্নয়ন দপ্তরকে জানিয়েছিল পুরসভা। সে সময়ে পুরসভার চেয়ারম্যান ছিলেন তৃণমূল কংগ্রেস থেকে বহিষ্কৃত স্বপন সাহা। পুরসভার বিভিন্ন প্রকল্পের বরাদ্দ অর্থ নয়ছয়ের অভিযোগ উঠেছে তাঁর বিরুদ্ধে।

রেগে লাল

প্রথম পাতার পর

প্রকাশ্যে চলে এসেছে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের সঙ্গে ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট লুইস ইনাসিও লুলা দ্য সিলভার ব্যক্তিগত দ্বন্দ্ব।

মঙ্গলবার ট্রাম্প দাবি করেছিলেন, ব্রাজিলের পণ্যের ওপর ৫০ শতাংশ শুল্ক চাপানোর পর তাঁকে ফোন করবেন লুলা। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে পত্রপাঠ সেই দাবি খারিজ করে দিয়েছেন ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট। লুলা বলেন, 'আমি কখনও ট্রাম্পকে ফোন করব না। উনি সমাধান চান না। আমি প্রেসিডেন্ট শি এবং প্রধানমন্ত্রী মোদিকে ফোন করব। আরও কয়েকজন বিশ্ব নেতার সঙ্গে কথা বলব।' আন্তর্জাতিক সম্পর্কের এই জটিলতার মধ্যে বুধবার মস্কো পৌঁছেছেন ভারতের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভাল। তবে দোভালের সফরের কারণ নিয়ে নীরব ভারতের বিদেশমন্ত্রক।

আটকে কয়েক

প্রথম পাতার পর

কিন্নর-কৈলাস ট্রেকিং রুট থেকেও শতাধিক পর্যটককে উদ্ধার করেছে জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী। কয়েকটি ক্ষেত্রে হেলিকপ্টারের সাহায্য নেওয়া হয়েছে। উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামীর সঙ্গে বুধবার ফোনে কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। ত্রাণ ও উদ্ধারকাজে রাজ্য সরকারকে সব ধরনের সাহায্যের আশ্বাস দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। উত্তরাখণ্ডের কয়েকজন সাংসদের সঙ্গে আলাদা করে বৈঠক করেছেন তিনি। বন্ধ হয়ে গিয়েছে উত্তরাখণ্ডের মধ্যে দিয়ে যাওয়া ৫টি জাতীয় সড়কও। যুদ্ধকালীন তৎপরতায় ধস সরানো চললেও পরিস্থিতি স্বাভাবিক হতে কয়েক মাস সময় লাগতে পারে বলে প্রশাসনিক সূত্রে জানানো হয়েছে।

মেয়ে বাইরে, ঘুম উড়েছে বাবা-মায়ের

প্রথম পাতার পর

সেই দাবিতে সোচ্চার ভিনরাজ্যে কাজে যাওয়া ছেলেমেয়েদের দুশ্চিন্তাগ্রস্ত অভিভাবকরা। বিবাহিত বা অবিবাহিত, তরুণীদের মধ্যে এই ঝোঁকটা বেশি। চালসা বাগানের অনীতা ভুঁইয়ার স্বামী কাজ করেন সিকিমে। বছর পঁচিশের বধূ চেন্নাইয়ে কাজে যেতে মরিয়া বছর উনিশের ননদ নিশা ওরাওঁয়ের সঙ্গে। এই দলে শামিল প্রতিবেশী তরুণী নিতা মানকি মুন্ডা সহ আরও অনেকে। তাঁদের সবার বয়স ১৯ থেকে ২৫ বছরের মধ্যে।

এই প্রবণতার ফলে আগামীদিনে চা বাগানে কর্মীসংকট দেখা দিতে পারে। দীর্ঘদিন চা বলয়ে কাজ করা প্রেরণা নামে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের কর্মকর্তা অনির্বাণ চক্রবর্তীর কথায়, 'যারা বাইরে যাচ্ছে তারা কেউই বড় মাইনের উঁচু পদে কাজ পাচ্ছে না। যদি নিছক শ্রমিক হিসেবে কাজ করাই উদ্দেশ্য হত, তাহলে ডুয়ার্সের রিসর্ট, হোটেল সহ অন্যান্য জায়গায় যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে কাজের।'

সত্যিই কি বাইরে 'মধু' রয়েছে? চা বলয়ের পোড়খাওয়ারা সেকথা মানছেন না। বর্তমানে ডাঙ্গি ডিভিশনের লাইন ইনচার্জ টারজান মঙ্গরের কথায়, 'বাগানে নগদ মজুরি কম। তবে অন্যান্য সুযোগসুবিধা যোগ করলে যা মেলে, তার তুলনায় বাইরের রাজ্যে কাজ করে খুব বেশি কিছু মেলে না। নতুন প্রজন্মের ছেলেমেয়েদের কিছুতেই এই কথাটা বোঝানো যাচ্ছে না। সবার মাথায় একই হুজুগ চেপে বসেছে।'

সন্তানকে মেরে 'আত্মঘাতী'

প্রথম পাতার পর

খাবারের অভাব দেখা দেওয়ায় সংসারে অশান্তি শুরু হয়। সাত মাসের পুত্রসন্তান সহ স্ত্রীকে তিনদিন আগে বাড়ি থেকে বের করে বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দেন আজিবুল।

বুধবার সকাল ১০টা নাগাদ যখন পুলিশ ঝুলন্ত অবস্থায় আজিবুলের (২৪) মৃতদেহ উদ্ধার করে, তখন তাঁর গলায় প্যাঁচানো স্ত্রীর শাড়ি। একইসঙ্গে রায়গঞ্জ থানার পুলিশ উদ্ধার করেছে আজিবুল ও সুফিয়ার চার বছরের আলি হকের মৃতদেহ। চার বছরের আলির গলায় বেশ কয়েকটি নখের দাগ থাকায় পুলিশ নিশ্চিত শ্বাসরোধ করে খুন করা হয়েছে। পুত্রসন্তানকে খুন করার পর তাকে ঝুলিয়ে দেওয়ার পর ওই শাড়িতেই আজিবুল নিজের গলায় ফাঁস লাগিয়ে ঝুলে পড়েছিলেন কি না, নাকি জোড়া মৃত্যুর পিছনে অন্য কোনও কারণ রয়েছে, খতিয়ে দেখছে পুলিশ। জোড়া মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য রায়গঞ্জ মেডিকেলে পাঠিয়ে দেওয়ার পাশাপাশি মৃত্যুর কারণ জানতে স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলে পুলিশ। জানতে পারে তিনদিন ধরে রামপুর লহন্ডায় বাবার বাড়িতে ছিলেন সুফিয়া।

সন্তান ও স্বামীর মৃত্যুর খবর জানতে পেরে মেডিকেলে এদিন আসেন তিনি। আজিবুলের এক আত্মীয় আবদুল ওয়াদি বলেন, 'সকাল ৯টা নাগাদ ডাকাডাকি করেছিলাম। তখনও বুঝতে পারিনি দাদা এমন কাণ্ড ঘটাবে। কিছুক্ষণ পর ভাই সাজিদুর রহমান ও ভাইয়ের স্ত্রী রেজিনা খাতুনের চিৎকার শুনে গিয়ে দেখি দুজনের ঝুলন্ত দেহ।'

বাংলার পরিযায়ীদের সঙ্গে অধীর

নয়াদিল্লি ও শিলিগুড়ি, ৬ অগাস্ট : হরিয়ানায় নির্যাতনের শিকার এরাজ্যের পরিযায়ী শ্রমিকদের সঙ্গে দেখা করে পাশে থাকার বার্তা দিলেন বহরমপুরের প্রাক্তন সাংসদ ও কংগ্রেস নেতা অধীর চৌধুরী। বুধবার হরিয়ানার প্রদেশ কংগ্রেস নেতৃত্বর সঙ্গে পানিপতে যান অধীর। সেখানে থাকা বাংলার পরিযায়ীদের সঙ্গে কথা বলে বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে জানতে চান প্রাক্তন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি।

বাংলাদেশি তকমা সেঁটে দিয়ে তাঁদের পুলিশ অত্যাচার করছে বলে পরিযায়ীদের অনেকেই কংগ্রেস নেতৃত্বকে জানান। পরে সংবাদমাধ্যমে এই অভিযোগ তুলে ধরেন অধীর। অধীরের অভিযোগ, পুলিশি নির্যাতন ও হয়রানির ভয়ে অনেক শ্রমিক এরাজ্যে ফিরে এসেছেন, বাকিদেরও বড় একটা অংশ ফিরতে চাইছে। এমন পরিস্থিতিতে তিনি ওই শ্রমিকদের সঙ্গে কথা বলে মনোবল বাড়ানোর চেষ্টা করেন।

এরাজ্যের দুই দিনাজপুরের পাশাপাশি মালদা ও মুর্শিদাবাদের প্রচুর শ্রমিক হরিয়ানার পানিপতে টেক্সটাইল কারখানায় কাজ করেন।

পানিপতে পরিযায়ী শ্রমিকদের সঙ্গে কথা বলছেন অধীর।

অভিযোগ, সেখানে এরাজ্যের পরিযায়ী শ্রমিকদের বাংলাদেশি চিহ্নিত করে পুলিশ নির্যাতন করছে। আধার কার্ড, ভোটার কার্ড দেখালেও তাতে কাজ হচ্ছে না।

অধীর চৌধুরী বলেন, 'ভাষাগত সমস্যার কারণে হরিয়ানা পুলিশ অধিকাংশ শ্রমিকের কথা কিছুই বুঝতে চাইছে না। হরিয়ানার টেক্সটাইল কারখানা পরিযায়ী শ্রমিকদের ওপর নির্ভর করে চলছে। পুলিশি নির্যাতনের ভয়ে শ্রমিকরা কাজ ছেড়ে দিতে চাইছেন। এমন পরিস্থিতিতে কারখানার মালিকরা চিন্তায় পড়েছেন।' এমন পরিস্থিতিতে তৃণমূল সরকারকে কটাক্ষ করেছেন তিনি। অধীর বলছেন, 'আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান করে রাজ্য সরকার কোটি কোটি টাকা খরচ করছে। কিন্তু রাজ্যের তরফে শ্রমিকদের জন্য আলাদা করে কোনও পরিচয়পত্র দেওয়া হচ্ছে না। আলাদা পরিচয়পত্র থাকলে শ্রমিকদের হয়রানির শিকার হতে হবে না। যাঁরা রাজ্যে ফিরে গিয়েছেন, তাঁরা যাতে ফের হরিয়ানায় কাজে ফরিতে পারেন, সেই দাবি জানিয়েছি। শ্রমিকদের আইনি সহযোগিতা করার ব্যবস্থা করে এসেছি।'

বর্তমান পরিস্থিতিতে হরিয়ানার রাজ্যপাল ও মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করার আগ্রহ প্রকাশ করেছেন তিনি। শ্রমিকদের ওপর নির্যাতনের ঘটনায় হরিয়ানা কংগ্রেস নজরদারি চালাবে বলেও জানান। শ্রমিকদের হয়রানির ঘটনা বন্ধ না হলে কংগ্রেসের তরফে আন্দোলনে নামার হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে। এদিন অধীরের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন হরিয়ানার প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি উদয় ভান, সেখানকার বিধানসভার বিরোধী দলনেতা ভূপেন্দর সিং হুডা প্রমুখ। কয়েকজন টেক্সটাইল কারখানার মালিককেও দেখা গিয়েছে তাঁদের সঙ্গে।

শীর্ষে বুমরাহ, পাঁচে যশস্বী

কেরিয়ারের সেরা র‍্যাংকিংয়ে সিরাজ

দুবাই, ৬ অগাস্ট : মিশন ইংল্যান্ডে সাফল্যের পুরস্কার। আইসিসি ক্রমতালিকায় কেরিয়ারের সেরা স্থানে পৌঁছে গেলেন মহম্মদ সিরাজ। সিরিজে সর্বাধিক ২৩টি উইকেট নিয়েছেন হায়দরাবাদ এক্সপ্রেস। পরিসংখ্যান ছাপিয়ে স্বপ্নের বোলিংয়ে ওভালে হারা ম্যাচ জেতানো। ক্রিকেটমহল মজে যে সিরাজ-ম্যাজিকে। এর মধ্যে আইসিসি র‍্যাংকিংয়ের সৌজন্যে ভারতীয় স্পিডস্টারের মুকুটে নয়া পালক।

১২ ধাপ এগিয়ে টেস্ট কেরিয়ারের সেরা ১৫তম স্থানে উঠে এসেছেন মহম্মদ সিরাজ। গত বছর জানুয়ারি মাসে ১৬ নম্বর স্থানে ছিলেন সিরাজ। নিজের সেই র‍্যাংকিংকে এবার টপকে গিয়ে প্রথম পনেরোয় জায়গা করে নিলেন। সিরিজে সিরাজের মতো ছাপ রেখেছেন রবীন্দ্র জাদেজাও। তবে ব্যাটিংয়ে দাপট দেখালেও বোলিং প্রত্যাশা মেটাতে পারেননি। ফলস্বরূপ ২ ধাপ পিছিয়ে ১৭তম স্থানে জাদেজা।

বোলিং বিভাগের শীর্ষস্থান নিজের দখলেই রেখেছেন জসপ্রীত বুমরাহ। পাঁচ ম্যাচের সিরিজে তিনটি টেস্ট খেলেন। ওয়ার্কলোডের কারণে ওভাল ম্যাচের আগেই দেশে ফিরে এসেছেন। তবে বুমরাহর র‍্যাংকিংয়ে তার প্রভাব পড়েনি। দ্বিতীয় স্থানে থাকা কাগিসো রাবাদার (৮৫১) থেকে ৩৮ পয়েন্টে এগিয়ে বুমরাহ (৮৮৯ পয়েন্ট)। প্রসিধ কৃষ্ণাও নিজের সেরা ৫৯তম স্থানে উঠে এসেছেন। ওভাল টেস্টের দুই ইনিংসেই সিরাজ ও প্রসিধ চার বা ততোধিক উইকেট নিয়েছিলেন। একই টেস্টে ভারতীয় বোলারদের এমন কৃতিত্ব রয়েছে বিষেণ সিং বেদি ও এরাপল্ল প্রসন্নর (১৯৬৯, দিল্লি, অস্ট্রেলিয়া)।

বোলারদের সেরা দশে মূলত অস্ট্রেলিয়ার প্রাধান্য। প্যাট কামিন্স (তৃতীয়), জোশ হ্যাজেলউড (পঞ্চম), স্কট বোল্যান্ড (সপ্তম), নাথান লায়োন (অষ্টম) ও মিচেল স্টার্ক (দশম)-অস্ট্রেলিয়ার পুরো বোলিং লাইনআপ প্রথম দশে জায়গা করে নিয়েছে!

ভারতীয় ব্যাটারদের মধ্যে টেস্ট ক্রমতালিকায় সেরা র‍্যাংকিংয়ে যশস্বী জয়সওয়াল। তিন ধাপ এগিয়ে পাঁচ নম্বরে রয়েছেন বাঁহাতি ওপেনার। যশস্বীর সংগৃহীত পয়েন্ট ৭৯২। সেরা দশে অপর ভারতীয় ব্যাটার হলেন ঋষভ পন্থ (অষ্টম, ৭৬৮)। সাফল্যের ধারাবাহিকতা বজায় রেখে শীর্ষস্থান ধরে রেখেছেন জো রুট (৯০৮)। ওভালের

ভারতগামী বিমানে উঠে ফিল্ডিং কোচ টি দিলীপের সঙ্গে এই ছবি পোস্ট করেছিলেন মহম্মদ সিরাজ।

ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে গোটা সিরিজ না খেললেও টেস্ট বোলারদের র‍্যাংকিংয়ে শীর্ষে বুমরাহ।

নির্ণায়ক ইনিংসে ৯৮ বলে বিস্ফোরক ১১১ রানের ইনিংস খেলা তথা সিরিজ সেরা হ্যারি ব্রুক রয়েছেন দ্বিতীয় স্থানে। পরের দুই স্থানে যথাক্রমে কেন উইলিয়ামসন ও স্টিভেন স্মিথ। বেন ডাকেট দশম স্থানে।

বুধবার মুম্বই বিমানবন্দরে নামার পর মহম্মদ সিরাজ। তাঁকে দেখতে বিমানবন্দরে ছিল ভক্তদের ভিড়।

রোকো-কে নিয়ে নয়া জল্পনা

এশিয়া কাপের দলে হয়তো গিল, যশস্বী

নয়াদিল্লি, ৬ অগাস্ট : মিশন ইংল্যান্ডে সাফল্যের পুরস্কার!

সব ঠিকমতো চললে, আগামী সেপ্টেম্বরের এশিয়া কাপে টিম ইন্ডিয়ার স্কোয়াডে সুযোগ পেতে পারেন শুভমান গিল ও যশস্বী জয়সওয়াল। অষ্টাদশ আইপিএলের পাশে বিলেত সফরে দুর্দান্ত পারফরমেন্সের পর তাঁদের টিম ইন্ডিয়ার টি২০ স্কোয়াডে ফেরানোর ভাবনা ও পরিকল্পনা শুরু হয়ে গিয়েছে বলে খবর।

৯ সেপ্টেম্বর থেকে দুবাইয়ে শুরু হতে চলেছে এশিয়া কাপ। তার আগে আপাতত ক্রিকেট থেকে সাময়িক বিরতিতে ভারতীয় দল। এই বিরতির মাঝেই ভারতীয় ক্রিকেট সংসারের দুটি দিক সামনে আসছে। এক, শুভমান-যশস্বীদের ফের কুড়ির ক্রিকেটে ফেরার সম্ভাবনা। দুই, বিরাট কোহলি ও রোহিত শর্মার একদিনের ক্রিকেটে ভবিষ্যৎ। সূত্রের খবর, কোচ গৌতম গম্ভীর কোহলি-রোহিতদের তাঁর আগামীর ভাবনা ও পরিকল্পনায় রাখতে চাইছেন না। রোহিতদের সঙ্গে দ্রুত এই ব্যাপারে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের শীর্ষ কর্তারা আলোচনায় বসতে পারেন বলে খবর।

অষ্টাদশ আইপিএলের শেষের দিকে বিরাট-রোহিতরা টেস্ট থেকে অবসরের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছিলেন। তাঁরা টি২০ থেকে আগেই সরে গিয়েছিলেন। এখন বাকি শুধু একদিনের ক্রিকেট। রোহিতরা ২০২৭ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার মাটিতে একদিনের বিশ্বকাপ খেলতে চান বলে খবর। কিন্তু সেই সময় তাঁদের বয়স ও ফিটনেস নিয়ে রয়েছে জল্পনা। মনে করা হচ্ছে, আরও দুই বছর পর দক্ষিণ আফ্রিকার মাটিতে রোহিত-বিরাটরা একদিনের বিশ্বকাপের আসরের ধকল নিতে পারবেন না। সংবাদ সংস্থা পিটিআই আজ বিসিসিআইয়ের একটি সূত্রকে উদ্ধৃত করে জানিয়েছে, খুব দ্রুত বোর্ড রোহিত-বিরাটদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে তাঁদের সঙ্গে আলোচনায় বসতে চলেছে। তাছাড়া ইংল্যান্ড সফরে শুভমানের তরুণ ভারত প্রমাণ করে দিয়েছে, রোহিতদের ছাড়াই তাঁরা সফল হওয়ার কৌশল জানেন।

শুভমান-যশস্বীর এশিয়া কাপের স্কোয়াডে ফেরার বিষয়টা একটু ভিন্ন। তাঁদের ফেরানোর ভাবনা শুরু হয়েছে ঠিকই। কিন্তু পাশাপাশি উঠে এসেছে আরও একটি প্রশ্নও। শুভমান-যশস্বীরা দুজনই ওপেনার। তাঁরা টি২০ ফরম্যাটে হতে চলা এশিয়া কাপের স্কোয়াডে ফিরলে কোথায় ব্যাটিং করবেন। কারণ, শেষ কয়েক বছর ধরে ভারতীয় টি২০ দলের ওপেনিংয়ের চ্যালেঞ্জ সামলান সঞ্জু স্যামসন ও অভিষেক শর্মা। শুভমানরা ফিরলে সঞ্জুদের টি২০ ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রশ্ন উঠবেই। এমন অবস্থায় মিশন ইংল্যান্ডের ফুরফুরে রেশের মধ্যেই এশিয়া কাপে শুভমানদের প্রত্যাবর্তনের সম্ভাবনার পাশে রোহিত-বিরাটদের ভবিষ্যৎ নিয়ে সরগরম হতে চলেছে ভারতীয় ক্রিকেট।

শুভমানের ফ্রন্টফুট ডিফেন্সে মজে মাস্টার ব্লাস্টার

প্রাপ্য কৃতিত্ব পায় না সিরাজ : শচীন

মুম্বই, ৬ অগাস্ট : শুভমান গিলের ফ্রন্টফুট ডিফেন্স, লোকেশ রাহুলের অফস্টাম্প জাজমেন্ট, যশস্বী জয়সওয়ালের ভয়ডরহীন ব্যাটিংয়ের সঙ্গে মহম্মদ সিরাজের সিংহবিক্রম। মিশন ইংল্যান্ডে টিম ইন্ডিয়ার যে দলগত প্রচেষ্টায় উচ্ছ্বসিত শচীন তেন্ডুলকার। বিশেষত, সিরিজের রং বদলে দেওয়া শেষ ঘণ্টায় সিরাজের বোলিং মুগ্ধ করেছে তাঁকে।

শচীনের কথায়, অবিশ্বাস্য প্রচেষ্টা। সিরাজের এই মানসিকতার ভক্ত তিনি। একজন ফাস্ট বোলারের নিজেকে এমনভাবে মেলে ধরা উচিত, ব্যাটারের যা পছন্দ হবে না। সিরিজের শেষদিন পর্যন্ত সেটাই দেখালেন সিরাজ। সিরিজে হাজারের বেশি বল করার পর শেষদিনেও নাকি ৯০ মাইল গতিতে বল ছুটিয়েছেন! যা সিরাজের মরিয়া প্রচেষ্টার প্রতিফলন।

দলের যখন সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন হয়েছে, তখন দায়িত্বটা সামলেছেন সিরাজ। গুরুত্বপূর্ণ সময়ে নকআউট পাঞ্চ বেরিয়েছে তাঁর থেকে। অতীতেও এই মেজাজের প্রতিফলন ঘটেছে বল হাতে। এই সিরিজেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। যেভাবে উইকেট নিয়েছেন, নিজেকে মেলে ধরেছেন, সেকথা মাথায় রাখলে, যতটা কৃতিত্ব প্রাপ্য, সিরাজ তা পান না, দাবি শচীনের।

নিজের ব্যাটিংয়ে বরাবর রক্ষণ এবং আক্রমণের ভারসাম্যকে গুরুত্ব দিয়েছেন। টেকনিকে প্রায় নিখুঁত। শুভমানের ফ্রন্টফুট ডিফেন্স তাই বেশি মনে ধরেছে। প্রশংসায় ভরালেন অফস্টাম্প লাইনের ফাঁদে লোকেশের পা না দেওয়ার ধৈর্যশীল ব্যাটিংয়েরও। শচীনের যুক্তি, শুভমানের মাথা পরিষ্কার। ভাবনায় জটিলতা নেই। ব্যাটিংয়ে তারই প্রতিফলন। বলেছেন, 'নিয়ন্ত্রিত ব্যাটিং। সময় নিয়ে খেলেছে। ভালো বলকে সম্মান দেখিয়েছে। ফ্রন্টফুটে মুনশিয়ানা দেখিয়েছে। লোকেশ অপরদিকে সেরাটা দিয়েছে। বলের যথাসম্ভব কাছে গিয়ে খেলেছে। বল ছাড়ার মধ্যেও আত্মবিশ্বাসের ছাপ। যেভাবে বল ছেড়েছে, তাতে বোলাররা হতাশ হতে বাধ্য। আর রেঞ্জের মধ্যে যে বল পেয়েছে, দৃষ্টিনন্দন শট বেরিয়ে এসেছে।'

যশস্বী সম্পর্কে শচীনের পর্যবেক্ষণ, 'ও ভয়ডরহীন ক্রিকেটে বিশ্বাসী। জানে, কখন ইনিংসের গতি বাড়াতে হয়। শতরান দিয়ে সিরিজ শুরু। শেষটাও। প্রতিকূল পিচ, পরিস্থিতির চ্যালেঞ্জ সামলে ওভালে দুরন্ত ইনিংস খেলল। আকাশ দীপকে আগলে রেখে যেভাবে পার্টনারশিপ গড়েছে, তাতে বুঝিয়ে দেয় ওর পরিণত মানসিকতা, চারিত্রিক দৃঢ়তা।'

চতুর্থ টেস্টের 'হ্যান্ডশেক' বিতর্ককে কাঠগড়ায় তুলেছেন। শচীনের পালটা যুক্তি, 'ওয়াশিংটন সুন্দর শতরান করেছে। রবীন্দ্র জাদেজাও। এর মধ্যে ক্রিকেটীয় স্পিরিটের অভাবের কথা আসছে কেন? ম্যাচ বাঁচানোর জন্য খেলছে। সেই লক্ষ্যে সফলও। আর হ্যারি ব্রুককে বল করানো বেন স্টোকসের সিদ্ধান্ত। ভারতের মাথাব্যথা নয়। মনে রাখা উচিত, ক্রিজে নেমে ওদের সেরা বোলারদের সামলেই ম্যাচ বাঁচিয়েছে জাদেজারা। তখন কেন স্টোকস ব্রুককে দিয়ে বল করায়নি? মনে হয়নি পঞ্চম টেস্টের জন্য মূল বোলারদের তাজা রাখতে হবে? এর উত্তর কিন্তু নেই।'

দেশে ফিরেই বিজ্ঞাপনী শুটিংয়ে শুভমান গিল। বুধবার।

পায়ের চোট, লিগ কাপে নেই মেসি

মায়ামি, ৬ অগাস্ট : লিগ কাপে ইন্টার মায়ামির জার্সিতে দেখা যাবে না লিওনেল মেসিকে। নেপথ্যে ডান পায়ের পেশিতে লাগা চোট।

মায়ামির কোচ জাভিয়ের মাসচেরানো বুধবার সাংবাদিক বৈঠকে পরিষ্কার করে দিয়েছেন লিগ কাপে মায়ামির পরবর্তী ম্যাচে পাওয়া যাবে না আর্জেন্টিনার বিশ্বজয়ী অধিনায়ককে। তবে আটবারের ব্যালন ডি'অর জয়ী কবে ফিরবেন তা স্পষ্ট করে বলতে পারেননি মাসচেরানো।

> মেসির চোট সারিয়ে ফিরে আসতে সাধারণত বেশি সময় লাগে না। ওর চোট সারতে সময়ও কম লাগে। তবে লিগ কাপে বৃহস্পতিবারের ম্যাচে ওকে পাব না এতে কোনও সন্দেহ নেই।
>
> **জাভিয়ের মাসচেরানো**

মেসির প্রাক্তন সতীর্থ মাসচেরানো বলেছেন, 'মেসির চোট সারিয়ে ফিরে আসতে সাধারণত বেশি সময় লাগে না। ওর চোট সারতে সময়ও কম লাগে। তবে লিগ কাপে বৃহস্পতিবারের ম্যাচে ওকে পাব না এতে কোনও সন্দেহ নেই।'

ভারতীয় সময় বৃহস্পতিবার ভোরে মায়ামির প্রতিপক্ষ মেক্সিকোর ক্লাব পুমাস ইউএনএএম। নির্ধারিত সময়ে এই ম্যাচ জিতলে লিগ কাপের নক আউট পর্ব নিশ্চিত করবে মায়ামি। নক আউট পর্ব শুরু হবে চলতি মাসের ১৯ বা ২০ তারিখে। ততদিনে চোট সারিয়ে ফিরে আসবেন মেসি। প্রসঙ্গত, লিগ কাপে নেক্সার বিরুদ্ধে শেষ ম্যাচেই পায়ে চোট লেগেছিল মেসির। মাত্র ১১ মিনিটেই উঠে যান তিনি। নির্ধারিত সময়ে ম্যাচ ২-২ গোলে অমীমাংসিত থাকার পর শেষ পর্যন্ত সেই ম্যাচ টাইব্রেকারে ৫-৪ গোলে জেতে মায়ামি।

৩০ অগাস্ট পুরস্কার বিতরণী

সিরাজকে সংবর্ধনার ভাবনা সিএবি-র

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৬ অগাস্ট : লন্ডন থেকে দুবাই হয়ে প্রথমে মুম্বই। পরে সেখান থেকে নিজের শহর হায়দরাবাদ।

দেশে ফিরে বীরের সম্মান পাচ্ছেন মহম্মদ সিরাজ। শুভেচ্ছা ও অভিনন্দনের বন্যায় ভাসছেন তিনি। তাঁকে নিয়ে উৎসাহ, উন্মাদনার শেষ নেই। পাঁচ টেস্টের সিরিজে ২৩ উইকেট নিয়ে সিরাজ টিম ইন্ডিয়ার ওভাল জয়ে বড় ভূমিকা যেমন নিয়েছেন, তেমনই টিম ইন্ডিয়ার সিরিজ ড্রয়ের পথটাও সহজ করেছেন। এহেন সিরাজকে নিয়ে অভিনব পরিকল্পনা করছে বাংলা ক্রিকেট সংস্থা। ঘরের ছেলে আকাশ দীপের সঙ্গে একমঞ্চে সিরাজকে সংবর্ধনা দেওয়ার পরিকল্পনা শুরু হয়েছে বাংলা ক্রিকেটের অন্দরে।

> সিরাজের অফুরান এনার্জি, আগ্রাসন, কিছু করে দেখানোর তাগিদ চমকে দিয়েছে আমায়। ক্রিকেটার হিসেবে সিরাজ সাম্প্রতিককালের সবচেয়ে পরিণত। ও একজন আদর্শ ম্যাচ উইনার।
>
> **মইন আলি**

৩০ অগাস্ট সিএবি'র বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান। দক্ষিণ কলকাতার ধনধান্য অডিটোরিয়ামে হবে সেই অনুষ্ঠান। প্রধান অতিথি হিসেবে বাংলা ক্রিকেট সংস্থার তরফে ইতিমধ্যেই হরভজন সিং, জাহির খান, যুবরাজ সিংদের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। কিন্তু এখনও স্পষ্ট নয় শেষপর্যন্ত কারা হাজির হবেন কলকাতায়। তার মধ্যেই ওইদিন সিরাজকে কলকাতায় হাজির করিয়ে বিশেষ সংবর্ধনা দেওয়ার পরিকল্পনাও রয়েছে। সিরাজের সতীর্থ আকাশের সঙ্গে তাঁকে একমঞ্চে সংবর্ধনা দেওয়া হতে পারে। যদিও তার আগে সিরাজ শেষপর্যন্ত ৩০ অগাস্ট কলকাতায় হাজির হতে পারবেন কি না, রাত পর্যন্ত নিশ্চিত নয়।

এদিকে, সিরাজকে আজ প্রশংসায় ভরিয়ে দিয়েছেন প্রাক্তন ইংল্যান্ড ক্রিকেটার মইন আলি। সাম্প্রতিককালের সবচেয়ে পরিণত ক্রিকেটার হিসেবে সিরাজকে চিহ্নিত করেছেন তিনি। মইন স্বীকার করে নিয়েছেন, সিরাজ বর্তমান ক্রিকেটের সবচেয়ে বড় ম্যাচ উইনার। তাঁর কথায়, 'সিরাজের অফুরান এনার্জি, আগ্রাসন, কিছু করে দেখানোর তাগিদ চমকে দিয়েছে আমায়। ক্রিকেটার হিসেবে সিরাজ সাম্প্রতিককালের সবচেয়ে পরিণত। ও একজন আদর্শ ম্যাচ উইনার।' কিংবদন্তি বিরাট কোহলির বোন ভাবনা কোহলি ধিংরাও সিরাজ আবেগে ডুবে। সমাজমাধ্যমে তিনি সিরাজকে 'গ্রেট' তকমা দিয়েছেন।

সিএবি-র বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে দেখা যেতে পারে সিরাজকে।

গম্ভীরের সিদ্ধান্ত ভুল, অবাক দাবি ব্রুকের!

লন্ডন, ৬ অগাস্ট : শুভমান গিল নয়, সেরা হিসেবে মহম্মদ সিরাজকেই নাকি বাছতে চেয়েছিলেন ব্রেন্ডন ম্যাককুলাম! শেষ মুহূর্তে সিদ্ধান্ত বদলান। গতকাল দীনেশ কার্তিক এমনই বিতর্ক উসকে দিয়েছেন। বিতর্ক ইংল্যান্ড শিবিরের সিরিজ সেরার পুরস্কার ঘিরেও। সেই বিতর্ক উসকে দিলেন স্বয়ং সিরিজ সেরার সম্মান পাওয়া হ্যারি ব্রুকই! প্রতিপক্ষ কোচ হিসেবে ইংল্যান্ডের সেরা প্লেয়ার বাছাইয়ের দায়িত্ব ছিল গম্ভীরের হাতে। ব্রুককে বেছে নেন গম্ভীর।

যদিও সেরা হিসেবে নিজের নাম ঘোষণার পর নাকি অবাক হয়ে গিয়েছিলেন ব্রুক। এদিন নিজের সেই মানসিকতাই তুলে ধরেছেন ইংল্যান্ডের তারকা মিডল অর্ডার ব্যাটার। দাবি, সেরার পুরস্কার পাওয়া উচিত ছিল জো রুটের, তাঁর নয়। গোটা সিরিজে অসম্ভব ধারাবাহিকতা দেখিয়েছেন রুট।

৫৩.৪৪ ব্যাটিং গড়ে সিরিজে মোট ৪৮১ রান করেন ব্রুক। এর মধ্যে ওভালে প্রায় ম্যাচ জিতিয়ে দেওয়া ৯৮ বলে ১১১ রানের বিস্ফোরক ইনিংস। রুট অপরদিকে ইংল্যান্ডের পক্ষে সর্বাধিক ৫৩৭ রান করেন। রিকি পন্টিংকে পিছনে ফেলে শচীন তেন্ডুলকারের পর টেস্ট রানে দ্বিতীয় স্থানে উঠে এসেছেন। ব্রুকের কথায় তারই প্রতিফলন। বলেছেন, 'রুটের মতো অত বেশি রান করতে পারিনি আমি। সবদিক খতিয়ে দেখলে সিরিজ সেরা বলুন বা গ্রীষ্মের সেরা ক্রিকেটারের তকমা, ওরই পাওয়া উচিত ছিল। অসম্ভব ধারাবাহিক। বছরের পর বছর ঠিক এটাই করে আসছে।'

নির্ণায়ক ওভাল টেস্টে ৩৭৪ রানের টার্গেটে একসময় ৩০১/৩ ছিল ইংল্যান্ড। শতরান করে ক্রিজে ব্রুক। সেঞ্চুরির পথে তখন রুট। সেখান থেকে ৬৬ রানে শেষ সাত উইকেট খুইয়ে ম্যাচ ও সিরিজ জয় হাতছাড়া। ধসের শুরুটা ব্রুকের দুঃসাহসী শটে আউট দিয়ে। যে প্রসঙ্গে ব্রুকের যুক্তি, ক্রিজে তখন রুট রয়েছেন। হাতে একঝাঁক উইকেট। লক্ষ্য ছিল, চাপ বজায় রেখে দ্রুত ম্যাচে ইতি টানা।

বর্তমানে সেরা হ্যারিই : বয়কট

সিরিজ সেরা পুরস্কারের সঙ্গে জিওফ্রে বয়কটের দরাজ সার্টিফিকেটও পেয়েছেন। ব্রুককে বর্তমান প্রজন্মের সেরা ক্রিকেটার আখ্যা দেওয়ার পাশাপাশি ওয়ালি হ্যামন্ড, ডেনিস কম্পটনের সঙ্গেও তুলনা করেছেন। বয়কটের কথায়, 'ব্রুকের মতো প্লেয়ার সহজে মেলে না। ওয়ালি হ্যামন্ড, ডেনিস কম্পটনদের সারিতে পৌঁছে যাওয়ার ক্ষমতা রাখে। হ্যারির স্পেশাল কোয়ালিটি হল, ও যখন খেলে, ব্যাটিং সহজ মনে হয়। ওর শটে অসম্ভব পাওয়ার। স্লগ না করেও বোলারদের মাথার ওপর চেপে বসার ক্ষমতা রাখে।'

বয়কট আরও বলেছেন, 'বর্তমান প্রজন্মের বাকিদের কথা মাথায় রেখেই সবার ওপরে রাখব ব্রুককে। কেউ কি বলতে পারবে, বিশ্ব ক্রিকেটে ব্রুকের মতো প্রতিভাবান পাঁচ নম্বর, মিডল অর্ডার ব্যাটার আর আছে কি না? বোলাররা হিমসিম খায় ব্রুককে কোথায় বল রাখবে। কীভাবে ওকে থামাবে।' পরিসংখ্যানে বয়কটের দাবির প্রতিফলন। এখনও পর্যন্ত ৩০টি টেস্ট খেলে ১০টি শতরান সহ ২৮২০ রান করেছেন ব্রুক।

সিরিজ সেরার পুরস্কার পেয়ে নিজেই অবাক হ্যারি ব্রুক।

কর্ণাটকের জ্যোতি কানাবুরামাথকে আর্থিক সাহায্য করলেন ঋষভ পন্থ।

দুঃস্থ পড়ুয়াকে আর্থিক সাহায্য ঋষভের

বেঙ্গালুরু, ৬ অগাস্ট : ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে সদ্যসমাপ্ত টেস্ট সিরিজে ভাঙা পায়ে ব্যাটিং করে ক্রিকেট সমাজের মন জিতেছিলেন। এবার মাঠের বাইরেও মানবিকতার মুখ হয়ে উঠলেন ঋষভ পন্থ। কর্ণাটকের এক দুঃস্থ পড়ুয়াকে আর্থিক সাহায্য করলেন টিম ইন্ডিয়ার তারকা উইকেটকিপার-ব্যাটার।

কর্ণাটকের রবকাভি গ্রামের জ্যোতি কানাবুরামাথ নামে এই পড়ুয়া দ্বাদশ শ্রেণির পরীক্ষায় ৮৩ শতাংশ নম্বর পেয়েছিলেন। জামখণ্ডির বিজাপুর লিঙ্গায়েত এডুকেশন ইনস্টিটিউশনে কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশন নিয়ে পড়ার সুযোগ পেলেও আর্থিক কারণে জ্যোতির উচ্চশিক্ষা অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। কারণ কলেজের ফি দেওয়ার ক্ষমতা ছিল না জ্যোতির বাবা তীর্থায়ার।

এই অবস্থায় জ্যোতির পরিবারের তরফে স্থানীয় শুভাকাঙ্ক্ষী অনিল নামে একজনের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়। তিনি বিষয়টি বেঙ্গালুরুর ক্রিকেট মহলে কয়েকজনকে জানান। সেখান থেকে পন্থের কানে খবর যায়। ঋষভ সঙ্গে সঙ্গে কলেজের ফি বাবদ ৪০ হাজার টাকা মিটিয়ে দেন। যা জ্যোতিও তখন জানতে পারেননি। পরে জ্যোতি ও কলেজ কর্তৃপক্ষ আসল বিষয়টি জানতে পারেন। তারপর যৌথভাবে একটি খোলা চিঠি লেখা হয়। এই পড়ুয়া ঋষভকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

ভারতীয় ক্রিকেটে 'স্বর্ণযুগের' শুরু, বলছেন গুরু গ্রেগ

নয়াদিল্লি, ৬ অগাস্ট : বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মাদের জুতোয় শুধু পা গলানো নয়, নয়া স্বর্ণযুগের সূচনার ইঙ্গিতও দিয়ে রাখল শুভমান গিলের তরুণ ভারত। এমনই দাবি গ্রেগ চ্যাপেলের। ভারতীয় দলের প্রাক্তন হেডকোচের মতে, ওভালের ঐতিহাসিক জয়ের হাত ধরে শুধু ভারতীয় ক্রিকেটে জোয়ার আনবে না, নয়া স্বর্ণযুগের সূচনা হতে চলেছে।

সাতের দশকে অস্ট্রেলিয়া ক্রিকেটে পালাবদলের উদাহরণও টেনে গ্রেগের যুক্তি, ১৯৭২ সালের অ্যাসেজ সফরে তরুণ অস্ট্রেলিয়া দল একইভাবে ইংল্যান্ডের মাটিতে সাফল্যের জয়গাথা এঁকেছিল। পরবর্তী দশক হয়েছিল অজিদের। শুভমান ব্রিগেডের মধ্যে সেই সম্ভাবনা দেখছেন। গ্রেগ বলেছেন, '১৯৭২ সালে পালাবদলের পর্বে অনভিজ্ঞ অস্ট্রেলিয়া দল পা রেখেছিল ইংল্যান্ডে। বিল লরি, গ্রাহাম ম্যাকেঞ্জি, ইয়ান রেডপাথরা অবসরে। অনভিজ্ঞ দলের নেতৃত্বে আমার দাদা ইয়ান চ্যাপেল। শেষ ম্যাচ জিতে সিরিজ ড্র রাখি আমরা। নিজের উপস্থিতি বুঝিয়েছিল ডেনিস লিলি। আগ্রাসন, ঐক্য এবং আত্মবিশ্বাসী-তরুণ ব্রিগেড রিংটোন সেট করে দেয়। যার স্পর্শে সাতের দশকে শুরু হয়েছিল সোনালি অধ্যায়ের। ভারতীয় দলের পারফরমেন্সে তারই ইঙ্গিত।'

গ্রেগের কথায়, রোহিত শর্মা-

শুভমানদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ

বিরাট কোহলি-রবিচন্দ্রন অশ্বীনরা নেই। ওদের শূন্যতা শুধু পূরণই করেনি, নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেছে ভারতের এই তরুণ ব্রিগেড। ১৯৭২-এর অ্যাসেজে ওভাল টেস্ট মোড় ঘুরিয়ে দেয় অজি ক্রিকেটের। ভারতীয় দলের ওভাল-জয়েও 'আমরাও পারি' আস্ফালন। ইংল্যান্ডের আইকনিক টেস্ট কেন্দ্র ওভালে পিছিয়ে থেকে সিরিজ বাঁচানো শুধুমাত্র পরিসংখ্যান নয়। তার চেয়ে অনেক বেশি।

> পাঁচটা টেস্ট, সপ্তাহ ছয়েকের লম্বা সিরিজে ১৮৫ ওভার বল করতে শারীরিক সক্ষমতার সঙ্গে মানসিক জোর, দেশের হয়ে খেলার আবেগ জরুরি। জসপ্রীত বুমরাহর অনুপস্থিতিতেও নিজের দায়িত্ব দারুণভাবে সামলাল।
>
> **গ্রেগ চ্যাপেল**

প্রশংসায় ভরিয়ে দিলেন মহম্মদ সিরাজকেও। গ্রেগ বলেছেন, 'পাঁচটা টেস্ট, সপ্তাহ ছয়েকের লম্বা সিরিজে ১৮৫ ওভার বল করতে শারীরিক সক্ষমতার সঙ্গে মানসিক জোর, দেশের হয়ে খেলার আবেগ জরুরি। জসপ্রীত বুমরাহর অনুপস্থিতিতেও নিজের দায়িত্ব দারুণভাবে সামলাল। বিশেষত, ওভাল টেস্টে ওর শেষ স্পেল ম্যাচ, সিরিজের ভাগ্য গড়ে দিল। সিরিজের শুরুতে কিছুটা নড়বড়ে। ছন্দে লাগছিল না। যে ভুলটা শুধরে নিয়ে নিজেকে দারুণভাবে মেলে ধরল।'

এদিকে, সিরাজের প্রশংসা করে বুমরাহকে খোঁচা ব্র্যাড হ্যাডিনের। প্রাক্তন অজি উইকেটকিপার-ব্যাটারের দাবি ভারতকে ম্যাচ জেতার সিরাজ, বুমরাহ নয়। হ্যাডিনের দাবি, 'ভারতীয় পেস আক্রমণে সিরাজ যথার্থ অর্থেই নেতা। গুরুত্বপূর্ণ পরিস্থিতিতে পারফর্ম করে দেখাতে পারে। ভুল করে, কিন্তু ভুল হওয়ার ভয়ে গুটিয়ে থাকে না। আগের দিন হ্যারি ব্রুকের ক্যাচ ফেলেছে। জঘন্য মিস। কিন্তু দমে যায়নি সিরাজ। এমন একজন সতীর্থকে সবাই চাইবে।'

ডুরান্ডের নকআউটে উঠল ইস্টবেঙ্গল

ইস্টবেঙ্গল-১ (হামিদ)
নামধারী এফসি-০

সায়ন্তন মুখোপাধ্যায়

কলকতা, ৬ অগাস্ট : শেষ বাঁশি বাজতেই গর্জে উঠল যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনের গ্যালারি।

নামমাত্র এক গোলে নামধারী এফসি-র বিরুদ্ধে জয়। ডুরান্ড কাপে কোয়ার্টার ফাইনালের ছাড়পত্র পেল ইস্টবেঙ্গল। কিন্তু অস্কার ব্রুজোঁর দুশ্চিন্তা কমল কি? উত্তরটা সম্ভবত না।

প্রথম একাদশে চার পরিবর্তন। প্রত্যাশামতো শুরু থেকে চার বিদেশিকে রেখেই বুধবার নামধারী ম্যাচের দল সাজান লাল-হলুদ কোচ। প্রায় পূর্ণ শক্তির দলই খেলালেন তিনি। একইসঙ্গে মরশুমের প্রথম দুই

নামধারীর বিরুদ্ধে নামমাত্র গোলে জয় লাল-হলুদের

ম্যাচের মধ্যেই ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে প্রায় সব ফুটবলারকেই দেখে নেওয়াও হয়ে গেল তাঁর। এদিন ম্যাচের শুরু থেকেই গোলমুখী আক্রমণে বিপক্ষ দলের রক্ষণকে ব্যস্ত রাখার চেষ্টা ছিল ইস্টবেঙ্গলের। যদিও প্রথম ৪৫ মিনিটে গোলমুখ খুলতে ব্যর্থ দিমিত্রিয়স দিয়ামান্তাকোস, মিগুয়েল ফিগুয়েরোরা। তার জন্য অবশ্যই নামধারী গোলরক্ষক নীরজ কুমারের কৃতিত্ব প্রাপ্য।

১০ মিনিটে বাঁদিক থেকে বিপিন সিংয়ের সেন্টার নামধারী গোলরক্ষক নীরজ কুমার হাত ফসকালেও সেই সুযোগ কাজে লাগাতে পারেননি বক্সে অরক্ষিত থাকা দিয়ামান্তাকোস। ১৫ মিনিটে মিগুয়েলের ভাসানো বল গোলের সামনে গ্রিক স্ট্রাইকার পা ছোঁয়ানোর আগেই তা তালুবন্দি করেন নীরজ।

ইস্টবেঙ্গল জার্সিতে প্রথম গোলের পর হামিদ আহদাদ। বুধবার ডি মণ্ডলের তোলা ছবি।

প্রথমার্ধে আরও বেশ কয়েকবার দলকে গোল হজমের হাত থেকে রক্ষা করলেন তিনি। ১৭ মিনিটে মহম্মদ বাসিম রশিদের দূরপাল্লার শট রুখে দেন। ৩৯ মিনিটে সাউল ক্রেসপোর হেডারও বাঁচিয়ে দেন নীরজ।

তবে প্রথম দিন মাঠে নেমেই লাল-হলুদ জনতার আস্থা অর্জন করে নিলেন ব্রাজিলের মিগুয়েল। অনেকটা জায়গা নিয়ে খেললেন। অল্প সময় সতীর্থদের সঙ্গে তাঁর বোঝাপড়াও চোখে পড়ার মতো। প্রথমার্ধেই অবশ্য তিন-তিনবার মিগুয়েল আর গোলের মাঝে বাধা হয়ে দাঁড়ায় বারপোস্ট। ২১ মিনিটে প্রায় ৩০ গজ দূর থেকে ব্রাজিলিয়ান মিডফিল্ডারের জোরালো শট পোস্টে প্রতিহত

বাংলা ভাষা 'বিতর্কে' গর্জে উঠল ইস্টবেঙ্গল গ্যালারি। বুধবার যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে।

হয়। দুই মিনিটের মধ্যে ফের তাঁর হেড পোস্টে ধাক্কা খেয়ে ফেরে। ৪২ মিনিটে কর্নার থেকে ভেসে আসা বলে মিগুয়েলের হেডার ক্রস বারে লেগে বাইরে চলে যায়। উলটোদিকে প্রতিআক্রমণাত্মক ফুটবলকে অস্ত্র করে ইস্টবেঙ্গলকে চাপে ফেলার পরিকল্পনায় ছিল নামধারী। কিন্তু হলে কী হবে, প্রথম ৪৫ মিনিট ইস্টবেঙ্গলের অর্ধে বলই এল হাতে গোনা কয়েকবার। তাও আনোয়ার আলি, মার্তন্ড রায়নাদের চাপে ফেলতে পারেনি।

> মরশুম সবে শুরু। এই সময় তিন পয়েন্ট সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। মাঠে আমরাই আধিপত্য দেখিয়েছি। তবুও নামধারী এফসি একটুও জায়গা ছাড়েনি। মরশুমের শুরুটা ভালো হয়েছে। আমাদের আরও অনেক উন্নতি করতে হবে।
>
> **অস্কার ব্রুজোঁ**

দ্বিতীয়ার্ধেও ছবিটা খুব একটা বদলায়নি। ৫৪ মিনিটে বক্সের সামনে বল পেয়ে দিয়ামান্তাকোস এতটাই সময় নিলেন ততক্ষণে নামধারী রক্ষণে ভিড় বাড়িয়ে নিল। ৬১ মিনিটে তাঁকে তুলে নতুন আসা হামিদ আহদাদকে নামান ব্রুজোঁ। মাঠে নেমেই গোল করলেন মরক্কান স্ট্রাইকার। ৬৮ মিনিটে মিগুয়েলের কর্নার মাথা দিয়ে নামিয়ে গোলে পাঠান হামিদ। যদিও তিনি যে পুরোপুরি ফিট নন তা বেশ বোঝা গেল। সংযুক্তি সময় এডমুন্ড লালরিনডিকার সেন্টার লক্ষ্যে রাখতে পারলেন না হামিদ। শেষ বাঁশি বাজার আগে আরও একবার তাঁকে বক্সে বল সাজিয়ে দেন এডমুন্ড। কিন্তু মরক্কান স্ট্রাইকার তা আয়ত্তেই আনতে পারেননি। তবে হামিদ একা কেন, গোটা দলটাকেই এদিন মাঠে বেশ মন্থর মনে হল। তুলনামূলকভাবে দুর্বল নামধারীর বিরুদ্ধে ইস্টবেঙ্গল উতরে গেল ঠিকই। তবে নক আউট শুরুর আগে ফিটনেস নিয়ে ভাবতেই হবে অস্কারকে।

ইস্টবেঙ্গল : প্রভসুখান, রাকিপ, মার্তন্ড (এডমুন্ড), আনোয়ার, লালচুংনুঙ্গা, রশিদ, সাউল, মহেশ (সৌভিক), মিগুয়েল (কেভিন), বিপিন (নন্দকুমার) ও দিয়ামান্তাকোস (হামিদ)।

সাউলকে ছেড়ে চলল টিম বাস

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৬ অগাস্ট : সাউল ক্রেসপোকে দলে রাখা নিয়ে এবার মরশুমের শুরু থেকেই দ্বিধাবিভক্ত ছিল ইস্টবেঙ্গল ম্যানেজমেন্ট। আর কাকতালীয়ভাবে হলেও বুধবার ম্যাচ শেষের একটি ঘটনা যেন তার সঙ্গে একবিন্দুতে এসে মিলে গেল। সাউলকে ছাড়াই এদিন ম্যাচের পর যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন ছেড়ে চলে গেল লাল-হলুদের টিম বাস। দলের বাকিরা বাসে উঠে পড়লেও সাজঘরে ছিলেন স্প্যানিশ মিডফিল্ডার। সম্ভবত যা কেউ খেয়ালই করেননি। তাঁকে রেখেই টিম বাস রওনা হয় হোটেলের উদ্দেশে। পরে সাউলকে নিয়ে যাওয়া হল ইস্টবেঙ্গল সাপোর্ট স্টাফদের জন্য বরাদ্দ থাকা গাড়িতে। এই ঘটনা হয়তো অনিচ্ছাকৃত। তবুও কোথাও গিয়ে হয়তো সাউলের সঙ্গে বাকিদের দূরত্বটা ফুটে উঠল।

আজ আলোচনায় ফেডারেশন-ক্লাব

আইএসএল সমস্যার সমাধান কি মিলবে?

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৬ অগাস্ট : এআইএফএফ কি আদৌ আইএসএল চালানোর জন্য প্রয়োজনীয় আগ্রহ দেখিয়েছে? প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে ইতিমধ্যেই।

সুপ্রিম কোর্টে কিন্তু লিগ চালানোর কোনও আবেদন ছিল না ফেডারেশনের তরফে। শুধুমাত্র বার্ষিক টাকা যাতে কমানো না হয়, সেটাই বলা হয়। অথচ ফেডারেশনের বলা উচিত ছিল, চুক্তির বিষয়ে কথাবার্তা যেমন চলছে চলুক কিন্তু দেশের এক নম্বর লিগও শুরু করার অনুমতি

> আমাদের কোম্পানির কোনও প্রতিনিধি ভার্চুয়ালি উপস্থিত থাকবে আলোচনায়।
>
> **দেবাশিস দত্ত,** মোহনবাগান সভাপতি

দেওয়া হোক, নাহলে দেশের ফুটবল ইকো সিস্টেম সমস্যায় পড়বে। আর এটাই এখন অস্ত্র এফএসডিএলের। টাকা না বাড়ানোর কারণ বেশ কিছু টুর্নামেন্ট তারা ইতিমধ্যেই ছেড়ে দিয়েছে। তাছাড়া ফেডারেশন এবার ইন্টারকন্টিনেন্টাল কাপেরও আয়োজন করতে পারেনি। বরং জাতীয় দল নিয়ে ছেলেখেলা করা হচ্ছে। এদিনই অধিনায়ক সন্দেশ ঝিংগান উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন তাঁদের ভবিষ্যৎ নিয়ে। এফএসডিএলের বক্তব্য, বিভিন্ন টুর্নামেন্ট আয়োজন করা ও ফেডারেশনের কার্যাবলি চালানোর জন্যই টাকা দেওয়া হয়। সেটাই যখন ঠিকঠাক পারছে না ফেডারেশন, তাহলে বাড়তি টাকা কেন দেওয়া হবে?

এফএসডিএল চলে গেলে যে আইএসএলের অন্তত গোটা পাঁচ-ছয় ক্লাবের ঝাঁপ বন্ধ হয়ে যাবে সেটা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করার কোনও জায়গাই নেই। এমনকি সিটি গ্রুপও নাকি মুম্বই সিটি এফসি-র জন্য হওয়া আর্থিক ক্ষতির ভার আর বইতে নারাজ বলে শোনা যাচ্ছে। ওড়িশা এফসি, বেঙ্গালুরু এফসি-র পর এদিন যাবতীয় কার্যাবলি আপাতত বন্ধ করে দিল চেন্নাইয়ান এফসি-ও। তাই কোনও কারণে আদালতের দ্বারস্থ হতে হলে আটঘাট বেঁধেই এগোতে চায় ক্লাবগুলি এবং এফএসডিএল। ৭ তারিখের সভায় যে কোনও সমাধানসূত্রই বেরোবে না, একথা জেনেও সভায় যাচ্ছেন প্রায় সব ক্লাবের প্রতিনিধিরা। মঙ্গলবার রাতে যে আট ক্লাব শুরুতে চিঠি দিয়ে আলোচনায় বসতে চেয়েছিল তাদের পাশাপাশি মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট, ইস্টবেঙ্গল, মহামেডান, মুম্বই সিটি এফসি ও চেন্নাইয়ান এফসিকেও চিঠি পাঠায় ফেডারেশন। মহমেডানের সিইও সৌগত ভট্টাচার্য দিল্লি গেলেও যাননি মোহনবাগান বা ইস্টবেঙ্গলের কোনও প্রতিনিধি। দেবাশিস দত্ত বলেছেন, 'আমাদের কোম্পানির কোনও প্রতিনিধি ভার্চুয়ালি উপস্থিত থাকবে আলোচনায়।' ইস্টবেঙ্গলেরও একইভাবে ভার্চুয়ালিই থাকার সম্ভাবনা। এফএসডিএলের প্রতিনিধিও নাকি থাকছেন সভায়। সকলেই এটা বুঝতে পারছেন আলোচনার টেবিলে এআইএফএফ সহমহাসচিব এম সত্যনারায়ণেরর আইএসএল নিয়ে কোনও নিশ্চয়তাই দিতে পারবেন না। তাই বৃহস্পতিবারই কোনও সমাধানের সম্ভাবনা প্রায় নেই।

আইএফএ-র অবমাননা

ক্রীড়ামন্ত্রীর ক্লাব, কোচকে শো-কজ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৬ অগাস্ট : অবমাননাকর মন্তব্য করার জন্য সুরুচি সংঘ ক্লাব ও ফুটবল দলের কোচ রঞ্জন চৌধুরীকে শো-কজ ও তলব করল আইএফএ।

কলকাতা লিগের ম্যাচের সূচি তৈরির সময়ে তাঁদের বিপক্ষে ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে বলে অভিযোগ করেন রঞ্জন। সরাসরি না করলেও এতে আইএফএ-র কর্তা এবং কর্মীরা যুক্ত বলেও তাঁর অভিযোগ ছিল। তাঁর দলকে গ্রুপ শীর্ষে থাকতে না দেওয়ার জন্যই এসব করা হচ্ছে এবং সূচিতে সিকোয়েন্স না মেনে সুরুচি সংঘকে কম খেলা দেওয়া হয়েছে, এসবই ছিল রঞ্জনের বক্তব্য। তাঁদের ছন্দ নষ্ট করে দেওয়ার জন্যই এসব করা হচ্ছে বলে অভিযোগ ছিল সুরুচির কোচের। তিনি আরও জানান, আইএফএ বাইরের লোককে (তিনি আউটসোর্সিং শব্দটি ব্যবহার করেন) দিয়ে সূচি করাচ্ছে বলেই এসব হচ্ছে। এদিন আইএফএ-র তরফে প্রকাশ্য প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে জানানো হয়, সুরুচির সচিব যেন তাঁর লিখিত বক্তব্য জানিয়ে শুক্রবার তাঁর কোচকে নিয়ে আগামী শুক্রবার আইএফএ-র দপ্তরে হাজিরা দেন। যদি তাঁরা ওই বক্তব্যের স্বপক্ষে সদর্থক যুক্তি না দিতে পারেন, তাহলে ক্লাবের বিপক্ষে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে। প্রসঙ্গত, সুরুচি সংঘ মূলত ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসের ক্লাব বলেই পরিচিত।

এই বিষয়ে সুরুচি সংঘের সচিব স্বরূপ বিশ্বাসকে ফোনে ধরা হলে তিনি বলেছেন, 'আমরা ক্লাবের তরফে থেকে কোচের পাশে আছি। তবে ষড়যন্ত্র আমি কখনই বলব না। যাঁরা সূচি তৈরি করেছেন, তাঁরা হয়তো ভুলই করেছেন। কিন্তু সুরুচি সংঘের উপর যে অবিচার হচ্ছে সেটা কিন্তু ঘটনা। আমরা পাঁচটা ম্যাচ খেলার পর অনেকদিন বসে আছি। কিন্তু পাঠচক্রকে সাত নম্বর ম্যাচটা দিয়ে দেওয়া হল। আমরা যারা আইএফএ-র সঙ্গে যুক্ত তাদের নিজেদের মধ্যে বসে এই ভুলত্রুটিগুলি শুধরে নিতে হবে।' এখন আইএফএ-র অন্যতম সহ সভাপতির ক্লাবের সঙ্গে আইএফএ-র লড়াই হয় নাকি আপোসে মিটে যায়, সেটাই দেখার।

'মর্যাদারক্ষার' লড়াই মহমেডানের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকতা, ৬ অগাস্ট : এবারের মতো ডুরান্ড কাপে আশা শেষ মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের। বিদায় নিশ্চিত। তবে দলের আত্মবিশ্বাস ফেরানোর নিরিখে

> **ডুরান্ড কাপে আজ**
>
> **মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব**
> বনাম **বিএসএফ**
>
> **সময় :** সন্ধ্যা ৭টা
> **স্থান :** কিশোর ভারতী ক্রীড়াঙ্গন
> **সম্প্রচার :** সোনি টেন নেটওয়ার্কে

এর চেয়ে ভালো সুযোগ বোধহয় আর পাবেন না সাদা-কালো কোচ মেহরাজউদ্দিন ওয়াড়ু।

বৃহস্পতিবার ডুরান্ডে গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচ খেলতে নামছে মহমেডান। প্রতিপক্ষ বিএসএফ।

বিএসএফ ম্যাচের প্রস্তুতিতে শুভজিৎ ভট্টাচার্য। বুধবার।

প্রথম দুই ম্যাচে একডজন গোল হজম করেছে সেনাবাহিনীর দলটি। সেখানে মহমেডান দুই ম্যাচ হারলেও একটু হলেও ভালো জায়গায় রয়েছে। শক্তির বিচারেও বিএসএফের থেকে মহমেডানকে এগিয়ে রাখাই যায়। অন্তত প্রথম দুই ম্যাচে শুভজিৎ ভট্টাচার্য, সজল বাগরা যেভাবে লড়াই করেছেন তার পরিপ্রেক্ষিতে একথা বলাই যায়। সাদা-কালো বাহিনীর কোচ মেহরাজের চোখেও ম্যাচটা মর্যাদা রক্ষার লড়াই। তিনি বলছিলেন, 'কলকাতা লিগ, ডুরান্ড কোনও জায়গাতেই আমরা ভালো কিছু করতে পারিনি এখনও। তবে ডুরান্ডে দলের মধ্যে ইতিবাচক তাগিদ দেখেছি। বিএসএফ ম্যাচটাকে মর্যাদা রক্ষার লড়াই হিসাবে দেখছি আমরা।' তবে সাদা-কালো শিবিরে চিন্তাও রয়েছে। ছন্দে থাকা অ্যাডিসন সিং, অ্যাশলি কোলি চোটের জন্য মাঠেরর বাইরে। কার্ড সমস্যায় পাওয়া যাবে না দীনেশ মিতেইকেও।

মঙ্গলবার অনুশীলনে চোট পেয়েছিলেন আপুইয়া। ফলে তাঁকে নিয়ে আশঙ্কা তৈরি হয়েছিল সবুজ-মেরুন শিবিরে।

গুরুতর নয় আপুইয়ার চোট, স্বস্তি সবুজ-মেরুনে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৬ অগাস্ট : আপুইয়ার চোট খুব গুরুতর নয় বলেই দাবি সবুজ-মেরুন শিবিরের।

মঙ্গলবার অনুশীলন চলার সময় চোট পান এই মিজো মিডফিল্ডার। যাঁরা সোমবারের ম্যাচ পুরো সময় খেলেন, তাঁদের বাদ দিয়ে বাকিদের নিয়ে সিচুয়েশন এবং পাসিং অনুশীলন করাচ্ছিলেন। সেসময়েই হঠাৎই এক ট্যাকলে মাটিতে পড়ে যান আপুইয়া। লাল কার্ড থাকায় আগের ম্যাচে খেলেননি তিনি। ডায়মন্ড হারবার এফসি-র বিপক্ষে ম্যাচ জিততেই হবে মোহনবাগান সুপার জায়েন্টকে। স্বাভাবিকভাবেই ওই ম্যাচে পূর্ণশক্তির দল থাকাটা জরুরি হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনার দলের কাছে। মঙ্গলবার ভোররাতেই এসে পৌঁছে গিয়েছেন দলের দুই স্তম্ভ জেমি ম্যাকলারেন ও জেসন কামিন্স। বিকেলের অনুশীলনেও হাজির হয়ে যান তাঁরা। অনুশীলন যেহেতু খোলাই রেখেছিলেন মোলিনা, তাই দেখা গিয়েছে যে দুই অজি অ্যাটাকারই ফিট। সমানতালে দলের সঙ্গে শারীরিক সক্ষমতা ও পরে বল পায়ে অনুশীলন করেন জেমি ও কামিন্স। দুজনেই যদি পরবর্তী দিন দুয়েকের অনুশীলনে ডায়মন্ডের বিরুদ্ধে মাঠে নেমে পড়েন তাহলে অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না। কিন্তু এই অনুশীলনেই ঘটে যায় দুর্ঘটনা। ট্যাকলে পড়ে যাওয়াই শুধু নয়, রীতিমতো খোঁড়াতে দেখা যায় আপুইয়াকে। কিন্তু এদিন দল সূত্রে জানা গেল, খুব গুরুতর নয় তাঁর চোট। এমনিতেই লাল কার্ড সমস্যা কেটে গিয়েছে তাঁর। ফলে কোচ যদি চান, তাহলে খেলতে অসুবিধা নেই আপুইয়ার। যদিও মোলিনা আদৌ এই ম্যাচ খেলিয়ে ঝুঁকি নেবেন বলেও মনে করছে না টিম ম্যানেজমেন্ট। বিশেষ করে আক্রমণে দুই বিদেশি এসে যাওয়ার পরে দলের ধার নিশ্চিতভাবেই আরও বাড়বে। যা দিয়ে ডায়মন্ডের মোকাবিলা করা সম্ভব।

মাঝমাঠেও মোলিনার হাতে রয়েছে একাধিক ফুটবলার। দীপক টাংরি, অভিষেক সূর্যবংশী, অনিরুদ্ধ থাপা বা সাহাল আবদুল সামাদরা থাকায় আপুইয়াকে না খেলালেও চলবে বলেই মনে করা হচ্ছে। সামনে আগের দুই ম্যাচে সুহেল আহমেদ বাটকে একা রেখে খেলিয়েছেন বাস্তব রায় ও মোলিনা। কিন্তু বিএসএফের বিপক্ষে চোট পাওয়ার পর তিনি মঙ্গলবার অনুশীলন করেননি। আগামী দুই দিন তিনি কী অবস্থায় থাকেন তার উপরেই হয়তো নির্ভর করবে মোলিনা দুই স্ট্রাইকারে খেলাবেন কি না। নাহলে দুই অজি তারকাকেই হয়তো দুই অর্ধে খেলতে দেখা যেতে পারে। এদিকে, ৮ তারিখ ভোররাতে কলকাতায় পা দিতে চলেছেন আর এক অজি অ্যাটাকার দিমিত্রিস পেত্রাতোস।

পিছোল চেন্নাই গ্র্যান্ড মাস্টার্স দাবা

চেন্নাই, ৬ অগাস্ট : একদিন পিছিয়ে গেল চেন্নাই গ্র্যান্ড মাস্টার্স দাবা। নেপথ্যে হোটেলে আগুন। বুধবার থেকে শুরু হওয়ার কথা ছিল এই দাবা প্রতিযোগিতার। কিন্তু মঙ্গলবার মাঝরাতে হোটেলের নবম তলায় বৈদ্যুতিক তারে আগুন ছড়িয়ে যায়। ধোঁয়ায় ভরে যায় গোটা হোটেল। চেন্নাইয়ের এই হোটেলেই বসার কথা ছিল

হোটেলে আগুনের জের

চেন্নাই গ্র্যান্ড মাস্টার্স দাবার আসর। আপৎকালীন পরিস্থিতিতে প্রতিযোগীদের সরিয়ে নিয়ে আসা হয় কাছাকাছি একটি হোটেলে।

প্রতিযোগিতার ডিরেক্টর গ্র্যান্ড মাস্টার শ্রীনাথ নারায়ণ বলেছেন, 'চেন্নাই গ্র্যান্ড মাস্টার্স প্রতিযোগিতা আয়োজিত হওয়ার কথা যে হোটেলে, সেখানে গতকাল রাতে আগুন লেগেছিল। প্রত্যেক প্রতিযোগী সুস্থ আছেন। তাঁদের কাছাকাছি একটি হোটেলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। প্রতিযোগিতা একদিন পিছিয়ে দেওয়া হল।'

পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে প্রতিযোগিতা শুরু হবে বৃহস্পতিবার এবং প্রাথমিকভাবে বিশ্রামের

প্রতিযোগিতার ড্রয়ের আগে হরিকা দ্রোনাভাল্লি ও বৈশালী রমেশবাবু। চেন্নাইয়ে বুধবার।

জন্য নির্ধারিত দিন ছিল ১১ অগাস্ট। সেই বিশ্রামের দিনেও খেলা হবে বলে জানিয়েছেন আয়োজকরা। উল্লেখ্য, প্রতিযোগিতার তৃতীয় সংস্করণে ভিদিত গুজরাটি, অর্জুন এরিগাইসির মতো প্রতিযোগীরা নামলেও ঘরের ছেলে রমেশবাবু প্রজ্ঞানানন্দ ও ডোম্মারাজু গুকেশকে দেখা যাবে না। তাঁরা ব্যস্ত থাকবেন অন্য আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায়।

ইউনাইটেডের নজরে সিসকো

ম্যাঞ্চেস্টার, ৬ অগাস্ট : ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের নজর এবার রেডবুল লিপজিগের স্ট্রাইকার বেঞ্জামিন সিসকোর দিকে। গত মরশুমে ভালো স্ট্রাইকারের অভাবে ভুগেছিল রুবেন অ্যামোরিমের দল। প্রত্যাশাপূরণ করতে পারেননি রাসমাস হোজলুন্ড, জোশুয়া জির্কজিরা। অন্যদিকে ক্লাব ছাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে আলেহান্দ্রো গারনাচোরা। এই পরিস্থিতিতে স্লোভেনিয়ান সিসকোর দিকে ঝুঁকছে লাল ম্যাঞ্চেস্টার। ইতিমধ্যেই ইউনাইটেড কর্তৃপক্ষ যোগাযোগ করেছেন সিসকোর সঙ্গে। একইসঙ্গে সিসকোকে দলে নিতে ঝাঁপিয়েছে প্রিমিয়ার লিগের আর এক ক্লাব নিউক্যাসল ইউনাইটেডও। কারণ, নিউক্যাসলের স্ট্রাইকার আলেকজান্ডার ইশাক লিভারপুলের দিকে পা বাড়িয়েছেন। ফলে সুইডিশ ইশাকের শূন্যস্থান পূরণে সিসকোর দিকে নজর রাখছে নিউক্যাসলও। তারা লাল ম্যাঞ্চেস্টারের থেকে ৫ মিলিয়ন ইউরো বেশি খরচ করতেও রাজি।

তবে ব্রিটিশ মিডিয়া সূত্রে খবর, সিসকো নিজে আগ্রহী ওল্ড ট্রাফোর্ডে খেলার ব্যাপারে। চুক্তি হতে পারে ২০৩০ সাল পর্যন্ত। ২২ বছরের সিসকো গত মরশুমে ৩৩ ম্যাচে ১৩টি গোলের সঙ্গে ৫টি গোলের পাসও বাড়িয়েছেন।

শ্রদ্ধাঞ্জলি
রথীন দে
আজ ১১তম প্রয়াণ বার্ষিকীতে অশ্রুসিক্ত নয়নে তোমায় জানাই প্রণাম ও শ্রদ্ধাঞ্জলি
বিনাপানি দে (স্ত্রী)
ও পরিবারবর্গ, শিলিগুড়ি

সর্বভারতীয় ব্যাডমিন্টনে শুভমিতা

আলিপুরদুয়ার, ৬ অগাস্ট : সর্বভারতীয় সাব-জুনিয়ার র‍্যাংকিং ব্যাডমিন্টন ৯-১৪ অগাস্ট কলকাতার হরিনাভিতে অনুষ্ঠিত হবে। সেখানে আলিপুরদুয়ার জেলার শুভমিতা কর্মকার অনূর্ধ্ব-১৩ মেয়েদের সিঙ্গলসে দক্ষিণ দিনাজপুরের হয়ে নামবে। ডাবলসে শুভমিতা খেলবে বর্ধমানের সারন্যা গুপ্তার সঙ্গে। শুভমিতা বৃহস্পতিবার রওনা হবে।

সেমিতে ফ্রেন্ডস

হলদিবাড়ি, ৬ অগাস্ট : শান্তিনগর ইউনিক ক্লাবের ডায়মন্ড কাপ নক আউট ফুটবলে সেমিফাইনালে উঠল অসমের রাইমোনা ফ্রেন্ডস ক্লাব। বুধবার তারা ৪-০ গোলে মুর্শিদাবাদের ফরাক্কা ফুটবল ক্লাবকে হারিয়েছে।

ম্যাচের সেরা হয়ে সুজয় রায়। ছবি : সুভাষচন্দ্র বসু

ফাইনালে ওয়েলফেয়ার

বেলাকোবা, ৬ অগাস্ট : জলপাইগুড়ি জেলা ক্রীড়া সংস্থার সহযোগিতায় আয়োজিত রাজগঞ্জ কেন্দ্রের ফুটবলের ফাইনালে উঠল রাজগঞ্জ ওয়েলফেয়ার ক্লাব। বুধবার প্রথম সেমিফাইনালে তারা ৫-০ গোলে নবজীবন ক্লাবকে হারিয়েছে। হ্যাটট্রিক করেন ওয়েলফেয়ারের ঋতম রায়। তাদের বাকি গোল করেন রুস্তম ওরাওঁ এবং ম্যাচের সেরা সুজয় রায়। শুক্রবার দ্বিতীয় সেমিফাইনাল নামবে আদিবাসী জনতা ক্লাব ও আদিবাসী সুরাচ্ছা ক্লাব।

শিবতোষের জোড়া পদক

গঙ্গারামপুর, ৬ অগাস্ট : কলকাতার নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে শেষ হওয়া আন্তর্জাতিক ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় সোনা সহ জোড়া পদক জিতল গঙ্গারামপুর ব্লকের বেলবাড়ি (১) অঞ্চলের বিজলিঘাট প্রাথমিক বিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণির পড়ুয়া শিবতোষ বর্মন। শিহান শঙ্করকুমার মণ্ডলের নেতৃত্বে ওয়ার্ল্ড ট্র্যাডিশনাল সোতোকান ক্যারাটে ফেডারেশন নর্থ বেঙ্গল থেকে অংশগ্রহণ করে কাতায় ব্রোঞ্জ ও কুমিতে (ফাইটিং) বিভাগে সোনা জিতেছে শিবতোষ।

জোড়া পদক হাতে শিবতোষ বর্মন।

উত্তরের খেলা

জোড়া গোল খোকনের

জলপাইগুড়ি, ৬ অগাস্ট : জেলা ক্রীড়া সংস্থার প্রথম ডিভিশন ফুটবল লিগে সুপার ফোরে বুধবার জেএওয়াইসিসি ৪-৩ গোলে এনবিআরসি-কে হারিয়েছে। ম্যাচের সেরা খোকন দাস জোড়া গোল করেন। জেএওয়াইসিসি-র বাকি গোল দুইটি সিদ্ধার্থ রাম এবং জ্যোতির্ময় রায়ের। এনবিআরসি-র গোলস্কোরার দীপাঞ্জন মল্লিক, গৌরব সরকার ও রোহিত হোসেন।

ফাইনালে টাউন

বালুরঘাট, ৬ অগাস্ট : জেলা ক্রীড়া সংস্থার সুবলচন্দ্র বিশ্বাস ট্রফি ও বিমলাসুন্দরী বিশ্বাস ট্রফি সুপার ডিভিশন ফুটবল লিগে ফাইনালে উঠল টাউন ক্লাব। ফাইনাল ১০ অগাস্ট। বুধবার দ্বিতীয় সেমিফাইনালে টাউন ৩-১ গোলে ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন ক্লাবকে হারিয়েছে। টাউনের মিলন হাঁসদা জোড়া গোল করেন। অন্যটি অবিনাশ টুডুর। ফ্রেন্ডসের গোলটি সনাতন টুডুর।

জয়ী বোরোডাঙ্গা

সাহেবগঞ্জ, ৬ অগাস্ট : সাহেবগঞ্জ ক্লাবের ফ্রিডম কাপ ফুটবলে বুধবার বোরোডাঙ্গা ফুটবল অ্যাকাডেমি ২-১ গোলে ভুটানিরঘাট অভিযান ক্লাবকে হারিয়েছে। বোরোডাঙ্গা ফুটবল অ্যাকাডেমির বাপ্পা কার্জি জোড়া গোল করেন। অভিযানের গোলটি অঙ্কিত অধিকারীর। ম্যাচের সেরা বাপ্পা। রবিবার খেলবে ডাউন কোচিং দিনহাটা ও সাহেবগঞ্জ বিডিও অফিস পাড়া।

বিজ্ঞাপন
ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়ী হলেন হাওড়া-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, হাওড়া - এর একজন বাসিন্দা সৈয়দ একরামুল হক-কে 22.05.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 83E 76478 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে তার পুরস্কার বিজয়ী টিকিট জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "আমাদের অনেকের কাছে সামান্য কিছু টাকার লটারির টিকিটের মাধ্যমে কোটিপতি হওয়ার সম্ভাবনা স্বপ্ন পূরণের মতো। এখন এই পুরস্কার আমাদের আশা এবং আমাদের জীবন উন্নত করতে সাহায্য করবে। আমি ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারিকে অনেক ধন্যবাদ জানাই আমাকে একজন কোটিপতি বানানোর জন্য।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয় তাই এর সততা প্রমাণিত।
* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।